মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২৯ ॥ ১৯ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৫ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

তুলসী গ্যাবার্ডের মন্তব্য গুরুতর: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং ইসলামিক খিলাফতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড যে মন্তব্য করেছেন, সেটি গুরুতর বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাকিকদের সাথে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

সরকার নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে: গয়েশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, নির্বাচন যতই দেরি হবে ততই জটিলতা বাড়বে। ষড়যন্ত্রকারীরা তত শক্তিশালী হবে। সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার ক্ষমতা সরকারের আছে কি না নতুন দলের শক্তি সরকারের মধ্যেই লুকায়িত আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার নতুন দলের জন্য অনেক কিছু করছে, অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টার কারণে সরকার নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে।

জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কোনো ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবে না: মোশাররফ

স্টাফ রিপোর্টার : জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কোনো ষড়যন্ত্র এদেশে বাস্তবায়িত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে বিএনপির সাবেক মহাসচিব প্রয়াত খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া ও স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

গাজায় এক রাতে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪০৪ ছাড়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গতকাল রাতে ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরায়েলের চালানো হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪০৪ ছাড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত ৬৬০ জন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সর্বশেষ আপডেটে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তারা বলেছে, ইসরায়েলের হামলায় ৪১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া হামলায় ধসে পড়া ভবনের নিচে আরও অনেক মানুষ আটকে আছেন। যাদের নাম আহত বা নিহতের তালিকায় যুক্ত করা হয়নি। সোমবার রাত ২টার দিকে আকস্মিকভাবে গাজায় বোমা হামলা চালানো শুরু করে দখলদাররা। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এ হামলায় মুহূর্তের মধ্যে ঝরে যায় শত শত মানুষের প্রাণ। আহতের সংখ্যা এতটাই বেশি যে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেখানকার সব হাসপাতালে সাধারণ মানুষকে রক্তদানের অনুরোধ জানিয়েছে। রক্তের স্বল্পতার পাশাপাশি পেইনকিলার ও ব্যান্ডেজের সংকটেও পড়েছেন চিকিৎসকরা।

গত ১৭ দিন ধরে গাজায় সবধরনের ত্রাণ ও সহায়তা প্রবেশ বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েলি দখলদাররা। আর সেখানকার মানুষকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে বর্বর ও কাপুরোষিত এ হামলা চালিয়েছে তারা। দখলদার ইসরায়েল বলেছে, হামাস তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং তারা তাদের জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ কারণে সোমবার রাতে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামাস জানিয়েছিল, পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী যদি ইসরায়েল গাজা যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করে তাহলে তারা সব জিম্মিকে একসঙ্গে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু দখলদার এতে সম্মত হয়নি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, গাজায় যে নতুন করে আবারও নির্বিচার হামলা চালানো হবে সেটি কয়েক সপ্তাহ আগেই ঠিক করা হয়। অর্থাৎ হামাস জিম্মিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় হামলা চালানো হয়েছেড় এটি সত্য নয়।

ছাড়পত্র পেলেও কেন হাসপাতাল ছাড়ছেন না জুলাই যোদ্ধারা?

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে। এর মধ্যে এমনও আছেন যাদের এখন আর হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও বাসায় যাচ্ছেন না। এতে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে বের হতে বেগ পেতে হচ্ছে সরকার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ছাত্র সমন্বয়কসহ সব পক্ষকেই। বিভিন্ন সময়ে নানান মাধ্যমে খবর পাওয়া যায়, হাসপাতালে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হন আহতরা। আবার চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছেন তারা। গত ১০ মার্চ জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর) স্টাফদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনায় ১০ জন আহত হন। ঘণ্টারও বেশি সময় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হয়েছিল। পুলিশ, ছাত্র প্রতিনিধি ও চিকিৎসকদের মাধ্যমে সেটির সুরাহা করতে হয়েছে। এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়েছে, ডিম কিনে এনে তা জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ফ্লোরে ভেঙে পিচ্ছিল করে একে অপরকে টেনে-

২-এর পাতায় দেখুন

ডিজিজের প্যাটার্নে মানুষ ও প্রাণীকে আলাদা করা যাচ্ছে না: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

স্টাফ রিপোর্টার : করোনার পূর্বে ও পরে রোগের যে প্যাটার্ন সেখানে মানুষ ও প্রাণীকে আলাদা করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে অডিটরিয়ামে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, শীঘ্রই হাসপাতালে হিউম্যান ও এনিমেলের একই ওষুধ চলে আসবে। মানুষ ও প্রাণীকে আলাদা করা হলেও যখন প্রাণিসম্পদ দাবি করা হবে তখন মানুষসহ প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ এখানে প্রাণী বলতে মানুষ বাইরে থাকতে পারে না। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালে নানান সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভেটেরিনারি ডাক্তারদের রোগগুলোর ডায়াগনোসিস করার যে সক্ষমতা রয়েছে তা সত্যিই গর্বের। হাসপাতালের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা অনেক ভালো কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু সে অর্থে প্রচারণা কম। তাই আপনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে যেন জনগণ জানতে পারে সে লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম আরও বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভেটেরিনারি ডাক্তার হিসেবে আপনারা যেভাবে পোষা প্রাণী নিয়ে কাজ করছেন

২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১৮)

স্টাফ রিপোর্টার : যে ব্যক্তি সাওম ভঙ্গ করার নিয়ত করে তার সাওম কি ভঙ্গ হয়ে যায় হা এটা সঠিক, যে সাওম ভঙ্গের নিয়ত করল সে যেন তার সাওম ভেঙে ফেলল। কারণ সাওম দুটো মৌলিক বিষয় দ্বারা গঠিত। ১ম বিষয় নিয়ত, ২য় বিষয় হল সাওম ভঙ্গ করে এমন সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা। যখন সাওম ভঙ্গের নিয়ত করল তখন ১ম বিষয়টি চলে গেল। আর এ নিয়তটিই তো ছিল ইবাদতের মধ্যে বেশি প্রয়োজনীয়। কেননা সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর আমরা যে বললাম " তার সাওম ভেঙে ফেলল" একথার অর্থ হল

২-এর পাতায় দেখুন

নতুন দলের নিবন্ধন বিষয়ে ইসির গণবিজ্ঞপ্তি হাইকোর্টে স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেওয়া গণবিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এই গণবিজ্ঞপ্তি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) বিচারপতি আকরাম হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এ সময় আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আবেদা গুলরুখ। এর আগে, সোমবার (১৭ মার্চ) রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাসনাত কাইয়ুম হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ সংক্রান্ত রিট দায়ের করেন। রিটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), নির্বাচন কমিশনের সচিব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনকে বিবাদী করা হয়। এ বিষয়ে আইনজীবী হাসনাত কাইয়ুম বলেন, রিটে আমরা কয়েকটি বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করেছি। তার মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য ইসির আইনে বলা আছে, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ১০০ উপজেলা ও ২২ জেলায় দলের কমিটি থাকতে হবে। কিন্তু পাহাড়ি জনসংখ্যা অধ্যুষিত তিন জেলায় উপজেলা আছে মাত্র ২০টি। তাই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ইচ্ছা করলেও রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবে না। এমনকি আঞ্চলিক দলও গঠন করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, ইসির বর্তমান আইন অনুযায়ী, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে এ রিট করা হয়েছে। এ ছাড়া রিটে ইসির গণবিজ্ঞপ্তি বাতিলেরও নির্দেশনা চাওয়া হয়। প্রসঙ্গত,

২-এর পাতায় দেখুন

ঢামেকে রোগীদের জন্য ইফতারির বাজেট নেই

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে রোগীদের ইফতারের জন্য আলাদা কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। রোজার মাস বিবেচনায় না নিয়ে অন্য সময়ের মতোই দেওয়া হয় রোগীদের খাবার। স্বজনরা রোগীর জন্য এবং নিজেদের জন্য বাইরে থেকে ইফতারি কেনেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা যায়। গত শুক্রবার মানিকগঞ্জ থেকে আসা নিউরো সার্জারির ফ্লোরে চিকিৎসাধীন দুর্জয়ের মা শিল্পী জানান, আমার ছেলে শুক্রবার মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করে। তাকে প্রথমে জরুরি বিভাগের নিয়ে আসা হয়, পরে এখানে নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়। রোগীর জন্য সরকারি বরাদ্দ করা নিয়মিত খাবার দিলেও এখানে

২-এর পাতায় দেখুন

সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন সিনেটরের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর গ্যারি চার্লস পিটার্স। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। পোস্টে বলা হয়, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর গ্যারি চার্লস পিটার্সের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সেনাসদরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে, পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি তারা পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং উভয় দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদের কিনারা থেকে রিটার্ন করেছে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদের কিনারায় ছিল। সেখান থেকে আমরা রিটার্ন করে চলে আসছি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, বাহিরের সবাই কি সবকিছু জেনে শুনে লেখেন। তারা মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক কিছু লেখেন। এছাড়া তুলসী গ্যাবার্ডের মন্তব্যে আমাদের অর্থনীতিতে বহুপক্ষীয় বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক হান্না বাংলাদেশ সফর

২-এর পাতায় দেখুন

রাখাল রাহাকে সব কমিটি থেকে অপসারণসহ ৮ দফা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যবই সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটির সদস্য রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদুর রহমানকে এনসিটিবির সব কমিটি থেকে অপসারণসহ আট দফা দাবি জানিয়েছে 'সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন' নামের একটি সংগঠন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাসে সংবাদ সম্মেলন করে আট দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। সম্প্রতি এনসিটিবির চেয়ারম্যান বিতর্কিত রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদুর রহমানকে নিয়ে 'দায়সারা বক্তব্য দিয়েছেন' অভিযোগ করে তার প্রতিবাদে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান জাহাঙ্গীর কবির। সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আল আমিন। এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেসমিন, ডা. রিপা, তানিয়া আক্তার এবং কামাল

২-এর পাতায় দেখুন

টিসিবির ট্রাক থেকে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য কিনতে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড়। ছবিটি মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেলের সামনে থেকে তোলা।

যমুনা রেলসেতুর উদ্বোধন উত্তরবঙ্গে ট্রেনযাত্রায় সময় বাঁচবে ৩০ মিনিটেরও বেশি

স্টাফ রিপোর্টার : যমুনা নদীর ওপর নির্মিত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন সম্বলিত ৪.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের যমুনা রেলসেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের ইব্রাহিমাবাদ রেলস্টেশনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেতু উদ্বোধন করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত মি. সাইদা সিনিচি এবং জাইকার দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক মহাপরিচালক মি. ইতো তেরুয়েকি। ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি ৯৫ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটি ঢাকার সাথে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মধ্যে রেলযাত্রার সময় হ্রাস করবে ৩০

২-এর পাতায় দেখুন

অনৈতিক বিপণন চর্চায় লাগামহীন ওষুধের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ওষুধের দাম প্রায়ই বেড়ে যায়। গত কয়েক মাসেও বেড়েছে ওষুধভেদে প্রায় ৩০ থেকে ৯০ শতাংশ। স্বল্প আয়ের মানুষ বাড়তি মূল্যে ওষুধ কিনতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেকের নিঃস্ব হওয়ার দশা। ওষুধের দামের এই লাগামহীনতার জন্য উৎপাদক ও সবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক বিপণন চর্চা বা প্রোমোশনাল মার্কেটিং কার্যক্রমকে দুষছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রোমোশনাল মার্কেটিংয়ের নামে ডাক্তারদের উপহার বা উৎকোচ দেয় কোম্পানিগুলো, যা কেটে নেওয়া হয় ক্রেতারই পকেট থেকে। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের মতে, রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উপাদান ওষুধ। রোগ নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে ওষুধের কোনো বিকল্প নেই। গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ওষুধকে স্বাস্থ্য খাতের ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অন্যতম একটি হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলে ওষুধের প্রাপ্যতা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের অন্যতম

নিয়ামক। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের এ সংক্রান্ত গবেষণা বলছে, দেশের মানুষের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৫ শতাংশ শুধু ওষুধের জন্য ব্যয় হয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে মোট ১০০ টাকা খরচ করলে তার মধ্যে ৬৫ টাকা খরচ হয় ওষুধ কিনতে। এ থেকেই বোঝা যায়, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ওষুধের ওপর কতটা নির্ভরশীল। দেশে গ্যাস্ট্রিক তথা অ্যাসিডিটির সমস্যা নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। এছাড়া দেশে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি পাঁচজনে একজন ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। রাজধানীর বিভিন্ন ফার্মেসি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেশের বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বিভিন্ন ধরনের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ। এরপরের বিক্রির তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে প্রেসার এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় সারজেল, প্যানটোনিক্স এবং ম্যাক্সপ্রো। এছাড়া প্যারাসিটামল গ্রুপের

২-এর পাতায় দেখুন

ভোজ্যতেলের কর সুবিধা বাড়ানোর সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : দাম সহনীয় রাখতে আমদানি পর্যায়ে অব্যাহত ভোজ্যতেলের শুল্ক-কর রেয়াত চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানকে এ-সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে সংস্থাটি। চিঠিতে বলা হয়, গত ১৫ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত পাম তেল, অপরিশোধিত সানফ্লাওয়ার তেল, অপরিশোধিত ক্যানোলা তেলের ওপর আমদানি পর্যায়ে ৫

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদযাত্রার ২৮ মার্চের অগ্রিম টিকিট কিনতে ১ কোটি ১৬ লাখ হিট

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদে ঘরমুখো মানুষের জন্য অগ্রিম টিকিট বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আজ বিক্রি হচ্ছে ২৮ মার্চের টিকিট। এদিন পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট কাটতে সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ১ কোটি ১৬ লাখ হিট বা এই সংখ্যক বার টিকিট কাটার চেষ্টা করেছেন যাত্রীরা। রেলওয়ে জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সকাল ৮ টায় পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয়। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট সকাল ৮ টায় এবং পূর্বাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট দুপুর ২টা থেকে ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। রেলওয়ের তথ্য বলছে, পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল মিলিয়ে আগামী ২৭ মার্চ ট্রেনে যাতায়াতের জন্য ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলোর আসন সংখ্যা ৩৩ হাজার ১৯৯টি। সারা বাংলাদেশে এই আসন ১ লাখ ৭৫ হাজার ৬৩০টি। সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের টিকিট বিক্রি হয়েছে ১০ হাজার ৬৬৭টি, সারাদেশের ১৪ হাজার ৫৯৮টি। সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে যাত্রার ১৪ হাজার ৫২২ এবং সারাদেশের ১৯ হাজার ৮৩৪ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। এসব টিকিট বিক্রি শুরুর প্রথম ৩০ মিনিটেই টিকিট কিনতে দেড় কোটি হিট পড়ে বা টিকিট ক্রয়ের চেষ্টা করা হয়েছে? আগামী ২৮ মার্চ ভ্রমণের জন্য ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া প্রুবাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট সংখ্যা ১৬ হাজার ৫৬৫ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৩৪টি। এর আগে,

২-এর পাতায় দেখুন

জাবির ২৮৯ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ২৮৯ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে একটি অধিকতর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার (১৭ মার্চ) দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান এসব তথ্য জানান। উপাচার্য বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের ২৮৯ জন নেতা-কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়

২-এর পাতায় দেখুন

পরিবারসহ শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ৩৯৪ কোটি টাকা অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বোন শেখ রেহানা, শেখ হাসিনার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে ৩১ ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩৯৪ কোটি ৬০ লাখ ৭২ হাজার ৮০৫ টাকা অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল

২-এর পাতায় দেখুন

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাদের নামে মামলা, ছাত্রদলের প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় বাধা এবং পুলিশ কর্তৃক গায়েবি মামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। গত সোমবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এক যৌথ বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান। নেতারা বলেন, দেশব্যাপী নারীদের প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন, ধর্ষণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতিতে দেশের সব প্রান্তে সচেতন ছাত্র-জনতা অব্যাহতভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ১৯ মার্চ ২০২৫ ॥ ০৫ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

ধুম লেগেছে ঈদের কেনাকাটায়

স্টাফ রিপোর্টার : দরজায় কড়া নাড়ছে ঈদ। পবিত্র ঈদুল ফিতর। ধুম লেগেছে কেনাকাটায়। সকল শ্রেণী পেশার মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কেনাকাটায় এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। বিপণী বিতানগুলোতে জমজমাট কেনাবেচা চলছে। এরই মধ্যে জমে উঠেছে নিম্ন আয়ের মানুষের ভরসাস্থল ফুটপাতের ঈদ বাজারও। ধনীদের পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষেরাও পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত কেনাকাটায়। তাদের ভরসা মূলত ফুটপাতের দোকানগুলো। ফুটপাতের এসব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে সকল বয়সের নানা ডিজাইন ও রঙের পোশাক। ফুটপাতে স্বল্প আয়ের মানুষ সাধ্যের মধ্যে পণ্য কিনতে পেরে যেমন খুশি, তেমনই দোকানিরাও পণ্য বিক্রি করে আনন্দ প্রকাশ করছেন। তবে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের হাতে এখনও ঈদের বোনাস এসে পৌঁছেনি। ফলে ফুটপাতে কেনাবেচায় কিছুটা ভাটা থাকলেও বিক্রেতাদের প্রত্যাশা শেষ সময়ে তা পুষিয়ে যাবে। ফুটপাতে কি নেই শার্ট, প্যান্ট, জুতা, সালোয়ার, থ্রি-পিস, কামিজ, পাজামা-পাঞ্জাবি, কসমেটিকস, গেঞ্জি, টুপিসহ ঘর সাজানোর জিনিস থেকে শুরু করে সবকিছুই এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সরেজমিনে রাজধানীর গুলিস্তান, নিউমার্কেট, গাউছিয়া, চাঁদনি চক, মৌচাক মার্কেটের সামনের ফুটপাতের দোকানগুলোতে গিয়ে দেখা যায় এসব জায়গায় প্রচুর মানুষের ভীড়। 'দেইখ্যা লন পাঁচশ, বাইছ্যা লন পাঁচশ, একদাম পাঁচশ' বলে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে ডাকছেন রাজধানীর গুলিস্তানের সামনের ফুটপাতের দোকানিরা। তবে এ হাঁকডাকের শব্দ এখন পুরো রাজধানীর বেশির ভাগ ফুটপাতেই শোনা যাচ্ছে। গুলিস্তান মাজারের সামনের

ফুটপাতে কেনাকাটা করছিলেন বিল্লাল হোসেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এবার ঈদ করবো। মা-বাবা ও ভাইয়ের জন্য কিছু কেনাকাটা করছি। বাবা আর ভাইয়ের জন্য শার্ট-লুঙ্গি, মা এর জন্য শাড়ি নিয়েছি। ফুটপাত থেকে খুঁজে কিনতে পারলে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আর দামেও কম পড়ে। বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে পাঞ্জাবি বিক্রি করছিলেন জলিল মিয়া। তিনি বাসস'কে বলেন, ঈদের বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। তবে এখন যে পরিমাণ মানুষ দেখছেন, তাদের অনেকে দেখতে আসছেন। মানুষ এখনও বেতন পায়নি। ঈদের এক সপ্তাহ আগ থেকে আমাদের বিক্রি ভালো হবে। এখন যা বিক্রি করছি সেটাও একেবারে খারাপ বলা যায় না। ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় এসেছেন সোহেল রানা। কাজ শেষ করে বরিশাল যাওয়ার সময় গুলিস্তানের ফুটপাত থেকে সেরে নিচ্ছিলেন ঈদের কেনাকাটা। তিনি বাসস'কে বলেন, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ফুটপাতের দোকানগুলো হলো এক ধরনের আশির্বাদ। ফুটপাত থেকে কম দামে কাপড় কেনা যায়, তাই এখান থেকে ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি তার নিজের জন্যও কয়েকটা কাপড় নেবেন। তিনি বলেন, ঈদের আগে ঢাকায় আর আসার মত সুযোগ হবে না, তাই ঈদের জামাকাপড় এখনই নিয়ে যাব। ফুটপাতের কাপড়ের দামের প্রসঙ্গ তুললে মৌচাক আনারকলি মার্কেটের সামনের বিক্রেতা মো. রাব্বি বাসসকে বলেন, 'মার্কেটের কাপড় আর আমাদের কাপড়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। আমাদের এসি খরচ নাই, লাইট খরচ নাই, ২-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাট-হার সিঙ্গেল ডিজিট নির্ধারণের প্রস্তাব ঢাকা চেম্বারের

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড মূসক (ভ্যাট) হার ১৫ শতাংশ থাকলেও বিভিন্ন খাতে তা কমিয়ে ১০, ৭.৫ এবং ৫ শতাংশ হারে নির্ধারণের ফলে ব্যবসায়ীদের জন্য জটিলতা সৃষ্টির পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ তৈরি হচ্ছে। উপরন্তু, উপকরণ কর রেয়াতের সুবিধা সবক্ষেত্রে নিশ্চিত না হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী বাড়তি করের বোঝা বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন বাস্তবতায়, আগামী বাজেটে ভ্যাটের হার সিঙ্গেল ডিজিট নির্ধারণের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসায়ীদের ভ্যাট ১ শতাংশ হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেছে ঢাকা চেম্বার। এর মাধ্যমে মাধ্যমে সামগ্রিক কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসার পাশাপাশি ব্যবসার পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে বাণিজ্য সংগঠনটি। গতকাল মঙ্গলবার এনবিআরের সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের ৪২টি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের কাছে পেশ করেন ডিসিসিআই'র সভাপতি তাসকীন আহমেদ। ডিসিসিআই'র প্রস্তাবগুলোতে করজাল সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ, করহার হ্রাসকরণ, ব্যবসাবান্ধব করনীতি ও অটোমেশন ব্যবস্থা চালু, মূসক ব্যবস্থার সংস্কার, স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদন খাতের সুরক্ষা, আমদানি শুল্ক ও ট্যারিফ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং ব্যক্তি শ্রেণির কর কাঠামোর সহজ করা প্রভৃতি ৭-এর পাতায় দেখুন

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন মঙ্গলবার মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে ওমরাহ এজেন্সি ও ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। -পিআইডি

সংখ্যালঘু নির্যাতন বিদেশিরা যেভাবে বলছেন সেই মাত্রায় নেই : ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকলেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা বিদেশিরা যেভাবে বলছেন সেই মাত্রায় নেই বলে জানিয়েছেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) সচিবালয়ে ওমরাহ ভিসা জটিলতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ড বলেছেন, বাংলাদেশ সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন- এ বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, এটা আমাদের সরকারের নলেজে এসেছে। আমরা তো এটা বারবার অস্বীকার করে আসছি যে আমাদের এখানে পারসিকিউশন অব মাইনোরিটিস (সংখ্যালঘু নির্যাতন) বিদেশিরা যেভাবে বলছেন সেই মাত্রায় নেই, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো আছেই। তারপরও আমরা অত্যন্ত সজাগ রয়েছি। কিছু কিছু মাজারেও হামলার ঘটনা ঘটছে, ভাঙচুর হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত সিরিয়াস এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেন, আমরা যদি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে অপরাধী শনাক্ত করতে পারি, তাহলে তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার করবো। খালিদ হোসেন আরও বলেন, আমাদের কাছে পরিসংখ্যানও আছে যে আমরা কতজনকে ধরেছি। আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটা আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং দিয়ে সেটা জানিয়ে দেবো। আমরা অত্যন্ত সচেতন আছি। এক প্রশ্নের জবাবে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠন যাতে তৎপরতা চালাতে না পারে এ বিষয়ে সরকার সজাগ।

আবু তালেব ও আবু জাহেলের মত বিএনপি ও আ.লীগ এক না : মামুনুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : আবু তালেব ও আবু জাহেলের মত বিএনপি ও আ.লীগ এক না বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মামুনুল হক। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে 'হিফযুল কোরআন ও কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মামুনুল হক বলেন, অনেকেই বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কে এক পাল্লায় করে মাপ করে, আমি মনে করি এটা অবিচার। আওয়ামী লীগও ইসলামীক রাজনৈতিক সংগঠন নয়, বিএনপিও নয়। তবে এই দুটির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় আমরা একসঙ্গে যুগপত রাজনীতি করেছি, জোটবদ্ধ রাজনীতি করেছি, আন্দোলন করেছি, সরকার গঠন করেছি। আমি একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান, আমাদের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের আরো দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শিগগির চালু হচ্ছে কার্গো ফ্লাইট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেই শুধু এতোদিন কার্গো ফ্লাইট পরিচালিত হতো। ফলে আকাশপথে কার্গো পরিবহনে ব্যবসায়ীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্য ঢাকায় নিয়ে আসতে হতো। এখন ওই নির্ভরতা দূর হতে যাচ্ছে। খুব শিগগিরই সিলেট ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্গো শুরু হতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বা সিলেট অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকার পরও আকাশপথে পণ্য পরিবহনে ব্যবসায়ীরা ঢাকার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। কিন্তু দুই বিমানবন্দরে কার্গো ফ্লাইট চালু হলে দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও এর সুফল পাবে। তাতে ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহণ খরচ ও সময় কমে আসবে। বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (বেবিচক) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত সুবিধা না পাওয়ায় দেশে ৮টি কার্গো এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম থাকলেও রপ্তানিকারকরা কার্গোর বড় একটি অংশ প্রসেসিং ও শিপমেন্টের জন্য সড়ক পথে প্রতিবেশী দেশের বিমানবন্দরগুলোয় পাঠায়। তাছাড়া দেশের চেয়ে বাংলাদেশে কার্গো রপ্তানি ফিও বেশি। এখন সরকার চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইট পরিচালনার উদ্যোগকে কার্গো ব্যবসায়ীরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছে। সমপ্রতি এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভা করে। তাতে কার্গো রপ্তানির জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। সূত্র জানায়, সিলেটের সঙ্গে চট্টগ্রামের বেশ কিছু পণ্যের আদান-প্রদান হয়। খাতুনগঞ্জে সিলেটের অনেক পণ্য আসে। এখন যদি দুটি স্থান থেকেই সরাসরি ফ্লাইট চালু হয় তা হলে সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু'টি বিভাগের ব্যবসায়ীদেরই অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। চলতি মাসের শেষে অথবা আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এ সেবা শুরু হবে। সেবা প্রদানে বিমানবন্দর দুটি সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

ইতিমধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ক্যাটাগরি ১ এ উন্নীত হয়েছে। সমপ্রতি আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের (আইকাও) একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করে এ ঘোষণা দেয়। বিমানবন্দরে কার্গো ফ্লাইটে পণ্য তোলা-নামা ও তল্লাশির ক্ষেত্রে সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ওই দুটি বিমানবন্দর দিয়ে ফ্লাইট চালু হলে পণ্য সরাসরি ইউরোপে যাবে। তাতে একদিকে যেমন ভোগান্তি কমবে, একই সঙ্গে বাড়তি অর্থ খরচের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা দ্রুত পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। এদিকে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফ্রেইট ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক আইজিপি সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজিপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম মারা গেছেন। গত সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে এসআই শিরু মিয়া মিলনায়তনে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) বাহারুল আলম, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, সদস্য এবং মরহুমের আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে আইজিপি মরহুমের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির নেতারাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মরহুমকে অফিসিয়াল ফিউনারেল প্রদান করা হয়। সৈয়দ ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন দিন, সময়ক্ষেপণ করার দরকার নেই : ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আ.লীগ ছাড়া সবাই আপনার সঙ্গে আছে। শক্তহাতে এখন একটি নির্বাচন দেন। সময়ক্ষেপণ করার কোনো দরকার নেই। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত বিএনপির সাবেক মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও স্মরণ সভায় এ কথা বলেন। স্মরণ সভার আয়োজন করেছে খন্দকার দেলোয়ার হোসেন স্মৃতি ফাউন্ডেশন। ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনাকে তো ১৮ তলা পর্যন্ত হাঁটিয়ে উঠিয়েছে শেখ হাসিনা। আপনিও তো বলেছেন হাসিনা ফ্যাসিস্ট। কিন্তু, ফ্যাসিস্টকে রুখতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন ঐক্য। আপনি বলেছেন, আপনি যখন সব দলকে একসঙ্গে দেখেন তখন আপনার নাকি সাহস বেড়ে যায়। আর যখন একা হয়ে যান, তখন নাকি নিরাশ হয়ে যান। নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আমরা আর কতবার ড. ইউনূসকে নির্বাচনের কথা বলবো? দল হবে, কিংস পার্টি হবে, আরও নতুন দল হবে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আপনি (ড. ইউনূস) বিশ্ব দরবারে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আপনি কারো ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চায়: আফরোজা আব্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস বলেছেন, বিএনপি সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে চায়। যেকোনো নির্যাতনের ঘটনায় বিএনপি সবার আগে পাশে দাঁড়ায়। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বরগুনায় মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়েরের পর বাবাকে হত্যার ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এ কথা বলেন তিনি। এসময় তিনি নির্যাতিত পরিবারটিকে নগদ অর্থ সহায়তার পাশাপাশি উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। এছাড়া নিরাপত্তা ও পরিবারের ভরণপোষণে পাশে থাকার পাশাপাশি মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রেও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আফরোজা আব্বাস সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগী এ পরিবারের খোঁজ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। অনেকেই এ পরিবারটির খোঁজ নিয়েছেন, তবে আমার মনে হয় সবার আগে তারেক রহমানই পরিবারটির সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। নিহতের স্ত্রীকে তারেক রহমান বলেছেন, বোন আমি ৭-এর পাতায় দেখুন

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের ১৫১৩ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ট্রিটেট ওয়াটার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনস স্থাপনের দুটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ৫১৩ কোটি ২৪ লাখ ১১ হাজার ৯২২ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প ফেজ-৩'র আওতায় কমম্পোনেন্ট-৩ দশমিক ১ ট্রিটেট ওয়াটার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনস স্থাপনের পূর্ত কাজের ৭-এর পাতায় দেখুন

ফেস্টুন হাতে খামারবাড়িতে কৃষি অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা।

বহিষ্কারের তালিকায় নেই ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১২৮ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদের প্রত্যেকেই ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত এবং হামলায় অংশগ্রহণ করেছে। সবাই ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত হলেও আশ্চর্যজনকভাবে এই তালিকায় আসেনি ছাত্রলীগের ঢাবির সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের নাম। গত সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। তালিকায় সৈকতের নাম না থাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের মতে শুধু সৈকত নয়, তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন আরও একাধিক হামলাকারী। ক্ষোভ ৭-এর পাতায় দেখুন

তাজা ফল আমদানিতে শুল্ক-কর কমাল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান মাসে তাজা ফলের দাম মানুষের নাগালে আনতে সরকার আমদানি পর্যায়ে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ এবং আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) এ তথ্য জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এর আগে রোববার এ সম্পর্কিত দুটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি হয়। এ ছাড়া গত ১০ মার্চ আরও একটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ফল আমদানিতে বিদ্যমান অগ্রিম করের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছিল। এখন সেই ৫ শতাংশও থাকছে না। এনবিআর জানায়, অন্তর্বর্তী সরকার গত কয়েক মাসে ভোজ্য তেল, চিনি, আলু, ডিম, পেঁয়াজ, চাল, খেজুর ও কীটনাশকের ওপর আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, ভ্যাট, অগ্রিম কর এবং আগাম করের ৭-এর পাতায় দেখুন

যায়যায়দিনের ডিক্লারেশন ফিরে পেলেন শফিক রেহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকার ডিক্লারেশন (ঘোষণাপত্র) ফিরে পেয়েছেন সাংবাদিক শফিক রেহমান। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদের সই করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়। ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (প্রকাশনা ও ছাপাখানা শাখা) নুসরাত নওশীন এ তথ্য জানিয়েছেন। এরআগে প্রকাশের ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে পত্রিকাটির সাবেক সম্পাদক শফিক রেহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় এই দৈনিকের ডিক্লারেশন বাতিল করে সরকার। অফিস আদেশ অনুযায়ী, দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যে অনুমোদিত প্রেস রয়েছে সেখান থেকে ছাপা হচ্ছে না, কিন্তু প্রিন্টার্স ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের হোতাপাড়া এলাকায় ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেড (খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতন এবং বোনাসের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। তিন শিফটে ওই কারখানায় প্রায় সাড়ে চারশ শ্রমিক কাজ করেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পৌনে ১০টা পর্যন্ত মহাসড়কের হোতাপাড়া এলাকায় সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। পরে তারা কারখানায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল লতিফ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে, আন্দালনরত শ্রমিক, শিল্পপুলিশ এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। আন্দালন চলাকালে মহাসড়কের উভয় পাশে সব ধরনের ৭-এর পাতায় দেখুন

আমদানি সত্ত্বেও কেন বাড়ছে চালের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : রমজানে চালের চাহিদা হ্রাস, সরকারিভাবে আমদানি কিংবা বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার পরেও চালের দাম না কমে উল্টো লাফিয়ে বাড়ছে। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে মিনিকেট চালের দাম কেজিতে ৫ টাকার মতো বেড়েছে। মিনিকেটের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে আরেক জনপ্রিয় চাল নাজিরশাইলেও। চালের এই মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। মজুত শেষ হওয়া কিংবা ধানের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবেই চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে বলে মিল মালিক বা আড়তদাররা দাবি করছেন। তবে বোরো ধান উঠার আগে চালের দাম আপাতত কমছে না বলেই জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, টাউন হল মার্কেট, আগারগাঁওয়ের

তালতলা বাজার ও কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা দোকানে রশিদ, ডায়মন্ড, সাগর ইত্যাদি ব্র্যান্ডের প্রতি কেজি মিনিকেট চালের দাম ৮৫ টাকা বা তার কিছুটা বেশি। সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয় মোজাম্মেল ব্র্যান্ডের মিনিকেট চাল, কেজি ৯৮-১০০ টাকা। অন্যদিকে, ভালো মানের নাজিরশাইল চাল পাওয়া যাচ্ছে ৮৪-৮৫ টাকা কেজিতে। সাধারণ মানের নাজিরশাইল চাল ৭২৭৫ টাকা এবং মাঝারি মানের নাজিরশাইল ৮০৮২ টাকা কেজিতে বিক্রি করতে দেখা যায়। ছোট বাজারে ও খুচরা পর্যায়ে এই দাম আরও বেশি। সাধারণত নাজিরশাইল চালের দাম মিনিকেট চালের বেশি হয়। এবার দেখা যাচ্ছে, মিনিকেট নাজিরশাইলকে ছাড়িয়ে গেছে ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্নে যা বলল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে নবনিযুক্ত মুখপাত্র ট্যামি ব্রুসকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি জবাব দেননি তিনি। এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতেও রাজি নন। স্থানীয় সময় সোমবার (১৭ মার্চ) নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস। এক প্রশ্নকারী ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বলেন, (যুক্তরাষ্ট্রে) নির্বাচনের কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তখন একজন প্রার্থী হিসেবে কথা বলেছিলেন এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এখন যেহেতু পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় ৬০ দিন ধরে দায়িত্বপালন করছেন, সেই হিসেবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ৭-এর পাতায় দেখুন

পাইপলাইনের কাজের দৌড়ে রাশান গ্যাজপ্রম!

স্টাফ রিপোর্টার : আগে বিশেষ আইন ব্যবহার করে চড়া দরে কাজ বাগিয়েছে রাশান কোম্পানি গাজপ্রম। বিশেষ আইন বাতিল হওয়ার পর এখন জি টু জি ভিত্তিতে ভোলা-বরিশাল-ঢাকা পাইপলাইনের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। কোম্পানিটি বিগত সরকারের আনুকূল্যে সব সময় দ্বিগুণের বেশি দামে কাজ পেয়েছে। সাধারণ কাজের খরচ বিবেচনায় ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) চূড়ান্ত করা হয়, কিন্তু গ্যাজপ্রমের ক্ষেত্রে হয়েছে কত টাকা দিতে হবে সে মোতাবেক ফরমায়েশি ডিপিপি।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে গ্যাজপ্রমকে চড়া দরে কাজ দেওয়ার বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকায় যে কূপ খনন করতে পারে, একই কূপ খননে ২২০ দেওয়া হয়েছে গ্যাজপ্রমকে। এভাবে ২০টি কূপ খননে রাষ্ট্রের কয়েক হাজার কোটি টাকা অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে। পলাতক আওয়ামী লীগের লবিস্টরা অন্তরালে চলে গেলে নতুন করে একটি গ্রুপের আবির্ভাব হয়েছে। যারা চড়া দরে কাজ দেওয়ার জন্য দূতিয়ালি শুরু করেছেন। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে। দ্বীপ জেলা ভোলার উদ্ধৃত গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডে আনার বিষয়টি কয়েক বছর ধরেই আলোচিত হচ্ছে। পাইপ লাইনের রুট আংশিক পরিবর্তন সাপেক্ষে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। ভোলা-বরিশাল-খুলনা গ্যাস পাইপ লাইনের ভোলা-বরিশাল অংশ অপরিবর্তিত রেখে ভোলা-বরিশাল-ঢাকা (আমিনবাজার) পাইপলাইন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান জানিয়েছেন, ভোলা-বরিশাল-ঢাকা পাইপলাইনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভোলা-বরিশাল পাইপলাইনের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে, বরিশাল-ঢাকা পাইপলাইনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

নাঈমুল ইসলাম খান ও পরিবারের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান, তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি এবং তিন সন্তান লাবিবা নাঈম খান, আডিভা নাঈম খান, যুলিকা নাঈম খানের নামে থাকা ১৬৩টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ছয় কোটি ২৫ লাখ ৪৯ হাজার ৯৪৪ টাকা রয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপ-পরিচালক আফরোজা হক খান এসব ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ চেয়ে আবেদন করেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। আবেদনে বলা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নাঈমুল ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

রাখাল রাহাকে সব কমিটি থেকে

হোসেনসহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে যখন সব নাগরিক সমস্যা মোকাবিলায় দলমতের উর্ধ্বে এসে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন, তখন দেশের কিছু মহল জনগণের মাঝে ঘৃণা ও বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি, এখনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফ্যাসিবাদের দোসররা স্বক্রিয় এবং নানা ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি সর্বোপরি তোষামোদিতে ব্যতিব্যস্ত থাকায় যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জুলাই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, তা বহুলাংশে ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি, ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থান পরবর্তী যারা বিভিন্ন দায়িত্বে আসীন হয়েছেন, তারাও জনগণের প্রত্যাশাকে অবমূল্যায়ন করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় নিজেদের স্বার্থ হাসিলে মত্ত হচ্ছেন। যে যেভাবে পারছে সে সেভাবেই ক্ষমতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অন্যদের ওপর নির্লিপ্ত রেজিম চালিয়ে নিজে অপরাধের দুর্গ গড়ে তুলছে। তাদের আট দফা দাবি হলো- ১) রাখাল রাহাকে এনসিটিবির সব কমিটি থেকে অপসারণ করে গণমাধ্যমে স্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে এবং তাকে হিরো বানিয়ে ভবিষ্যতে কোনোরূপ পুনর্বহাল করা যাবে না এবং তার মতো বিতর্কিত কাউকেই এনসিটিবির পরিমার্জন বা সংস্কার কমিটিতে যুক্ত করা যাবে না। ২) যেহেতু মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কোর্ট থেকে আদেশ জারি হয়েছে, তাই শর্ত ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আমাদের জব্দকৃত সব মালামাল, সবার ফেসবুক আইডি এবং গ্রুপগুলো ফেরত দিতে হবে। ৩) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবিলম্বে মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৪) পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে কোন কোন বিশেষজ্ঞ কোন কোন বিষয় পরিমার্জন করেছে, কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছে তার দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। ৫) পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে ২০২৩ সালে যেখানে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে ৭ শতাংশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইনাস ভেরিয়েশনে কাজ পেলেও এবার কেনো ২০৭ শতাংশ বাড়িয়ে প্রাক্কলিত দর করে আরো ২০-২১৭ শতাংশ গড়ে অর্থাৎ ৪১ শতাংশ ওভার প্রাইসিং রেটে প্রেসগুলিকে কাজ দিয়েছে এবং এনসিটিবির সিন্ডিকেট কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ এসেছে তার তদন্ত করতে হবে। ৬) পত্রিকায় এসেছে ৪০টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সিঙ্গেল বিডার হওয়ার পরও তাদের কোনোরূপ কম্পিটিশন না করিয়ে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ দিয়ে সরকারের বিপুল অর্থের ক্ষতি করেছে, তার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। ৭) অবিলম্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করে যুগোপযোগী শিক্ষা নীতি এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দেশীয় মূল্যবোধের আলোকে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। ৮) ইউনেস্কোর পরামর্শ, দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে।

ভোজ্যতেলের কর সুবিধা বাড়ানোর

শতাংশের অতিরিক্ত ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে আগামী ৩১ মার্চ শুল্ক-করের রেয়াতি সুবিধার মেয়াদ শেষ হচ্ছে. আসন্ন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় ভোজ্যতেলের (সয়াবিন, পাম, সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা) দাম স্থিতিশীল ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপনের মেয়াদটি আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হলে সার্বিকভাবে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য' হিসেবে স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল থাকবে এবং ভোক্তাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে মর্মে কমিশন মনে করে। এ পরিস্থিতিতে ভোক্তাসাধারণের স্বার্থে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য' ভোজ্যতেলের (সয়াবিন, পাম, সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা) বাজার স্থিতিশীল করতে প্রজ্ঞাপনটির মেয়াদ আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। একইসঙ্গে ভোজ্যতেলের বৈচিত্র্যকরণের জন্য সানফ্লাওয়ার ও ক্যানোলা তেলের শুল্ক করাদি সয়াবিন ও পাম তেলের মতো একইরকম করার জন্য আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য অনুরোধ করা হলো। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-এর ৭(১) ও ৭(৪) ধারা অনুযায়ী এই সুপারিশ করা হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈদযাত্রার ২৮ মার্চের অগ্রিম টিকিট

গত রোববার (৯ মার্চ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রেজাউল করিম সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে অগ্রিম টিকিট বিক্রির তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৮ মার্চের টিকিট ১৮ মার্চ, ২৯ মার্চের টিকিট ১৯ মার্চ, ৩০ মার্চের টিকিট ২০ মার্চ পাওয়া যাবে। এছাড়া চাঁদ দেখার ওপরে ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হবে? ঈদযাত্রা সব টিকিট অনলাইনে ক্রয় করতে হবে। ঈদযাত্রায় এবার প্রতিদিন ঢাকা থেকে ৩৫ হাজার ৩১৫টি অগ্রিম টিকিট বিক্রি করা হবে। দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে চলাচল করা সব আন্তঃনগর ট্রেনের ডে-অফ (সাপ্তাহিক ছুটি) বাতিল করা হয়েছে। ২৭ মার্চ থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত এসব ট্রেনের কোনো ডে-অফ থাকবে না। ঈদের পরে যথারীতি সাপ্তাহিক ডে-অফ কার্যকর থাকবে। ঈদের দিন কোনো আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করবে না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদের কিনারা

করে গিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশ খাদের কিনারায় আছে, উনি কেন এটা বললেন বলে আপনাদের মনে হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, খাদের কিনারায় ছিল। এখন খাদের কিনারা থেকে আমরা রিটার্ন করে চলে আসছি। ওনারা কত কিছু লেখেন। অর্থনীতির বিষয় তো আমি জানি ভেতরে কি হচ্ছে। কে কি লিখেছেন এতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এলডিসি গ্রাজুয়েশন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এলডিসি ২০২৬ সালে একটা স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি। স্মুথ মানে ধম করে নামে না, প্লেন যেমন আস্তে আস্তে নামে। আমরা এটা অলরেডি করছি। তিনি বলেন, আসলে বাংলাদেশের দিকে অন্যান্য দেশ তাকিয়ে আছে। আমরা জানি বাংলাদেশের পারফরমেন্স অভার অল সন্তোষজনক। ভুলত্রুটি আছে তার মধ্যেও। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ডের মন্তব্য নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, তুলসী গ্যাবার্ডের মন্তব্যে আমাদের অর্থনীতিতে বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না। চট্টগ্রামে খালাসের জট কি কমেছে? এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, হ্যাঁ পণ্য খালাসের জট কমেছে।

পরিবারসহ শেখ হাসিনা ও শেখ

ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৩১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করা হয়। আদালত আবেদন মঞ্জুর করেছেন। দুদকের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছোট বোন রেহানা সিদ্দিক এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৩১ অ্যাকাউন্টের অস্থাবর সম্পদগুলো অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে অবরুদ্ধকরণ করা আবশ্যক। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত তাদের অস্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন বা স্থানান্তর কিংবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করতে না পারেন এ মর্মে অবরুদ্ধকরণের প্রার্থনা করেন তদন্ত কর্মকর্তা। এরআগে গত ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও ছোট বোন রেহানা সিদ্দিক ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১২৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও শেখ হাসি-নার ধানমন্ডির বাসভবন সুধাসদনসহ তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা আরও কিছু সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেন একই আদালত। একই সঙ্গে হাসি-নাসহ পরিবারের ৭ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়।

জাবির ২৮৯ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি অধিকতর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে যাদের ছাত্রত্ব শেষ, তাদের সনদ স্থগিত করা হবে। যারা পরীক্ষা ও ভাইভা দিয়েছেন, তাদের ফলাফল স্থগিত করা হবে এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার করা হবে। এসব শিক্ষার্থীদের তিন ক্যাটাগরিতে শনাক্ত করা হয়। তবে তাৎক্ষণিক বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জুলাইয়ের রাতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কালরাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে এ ঘটনায় বিচারের দাবিতে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক নূরুল আলমের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। রাত ১২টার দিকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ও বহিরাগত সন্ত্রাসীরা দেশি অস্ত্র, পেট্রোলবোমা নিয়ে হামলা চালান। জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ পরিবারের কয়েকজন সদস্যের নামে থাকা স্থাপনার নাম বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, শেখ রাসেল হল এবং শেখ হাসিনা হলের নাম পরিবর্তন করা হবে।

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠনের

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১১ মার্চ 'ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ' নামক প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর গণপদযাত্রা করে স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে শাহবাগ এলাকায় তাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরবর্তী সময়ে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বাদী হয়ে প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের ১২ নেতাকর্মীসহ অজ্ঞাত ৭০-৮০ জনকে আসামি করে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যদিও মামলার আসামি হিসেবে এজাহারভুক্ত একাধিক ছাত্রনেতা ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন না।

ছাত্রদল মনে করে, এ ধরনের মামলা ফ্যাসিস্ট রেজিমের গায়েবি মামলার সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি। এছাড়াও গভীর রাতে ছাত্র ফেডারেশন সভাপতি মশিউর রহমান খান রিচার্ডকে নিজ বাসা থেকে পুলিশি গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতি পুলিশের এমন আচরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা রেজিমের পতনের পরও পুলিশের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়নি। ছাত্রদল নেতারা ছাত্রনেতাদের হয়রানি না করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নারী নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

অনৈতিক বিপণন চর্চায়

নাপাও রয়েছে সর্বোচ্চ বিক্রিত ওষুধের তালিকায়। সংশ্লিষ্টদের মতে, কয়েক মাসে দেশে ওষুধের দাম বেড়েছে প্রায় ৩০ থেকে ৯০ শতাংশ। স্বল্প আয়ের মানুষ বাড়তি মূল্যে ওষুধ কিনতে হিমশিম খাচ্ছে। ওষুধের দাম বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের মনে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অসহনীয় পর্যায়ে দাম বাড়ছে বলেও অনেকেই মনে করছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওষুধের দাম বাড়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসকদের মধ্যে চলা প্রোমোশন-াল কার্যক্রমের নামে অনৈতিক বিপণন চর্চা। প্রোমোশনাল মার্কেটিংয়ের নামে ডাক্তারদের দেওয়া উৎকোচ বা উপহার বাবদ কোনো কোম্পানি নিজেদের পকেট থেকে দেয় না। ওষুধের দাম বাড়িয়ে সেই টাকা ক্রেতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হয়। ওষুধের অনৈতিক বিপণন চর্চা বন্ধ করা গেলে বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে ওষুধের দাম অনেকটাই কমানো সম্ভব এবং কোম্পানির মার্কেটিং খরচ ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব। ওষুধের উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের বিশাল পার্থক্য ওষুধ উৎপাদন ও বিপণনের সাধারণ তত্ত্ব হচ্ছে, কস্ট অব গুডস অর্থাৎ উৎপাদন খরচ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হবে। মার্কেটিং, প্রোমোশন এবং অন্যান্য খরচ হবে আরও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা। ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের সারজেল নামে ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন করে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। সারজেল ২০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ৭ টাকা এবং সারজেল ৪০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ১১ টাকায় বাজারে পাওয়া যায়। ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের আরেকটি ওষুধ ম্যাক্সপ্রো উৎপাদন ও বিপণন করে রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। ম্যাক্সপ্রো ২০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ৭ টাকা এবং ম্যাক্সপ্রো ৪০ মি.গ্রা. প্রতি পিস ১০ টাকা করে বাজারে পাওয়া যায়। ওষুধ কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি ২০ মি. গ্রা. ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট কাঁচামালসহ উৎপাদনে খরচ হয় প্রায় ৭০ পয়সা। এর সঙ্গে এক্সিপিয়েন্ট (সহযোগী উপাদান), প্যাকেজিং, লেভেলিংসহ সর্বোচ্চ খরচ হয় দুই টাকা। প্রতি ৪০ মি. গ্রা. ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ওষুধ কাঁচামাল, সহযোগী উপাদান, প্যাকেজিং, লেভেলিংসহ সব মিলে মোট প্রায় দুই টাকা ৭০ পয়সা খরচ হয়। অর্থাৎ উৎপাদন খরচের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের ওষুধটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত লোসারটান পটাশিয়াম ১০০ মি.গ্রা. প্রতি ট্যাবলেটে উৎপাদনে খরচ হয় দশমিক শূন্য দশমিক ছয় পয়সা। সহযোগী কেমিক্যাল, প্যাকেজিং সব মিলে প্রতি ট্যাবলেটে ১ দশমিক ২৫ টাকার মতো খরচ হয়। এটা কোম্পানিভেদে বিক্রি করা হয় ১০ থেকে ১২ টাকায়। এর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মার্কেটিং ও প্রোমোশনাল খরচ। ডায়াবেটিস রোগে ব্যবহৃত মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ৮৫০ মি.গ্রা. আকারে বাজারে পাওয়া যায়। মেটফরমিন ৮৫০ মি.গ্রা. প্রতিটির উৎপাদন খরচ হয় ৫৫ পয়সা, এর সঙ্গে এক্সিপিয়েন্ট (সহযোগী উপাদান) যোগ করলে মোট খরচ হয় ৭০ থেকে ৮০ পয়সা। প্যাকেজিংসহ এই ওষুধে প্রায় এক টাকা খরচ হয়। এটি প্রতি পিস বিক্রি হয় ছয় টাকায়। প্রতিটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট উৎপাদনে গড়ে ৩০ থেকে ৫০ পয়সা খরচ হয়। এটি বিক্রি করা হচ্ছে ১ দশমিক ২০ টাকায়, মার্কেটিং খরচ বাদে যা থাকে সেটাই লাভ। ওষুধ উৎপাদন সংশ্লিষ্টরা জানান, কোনো ওষুধের গায়ে যদি মূল্য ১০০ টাকা থাকে, সেখান থেকে সরকার ভ্যাট পায় ১৫ শতাংশ, ফার্মেসির লাভ ১৫ শতাংশ। বাকি ৭০ টাকার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কোম্পানিভেদে উৎপাদন খরচ। আর ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মার্কেটিং ও প্রোমোশনাল খরচ, বাকিটা কোম্পানির মুনাফা। ওষুধ শিল্প নিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, দেশে ওষুধের বিপণন বাবদ টার্নওভারের ২৯ শতাংশের বেশি খরচ করছে কোম্পানিগুলো। কিন্তু এই বিপণন প্রক্রিয়াটি খুবই অস্বচ্ছ। ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রধানত ডাক্তারদের উপঢৌকন হিসেবে এই ২৯ শতাংশের বেশির ভাগ ব্যয় করে। বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন গণস্বাস্থ্য বেসিক কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম জামালউদ্দিন বলেন, ওষুধের দাম বাড়ার একটি বড় কারণ কোম্পানিগুলোর প্রায় ৩০ শতাংশ মার্কেটিং খরচ বাবদ ব্যয় হয়। এই মার্কেটিং খরচ কমানো গেলে ওষুধের দাম বর্তমান বাজার মূল্যের থেকে অনেক কমানো যাবে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাব্বির হায়দার বলেন, প্রোমোশনালের নামে চিকিৎসকদের বিভিন্ন উপহার, টাকা-পয়সা দেওয়াসহ অনৈতিক সব ব্যয় ওষুধের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই মূল্য ভোক্তাকেই পরিশোধ করতে হয়। কোম্পানি অযৌক্তিক এসব ব্যয় কমালে ওষুধের মূল্য বেশ কম আসবে। ওষুধের অনৈতিক বিপণন প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, এটাকে আমরা বলি অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং। ওষুধের দাম যদি সরকারের প্রাইসিং ফর্মুলার ভিত্তিতে হয়, তাহলে কোম্পানিগুলোর অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। অতিরিক্ত মূল্য যখন নিতে পারবে না তখন ওষুধ কোম্পানির সারপ্লাস থেকেই অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিংয়ের খরচ বহন করতে হবে। তখন তারা এই অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং থেকে সরে আসবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) সাবেক উপদেষ্টা এবং স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোজাহেরুল হক বলেন, ডাক্তারদের যেমন নৈতিকতা মেনে চিকিৎসাসেবা দেওয়া উচিত তেমন ওষুধ কোম্পানিগুলোরও নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবসা করা উচিত। যদি ওষুধ কোম্পানিগুলো নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবসা করে এবং ডাক্তারদের কোনোরকম অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা না দেয় কিংবা ডাক্তাররা না নেয়, তাহলে ওষুধের দাম অবশ্যই কম আসতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি ওষুধ কোম্পানির শীর্ষ একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রোমোশনালের জন্য অর্থ ব্যয় না করলে আমাদের ওষুধ চলবেই না। ডাক্তাররা আরও বেশি চায়। ডাক্তাররা যদি কোনো সুবিধা না নেয়, তাহলে ওষুধের দাম অনেক কমবে। আমাদের কোম্পানি ডাক্তারদের কোনো অনৈতিক সুবিধা দেয় না, বড় বড় কোম্পানি যারা এই ধরনের সুবিধা দেয়, তাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করাই ভালো।

নতুন দলের নিবন্ধন বিষয়ে ইসির

গত ১০ মার্চ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে নিবন্ধন পেতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

সে নিজে সাওম না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সে খাওয়া- দাওয়া বা এমন কোন কাজ করেনি যা সাওম ভঙ্গ করে। যদি কোন ব্যক্তি নফল সাওম পালন অবস্থায় নিয়ত করে সে সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে, এরপর খাওয়া- দাওয়া বা সাওম ভঙ্গকারী কিছু করার পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করে অর্থাৎ নফলের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু ফরজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। অতএব যে ফরজ সাওমের জন্য শর্ত হল সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ দিবসটা নিয়তসহ থাকা। কিন্তু নফলের ব্যাপারটা এরকম নয়। বিষয় দুটোর পার্থক্য ভালভাবে বুঝার জন্য ছোট একটা ভূমিকার অবতারণা করছি : যে কোন ইবাদতের নিয়ত ছেড়ে দিলে দু ধরনের- এক. কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ত ত্যাগ করে বা ভেঙে ফেললে কোন অসুবিধা হয় না। এটা হল ইবাদতটা সম্পন্ন করার পর। যেমন কেহ সালাত আদায় সাওম বা হজ্ব শেষ করে নিয়ত ত্যাগ করল তার পর নিয়ত ত্যাগ করা। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা বিষয়টা তার স্থানে চলে গেছে। এমনিভাবে কেহ পবিত্রতা অর্জন করার পর তার নিয়ত ত্যাগ করল, তাতে তার তাহারাতে কোন অসুবিধা হবে না। দুই. কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ত পরিত্যাগ করলে ইবাদত টা সহীহ হয় না। যেমন আপনি ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার নিয়ত পরিত্যাগ করে ফেললেন। আপনি সালাতে থাকাকালীন তার নিয়ত ত্যাগ করলেন। অথবা সাওমে বা অজু করা অবস্থায় নিয়ত ছেড়ে দিলেন। এ সকল ক্ষেত্রে ইবাদত সহীহ হবে না। এ দু অবস্থার পার্থক্য যখন বুঝে আসবে তখন বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না।

উত্তরবঙ্গে ট্রেনযাত্রায় সময়

মিনিটেরও বেশি। ইতোপূর্বে ট্রেন যমুনা সেতু হয়ে চলাচল করতো। যমুনা সেতু মূলত সড়ক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়ায় দ্রুত গতির ট্রেন চলাচলের অনুপযোগী। একারণে সেতু পারাপারে ট্রেন অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে। ফলে ঢাকার সাথে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মধ্যে রেলযাত্রায় অনেক বেশী সময় লেগেছে। যমুনা রেলসেতু চালু হওয়ায় ট্রেন প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার গতিতে সেতু অতিক্রম করতে পারবে। ফলে যাতায়াতের সময় কম আসবে উল্লেখযোগ্যভাবে। এ সেতুর মোট পিয়ার সংখ্যা ৫০টি এবং স্প্যান সংখ্যা ৪৯টি। 'যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ' প্রকল্পটি গত ২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে গত ২০২০ সালের ৩ মার্চ ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি ৯৬ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। জিওবি ৪ হাজার ৬৩১ কোটি ৭৫ লাখ ৮৪ হাজার টাকা যা ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ এবং জাইকার প্রকল্প সাহায্য ১২ হাজার ১৪৯ কোটি ২০ লাখ ৭৯ হাজার টাকা যা ৭২ দশমিক ৪০ শতাংশ। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকসহ ৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সেতু নির্মাণ, সেতুর উভয় প্রান্তে ০.০৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট, ৭.৬৬৭ কিলোমিটার রেলওয়ে এপ্রোচ এমব্যাংকমেন্ট এবং লুপ ও সাইডিংসহ মোট ৩০.৭৩ কিলোমিটার রেল লাইন নির্মাণ। সেতুর পূর্ব প্রান্তের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এবং পশ্চিম প্রান্তের সয়দাবাদ স্টেশন ভবন আধুনিকীকরণসহ ইয়ার্ড রিমডেলিং, সেতুর পূর্ব প্রান্তের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এবং পশ্চিম প্রান্তের সয়দাবাদ স্টেশনের সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মডিফিকেশন, রেলসেতু মিউজিয়াম ও ইনপেকশন বাংলো নির্মাণ, সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং নদী শাসন কাজ মেরামত/পুনর্নির্মাণ। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) মালিকানাধীন মোট ৪৫১.০৯০৬ একর ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৮৮.৪৭০৩ একর স্থায়ীভাবে এবং ২৬২.৫২০৩ একর অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট দুইটি প্যাকেজের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্যাকেজ-১ এর আওতায় সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, দরপত্র সহায়তা এবং নির্মাণ কাজ সুপারভিশন পরামর্শক কার্যক্রম সম্পাদন হচ্ছে। গত ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখে পরামর্শক সেবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৭ সালের ২ আগস্ট থেকে কাজ শুরু হয়। চুক্তি মূল্য মোট ৭৮৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকা (পিএ-৫৭৮.৬৪৮০ কোটি টাকা ও জিওবি-২০৬.০২৬৮ কোটি টাকা)। প্যাকেজ-২, এর আওতায় সেতুর পূর্বভাগের পিয়ার নং-২৪ থেকে পিয়ার নং-৫০ পর্যন্ত অংশের মূল সেতু, পূর্ব দিকের এপ্রোচ ভায়াডাক্ট ও এপ্রোচ এমব্যাংকমেন্ট, সেতুর পিয়ার নং-২৪ হতে ৫০ পর্যন্ত অংশের সুপার স্ট্র্যাকচারসহ এপ্রোচ ট্র্যাক ও ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ইয়ার্ডের ট্র্যাক এবং ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ভবন, প্লাটফরম, প্লাটফরম শেড, কালভার্ট, নদীশাসন কাজের মেরামত/পুনর্নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্ট্র্যাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য জাপানী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওটিজি জেভি এর সাথে গত ২০২০ সালের ৫ এপ্রিল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ২০২০ সালের ১০ আগস্ট চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মেয়াদ ৪৮ মাস। চুক্তি মূল্য মোট ৬ হাজার ৮০১ কোটি ৭৪ লাখ ৬৬ হাজার টাকা (পিএ-৫৯১৪.৫৬২৩ কোটি টাকা ও জিওবি-৮৮৭.১৮৪৩ কোটি টাকা)। প্যাকেজ-৩ এর আওতায় সেতুর পশ্চিমভাগের পিয়ার নং-১ হতে পিয়ার নং-২৩ পর্যন্ত (পিয়ার নং-২৩ ও ২৪ এর সুপার স্ট্র্যাকচারসহ) অংশের মূল সেতু, পশ্চিম দিকের এপ্রোচ ভায়াডাক্ট ও এপ্রোচ এমব্যাংকমেন্ট, সেতুর পিয়ার নং-১ হতে ২৩ পর্যন্ত অংশের সুপার স্ট্র্যাকচারসহ এপ্রোচ ট্র্যাক ও সয়দাবাদ স্টেশন ইয়ার্ডের ট্র্যাক এবং সয়দাবাদ স্টেশন ভবন, প্লাটফরম, প্লাটফরম শেড, কালভার্ট, নদীশাসন কাজের মেরামত/পুনর্নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্ট্র্যাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। জাপানি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আইএইচআই-এসএমসিসি জেভি এর সাথে গত ২০২০ সালের ৫ এপ্রিলে কাজের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০২০ সালের ১০ আগস্ট চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তি মূল্য মোট ৬ হাজার ১৪৮ কোটি ৩২ লাখ ১৭ হাজার টাকা (পিএ-৫৩৪৬.৩৬৬৭ কোটি টাকা ও জিওবি-৮০১.৯৫৫০ কোটি টাকা)। প্যাকেজ-৪, এর আওতায় ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ও সয়দাবাদ স্টেশনের কম্পিউটার বেজ ইন্টারলকিং (সিবিআই) সিগনালিং ব্যবস্থা এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইয়াশিমা-জিএসই জেভি এর সাথে গত ২০২০ সালের ২২ মে কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং গত ২০২২ সালের ১০ আগস্ট চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মেয়াদ ২৮ মাস। চুক্তি মূল্য মোট ৪৭ কোটি ৭১ লাখ ২৬ হাজার টাকা (পিএ-৪১.৪৮৯২ কোটি টাকা ও জিওবি-৬.২২৩৪ কোটি টাকা)। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন- এর সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকল প্যাকেজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান।

ঢামেকে রোগীদের জন্য ইফতারির

ইফতারির কোনো ব্যবস্থা নেই। ইফতারের আগে আমরা হাসপাতালের বাইরে গেটের কাছের দোকানগুলো থেকে খাবার কিনে নিয়ে আসি। ঢামেকের সার্জারি বিভাগে ভর্তি আছেন টাঙ্গাইলের আমির হামজা। তিনি বলেন, হাসপাতাল থেকে নিয়মিত সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার, বিকেলের নাশতা ও রাতের খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু ইফতারির জন্য রোগী বা তার স্বজনদের কোনো খাবার দেওয়া হয় না। যারা রোজা রাখেন, তারা বাইরে থেকে কিনে এনে ইফতারি করেন। আমাদের বাড়ি টাঙ্গাইলে, এখানে ইফতারি দেওয়ার মতো নিজেদের কেউ নেই। তাই কিনে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে ইফতারি কেনার সময় কথা হয় জুলহাস নামে একজনের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমরা গত ৯ তারিখে লক্ষ্মীপুর থেকে ঢাকা মেডিকেলে এসেছি। আমার বাবা আলী হোসেন নতুন ভবনে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি আছেন। রোজা তো রাখতেই হয়। হাসপাতালের সামনের দোকান থেকে ইফতারি কিনে নিয়ে যাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের কিচেনের এক কর্মচারী জানান, আমাদের এখানে ইফতারির জন্য আলাদা কোনো সরকারি বাজেট নেই। রোগী প্রতি ১৭৫ টাকা বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যে সকালের নাশতা হিসেবে পাঁচ পিসের একটি পাউরুটি, একটি ডিম, একটি কলা এবং ২০০ মিলিগ্রামের এক প্যাকেট দুধ থাকে। দুপুরের জন্য ভাত, মাছ, সবজি ও ডাল। বিকালের নাশতায় চার পিসের দুই প্যাকেট বিস্কুট, একটি কলা, একটি ডিম এবং রাতের জন্য ভাত, বয়লার মুরগির মাংস, সবজি ও ডাল দেওয়া হয়। বিশেষ দিনে খাবারে কিছু ভিন্নতা থাকে, এছাড়া সারা বছর রোগীদের জন্য একই ধরনের খাবার দেওয়া হয়। জামালপুরের মেলান্দ থেকে আসা আব্দুল বারেক ভর্তি আছেন হাসপাতালে ২০০ নম্বর ওয়ার্ডে। তার বোনজামাই আতিকুল ইসলাম বলেন, সিট না থাকায় রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে সিঁড়ির করিডোরে আছি। রোগীর জন্য হাসপাতালে খাবার দেওয়া হলেও রমজান মাস উপলক্ষ্যে আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। ইফতারির জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হতো।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) আব্দুর রহমান বলেন, হাসপাতালে রোগীদের জন্য ইফতারির ব্যবস্থা থাকে না। কারণ, রোগীরা সাধারণত রোজা রাখতে পারেন না, তাদের সকাল-বিকাল নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই নিয়মানু-যায়ী দিনে ৪ বার সরকারি বরাদ্দের খাবার দেওয়া হয়। ইফতারের জন্য আলাদা বরাদ্দ নেই।

ডিজিজের প্যাটার্নে মানুষ ও প্রাণীকে

তা প্রশংসনীয়। আপনাদের পাশাপাশি সমাজে এনিমেল ওয়েলফেয়ার অনেক সংগঠন পোষা প্রাণী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। উপদেষ্টা কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালে জনবল ও পরিবহন সংকট দূরীকরণে এবং ডে-কেয়ার স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল অসুস্থ গবাদি প্রাণী, পোষা প্রাণী, হাঁসমুরগি ও পাখির চিকিৎসা সেবা দানের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছে। অন্যদিকে খামারিদের জীবন ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ও জিডিপি বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আব্দুল আজিজ আল মামুনসহ কর্মকর্তারা এ সময় বক্তব্য দেন। কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালে প্রাণীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সপ্তাহে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার দুই শিফটে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চিকিৎসা দেওয়া হয়। এছাড়া শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রাণীর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

ছাড়পত্র পেলেও কেন হাসপাতাল

হিঁচড়ে আনন্দ করছেন জুলাই যোদ্ধারা। আবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে মামলার আসামি হয়েছেন এমন উদাহরণও আছে। চিকিৎসকরা বলছেন, জুলাই যোদ্ধারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে পরিবার ও সমাজে ফিরে গেলে, তাদের সঙ্গে মিশলে বা কর্মে যুক্ত হলে মানসিক আঘাত কেটে যাবে। অন্যথায় এভাবে দিনের পর দিন হাসপাতালে পড়ে থাকলে তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতি হবে। দেশীয় চিকিৎসকদের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য থেকে আসা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলও একই মত দেন। কিন্তু আহতরা হাসপাতাল ছাড়তে নারাজ। কারণ অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, গণঅভ্যুত্থানে আহতদের তালিকা এখনো চূড়ান্ত না হওয়ায় অনেকে আর্থিক সহায়তা পাননি। আহতদের চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য সরকারের করা তিনটি ক্যাটাগরি নিয়েও অসন্তুষ্ট অনেকেই। এর সহজ ও দ্রুত সমাধান পাচ্ছেন না তারা। গত ১ জানুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হলেও এখনো আহত অনেকে এই কার্ড পাননি। যারা পেয়েছেন, তাদের কার্ডে অহরহ ভুল। এগুলোর সমাধানে দফায় দফায় ধরনা দিয়েও সমাধান পাচ্ছেন না জুলাই যোদ্ধারা। হাসপাতালে থেকে তারা এসব সমস্যা সমাধানের জন্য দপ্তরগুলোতে দৌড়াতে পারেন। কিন্তু বাসায় চলে গেলে দলছুট হয়ে পড়বেন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ও উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধানে দেরি হবে বলে মনে করছেন তারা। গত ৮ থেকে ১০ মার্চ যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছে। ১১৫ জন রোগী দেখেছেন, এর মধ্যে ২৩ জনের সার্জারি করেন। ১১ মার্চ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে ওই চিকিৎসক দলের সদস্য ডা. মাহি মুকিত বলেন, 'আন্দোলনে আহতদের যথাযথ মানসিক ট্রমার চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া অনেক রোগী পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে। এভাবে ইনস্টিটিউশনালাইজড হয়ে থাকা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যাদের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে, তারা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।'

পরদিন (১২ মার্চ) চক্ষু হাসপাতালের ৩২ জনকে ছুটি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে মাত্র এক-দুজন বাড়ি গেছেন। বাকিরা হাসপাতাল ছাড়ছেন না। চক্ষু হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়া জুলাই যোদ্ধা বাপ্পী ইসলাম বলেন, 'প্রতি রুম থেকে কয়েকজন করে রিলিজ দিছে। কেউ তো যায়নি। তবে আমি ১৬ মার্চ চলে এসেছি।' একই হাসপাতালে ভর্তি আরেক জুলাই যোদ্ধা মোশারফ হোসেন বলেন, তিনি হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় জরুরি কাজে নিজ বাড়ি নরসিংদী গিয়েছিলেন। পরে রিলিজ দেওয়ার কথা শুনে আর হাসপাতালে যাননি। এর বাইরে সবাই রয়ে গেছেন হাসপাতালে। কেন যাননি? এমন প্রশ্নের জবাবে সামিরুল নামের একজন বলেন, 'আমার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ। ডান চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। বাম চোখে দেখি। কিন্তু এটাতেও সমস্যা হয় মাঝেমধ্যে। এখন ভালো আছি। ছুটি দিয়েছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় ধাপের টাকা দিলে চলে যাবো? ঢাকায় থাকলে তো জুলাই ফাউন্ডেশনের অফিসে যাওয়া-আসা যায়, গ্রাম থেকে আসা তো কঠিন।' আরেকজন আহত সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার তামিম মাহমুদ (১১)। সে এক চোখে দেখে, আরেক চোখে দেখে না। দুই মাস ধরে চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালে ভর্তি। তাকেও ছুটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যাচ্ছে না।

তার বাবা নুরুদ্দিন বলেন, 'আমার ছেলেটা চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। দুই মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি। আমাকে হাসপাতাল ছাড়তে হলে আগে বোঝাতে হবে- এখানে কী চিকিৎসা পেয়েছে? সিএমএইচে দেড় মাস, চক্ষুতে দুই মাস। অথচ সন্তোষজনক চিকিৎসা পাইনি। তার রগে বুলেট আছে এখনো। কেউ বের করতে রাজি না। বাংলাদেশের এরা পারবে না। তাহলে বিদেশ পাঠান। তাও করছে না।'

নুরুদ্দিন বলেন, 'আপনি আমাকে রিলিজ দিয়ে দিবেন, আপনি কি আমায় ডেকে আনছেন? আমার চিকিৎসার বুঝ না পাইলে যাবো না? বুঝিয়ে দিতে হবে। হেলথ কার্ড ও সহায়তা হলেই তো হবে না, উন্নত চিকিৎসা লাগবে।'

১২ মার্চ জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে আমরা তাদের ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আজ অনেককে ছুটি দিয়েছি। ধীরে ধীরে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যা করা দরকার আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'হাসপাতালে থাকার দরকার যাদের অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু তারা মনে করছে, এখানে থাকলে আমার চোখ লাল হলে, পানি পড়লে, ফুলে গেলে বা যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, সঠিক চিকিৎসা পাবো। এজন্য থাকে। আমরা সব মেডিকেল কলেজকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এ ধরনের চিকিৎসা যাতে তারা দেয়। আর অপারেশনের প্রয়োজন হলে আমাদের এখানে পাঠাবে। এর বাইরেও আরেকটা বিষয় আছে, তারা মনে করে এখানে থাকলে সরকারের বা জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সুযোগ-সুবিধাগুলো সরাসরি পাওয়া যায়। এজন্য আমরা প্রস্তাব করেছি, সরকারি-বেসরকারি সব সুযোগ-সুবিধা সিভিল সার্জনের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী পুনর্বাসন বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার সুপারিশ করেছি। এটি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সময় লাগবে।'

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল বলেন, 'রোগীরাও বোঝে, তাদের যতটুকু চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, তার বেশি কিছু করার নেই। কিন্তু তারা ভেতরে ভেতরে চায়, পুনর্বাসন। অনেকে মুখে বলে, অনেকে বলে না, তবে আকার ইঙ্গিতে বোঝা যায়। তাই আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছি, এখন পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন।'

জানা গেছে, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি আছে ১২৬ জন। কিন্তু এক বিছানায় দুজন থেকে বা নানাভাবে ১৫০ থেকে ২০০ জন অবস্থান করেন। একই চিত্র পাশের জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের। সেখানেও ভর্তি আছেন ১০৭ জন। কিন্তু ২০০'র বেশি রোগী নানান সময়ে অবস্থান করে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের সবার হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই। এমন আহতদের হাসপাতাল ছাড়তে বললেও রাজি হচ্ছে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কেনান বলেন, 'এরা আসলে পরিপূর্ণ সুস্থ নয়। তবে সবার হাসপাতালে থাকা জরুরি নয়। আমি মনে করি, যাদের হাসপাতালে থাকা জরুরি নয়, তারা প্রয়োজনে ১৫ দিন বা এক মাস পরপর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বা ফলোআপ করবে। তারা পরিবারের সঙ্গে থাকলে জুলাই আন্দোলনের বিভীষিকায় পড়ে যে ট্রমা হয়েছে, এটার মানসিক উন্নতি হবে। চিন্তা-ভাবনা স্বাভাবিক হবে।'

ডা. আবুল কেনান বলেন, 'আমাদের এখানে ২০-২৫ জন আছে যাদের হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের সরাসরি তালিকা করে ছুটি দেইনি। এর আগে ছুটি দিয়েছিলাম, পরে আবার চলে আসছে। ফোর্স করে ছুটি দিলেই তো হবে না। কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করছি। তাদের বুঝিয়ে রাজি করে বাড়ি পাঠাতে হবে। কারণ, এখানে গত ১০ তারিখ যেহেতু একটা অপ্রীতিকর ঘটনা (মারামারি) ঘটেছে। তাই, বুঝের মধ্যে সব করার চেষ্টা করছি।' 'এদের অনেক সমস্যা; সবাই হেলথ কার্ড পায়নি। কারও কারও হেলথ কার্ডে ভুল। জুলাই ফাউন্ডেশনের সহায়তা নিয়েও অনেকের অভিযোগ আছে। অনেকের মধ্যে ধারণা এখান থেকে গেলে আর কে দেখবে! পাশাপাশি এখান থেকে গিয়ে কী করবে, কীভাবে জীবন চলবে, এমন অনিশ্চয়তাও আছে। এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখতে হবে।' বলছিলেন অধ্যাপক ডা. আবুল কেনান। হাসপাতালে ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে ঢাকা জেলার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করা তামিম খানও এ বিষয়ে একমত যে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্যক্রম শেষ হওয়া জুলাই যোদ্ধাদের মানসিক ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পরিবার ও সমাজে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'গত ১২ মার্চ চক্ষু হাসপাতাল থেকে ৩২ জনকে ছুটি দেওয়া হয়। ৩১ জনই হাসপাতালে থেকে গেছে। তারা যাবে না। এটার মূল কারণ হচ্ছে, চক্ষু ও অর্থপেডিক হাসপাতালে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই আর্থিক সহযোগিতার একটা অংশ এই রোগীরা পায়। যার কারণে তারা হাসপাতাল ছাড়তে চাইছে না। এটা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা। আমরা অনেক চেষ্টা করছি, তাদের বোঝাতে। তারা কোনো কথা শোনে না, বরং মারতে আসে। তাদের সুবিধার জন্য আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি, হাসপাতালে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিচ্ছি। সব ধরনের সহযোগিতা জেলাভিত্তিক আমরা পৌঁছে দেব।' চক্ষু হাসপাতালে ২০০ রোগী এবং অর্থপেডিকে তারও বেশি অবস্থান করছে উল্লেখ করে তামিম খান জানান, এমনিতেই তো তারা ট্রমাটাইজড। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার ফলে তাদের আরও মানসিক অসুস্থতা তৈরি হচ্ছে। পরিবার থেকে দূরে। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না। হাসপাতাল তো থাকার জায়গা নয়। ওখানে সুস্থ মানুষ থাকলেই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। মেডিসিনের গন্ধ ও প্রভাব আছে। প্রত্যেক দিন নানা ধরনের রোগী দেখছে। বাসায় চলে গেলে বরং পরিবার ও সমাজের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে। এর বাইরে সিআরপি, সিএমএইচ ও নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে গণঅভ্যুত্থানে আহত কিছু রোগী আছে। তবে সেসব হাসপাতালে বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি এবং প্রয়োজনেই তারা সেখানে থাকছেন।

ধুম লেগেছে ঈদের কেনাকাটায়

তাই আমরা কম দামে বিক্রি করতে পারছি । বিক্রেতা রাব্বির দোকানের সামনে কথা হয় বেসরকারি চাকুরিজীবী জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি বলেন, শপিং মল থেকে এখানে কম দামে পণ্য পাওয়া যায়। সেজন্য এখান থেকে কম দামে পরিবারের সবার জন্য কাপড় নিয়ে যাব। ছেলে মেয়ের জন্য ঈদের জামা কিনেছি। আর আমার জন্য দেখছি। আকলিমা আক্তার আঁখি নামের একজন বিক্রেতার কাছে বেচাকেনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্রেতা আসছে, তবে প্রচুর নয়। ঈদের তো আরো ক'দিন বাকী। শেষমুহূর্তে আশা করি পা ফেলার জায়গা থাকবে না। ব্যবসায়ী জামাল মোল্লা বলেন, কম বাজেটের মধ্যে ক্রেতাদের পছন্দ হয় এমন বাহারি নকশা ও রঙের সব পোশাক আমরা রেখেছি। তাই ক্রেতাদের কোনো না কোনো জিনিস পছন্দ হচ্ছে আর কিনেও নিচ্ছেন। নিম্ন আয়ের মানুষের পাশাপাশি অনেক মধ্যবিত্ত লোকজনও ফুটপাতের দোকানে কেনাকাটার জন্য আসেন বলে এই বিক্রেতা জানান। রাজধানী ঢাকার অধিকাংশ এলাকার ফুটপাতেই প্রায় সারা বছরজুড়ে পণ্য বেচা কেনা চলে। তবে ঈদ এলে ফুটপাতগুলোর জমজমাট পরিস্থিতি হয়ে ওঠে দৃষ্টি কাড়ার মতো। ক্রেতা বিক্রেতার হাঁকডাক আর বাহ-ারি পণ্যের নজড়কাড়া রূপ বিপণী বিতানগুলোর মতো ফুটপাতের ঈদ বাজারগুলোকেও নগরবাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে।

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার দক্ষিণ কলোনি গ্রামে বজ্রপাতে সাইদুল ইসলাম (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সাইদুল ওই এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে। দোয়ারাবাজার থানার ওসি জাহিদুল হক জানান, গতকাল মঙ্গলবার ভোর রাতে দোয়ারাবাজার এলাকায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় বাড়ির টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করতে যান সাইদুল ইসলাম। আকস্মিক বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পরে পরিবারের লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়। বজ্রপাতে নিহত সাইদুল ইসলাম মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে করেছিলেন বলে জানায় তার পরিবার। তার এমন মৃত্যুতে হতবাক পরিবার ও স্বজনরা।

সাতক্ষীরায় বিলবোর্ডে ভেসে উঠলো 'আওয়ামী লীগ ফিরবে'

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরায় এবার একটি ক্লিনিকের বিলবোর্ডে হঠাৎ ভেসে উঠলো, 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ফিরবে'। গত সোমবার রাত ৯টার দিকে সাতক্ষীরা শহরের খুলনা রোডের মোড়ে অবস্থিত মরহুম ডাক্তার মোস্তফা নূর মোহাম্মদের বিল্ডিংয়ে গ্রিন লাইফ হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিলবোর্ডে এ লেখা ভেসে ওঠে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সমন্বয়ক ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী সদর হাসপাতাল মসজিদে তারাবি নামাজ চলাকালে রাত ৯টার দিকে এ লেখা ভেসে ওঠে। লেখাটি দেখতে পেয়ে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। মুহূর্তে খবরটি জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাতক্ষীরা সমন্বয়ক আরাফাত হোসেন, সদস্য সচিব সোহাহিল মাহাদিনসহ অন্যান্যরা এসে উপস্থিত হন। তারা ক্লিনিকে ঢুকে কর্মরত নার্সদের সাথে কথা বলার মুহূর্তে কর্তব্যরত ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের দায়িত্বে থাকা একজন বিলবোর্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরবর্তীতে ছাত্র সমন্বয়করা ক্লিনিকের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। এসময় তারা আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হকসহ পুলিশের একটি দল। পুলিশ ক্লিনিকটির গেট খুলে কর্তব্যরত ডাক্তার নয়ন মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। এসময় বিলবোর্ডটি জব্দ করা হয়। এসময় সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক বলেন, আকস্মিক এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার, অধিকতর তদন্তের স্বার্থে নয়ন মজুমদারকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। উল্লেখ্য, খুলনা রোডের মোড়ে গ্রিন লাইফ হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি গত ১০/১২ দিন আগে চালু করা হয়েছে। এখনও কোনও রোগী ভর্তি হয়নি।

তুলসি গ্যাবার্ডের বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান তুলসি গ্যাবার্ড ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ওয়ার্ল্ডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বজুড়ে 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে' পরাজিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সময় তিনি বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থা ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উত্থানের কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও সহিংসতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গভীর উদ্বেগের কথাও জানান। তার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়। গত সোমবার দিবাগত রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া জানায়। এতে বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগ ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, তুলসি গ্যাবার্ড বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর 'নিপীড়ন ও হত্যা' এবং দেশে 'ইসলামি সন্ত্রাসীদের হুমকির' মূলে রয়েছে 'ইসলামি খিলাফতের মাধ্যমে শাসন ও শাসন করার আদর্শ ও উদ্দেশ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। এই প্রতিক্রিয়াটি বিভ্রান্তিকর এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং সুনামের জন্য ক্ষতিকারক, এটি এমন একটি দেশ যার ঐতিহ্যবাহী ইসলামের অনুশীলন বিখ্যাতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ এবং চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জানায়, গ্যাবার্ডের মন্তব্য কোনও প্রমাণ বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। তারা পুরো জাতিকে একটি বিস্তৃত এবং অযৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্নে যা বলল মার্কিন

পরিস্থিতি সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কী এবং তিনি কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন? জবাবে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নবনিযুক্ত মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, আচ্ছা, আবারও বলছি, আপনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা বলছেন যেড় অন্য দেশে কী ঘটছে তা কিছু দিক দিয়ে দেশ (যুক্তরাষ্ট্র) এবং তার (ট্রাম্প) প্রশাসন কীভাবে দেখে থাকে। এই পর্যায়ে ওই প্রশ্নকারী বিষয়টি বাংলাদেশ সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন। জবাবে ট্যামি ব্রুস বলেন, এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও অবশ্যই এই বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রকৃতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। কিন্তু যখন আবার আলোচনা, কূটনৈতিক বিবেচনা এবং এর সাথে জড়িত পক্ষগুলোর মধ্যে কথোপকথন এবং কী ঘটতে পারে সেই কথা আসে, তখন আমি এখানে অনুমান করে বলতে চাই না যে ফলাফল কী হবে। আপনিও চান না যে আমি সেটা করি। আমি মনে করি সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। ওই প্রশ্নকারী জানতে চান, তিনি আবারও নতুন করে তার প্রশ্নটি করতে পারবেন কিনা। তবে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস তাকে সেই অনুমতি না দিয়ে বলেন, আমি যা উত্তর দেব না তা হলোড়সরকার থেকে সরকার পর্যায়ে কূটনৈতিক বিবেচনা অথবা একটি নির্দিষ্ট দেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোনো মনোভাব প্রকাশ এবং এমন কোনো পদ্ধতিতে কথা বলা যা কূটনৈতিক ধরনের কথোপকথনের মধ্যে পড়ে এবং স্পষ্টতই এসব আমি বলতে পারি না। অথবা কোনো বিষয়ে ঠিক কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অনুমানও করব না আমি।

নাঈমুল ইসলাম খান ও পরিবারের

ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ভিন্ন কোনো উৎস অর্থাৎ ঘুষ বা অবৈধ উপায়ে অর্থ অর্জনপূর্বক এ অর্থের উৎস আড়াল করার জন্য তার নাম, তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি, তাদের তিন সন্তান লাবিবা নাঈম খান, আডিভা নাঈম খান ও যুলিকা নাঈম খানের ১৬৩টি ব্যাংক হিসাবে ৩৮৬ কোটি টাকা জমা করেন। এর মধ্যে ৩৭৯ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং করাসহ নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগটি অনুসন্ধানে টিম গঠন করা হয়। অনুসন্ধানকালে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ১৬টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১৬৩টি হিসাবে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব হিসাবে রক্ষিত অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির পূর্বে ব্যাংক হিসাব সমূহে রক্ষিত অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে অনুসন্ধানের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা আবশ্যক। এর আগে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি নাঈমুল ইসলাম খান ও তার স্ত্রী মন্টির আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন আদালত। জানা গেছে, নাঈমুল ইসলাম খানের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব ৯১টি। এসব হিসাবে মোট ২৪৯ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকা তিনি উত্তোলন করেছেন। বর্তমানে তার ব্যাংক হিসাবে মাত্র ৬৪ লাখ টাকা জমা আছে। তার স্ত্রী নাসিমা খান মন্টির ১৩টি ব্যাংক হিসাবে ১৬ কোটি ৯৬ লাখ টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তাদের তিন সন্তানের মধ্যে আডিভা নাঈম খানের হিসাবে ৩৫ লাখ, লাবিবা নাঈম খানের অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ২৫ লাখ এবং যুলিকা নাঈম খানের অ্যাকাউন্টে ৬১ লাখ টাকা জমা হয়েছে। এসব অর্থের সিংহভাগই তারা উত্তোলন করে নিয়েছেন। এ ছাড়া নাঈমুল ইসলাম খানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৪৬টি হিসাবে জমা হয়েছে ১২৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। প্রায় পুরো টাকা উত্তোলনের পর জমা আছে মাত্র ২১ লাখ টাকা। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা যায়, নাঈমুল ইসলাম খান এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা মোট ১২টি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন। এসব কার্ডের সর্বমোট সীমা ২৮ লাখ ৩৫ হাজার ৩৬৭ টাকা। কার্ডগুলোতে বর্তমানে বকেয়া পড়েছে ৪৮ হাজার ৪০৮ টাকা।

পাইপলাইনের কাজের

বরিশাল-খুলনা পাইপলাইনও হবে, তবে প্রথম ধাপে ভোলা-বরিশাল-ঢাকা পাইপলাইন হবে। ভোলা-বরিশাল পাইপলাইনের জন্য ২৬০০ কোটি টাকা দর প্রাক্কলন করা হয়েছে। কাজটি পেতে গাজপ্রমের লোকজনের দৌড়ঝাঁপ চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা ও জিটিসিএল এ দৌড়ঝাঁপ করছে। কাউকে প্রলোভন আবার কাউকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সূত্র জানিয়েছে। শুধু পাইপলাইনের কাজ নয় বাতিল হয়ে যাওয়া ৫ কূপ খনন প্রকল্পের কাজও চড়া দরে পেতে তৎপর রয়েছে। পলাতক আওয়ামী লীগ সরকার যেগুলো বিশেষ আইনে গাজপ্রমকে দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে এনেছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় বসে বিশেষ আইন বাতিল করে দিলে ওই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বেঁচে যায় বাপেক্সের কয়েকশ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই ওই ৫ কূপ খনন প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র জমার শেষ তারিখ ছিল গত ৩ ফেব্রুয়ারি। বেশকিছু দরপত্র জমাও হয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে বাপেক্স সেই দরপত্র না খুলে আরও ৪৬দিন সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। সময় ক্ষেপণ করার কৌশল গাজপ্রমকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এতে করে ওই কূপগুলোর বিষয়ে সরকারের উচ্চ মহলে চাপ প্রয়োগ সুযোগ পাচ্ছে গ্যাজপ্রম। গ্যাজপ্রমের ওই কূপগুলোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক পত্রে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা দেখলে মনে হবে গ্যাজপ্রম এই দেশে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে ২০১২ সাল থেকে গ্যাজপ্রম ২০টি কূপ খনন করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় অবদান রেখেছে। আরেক প্যারায় বলা হয়েছে ৫ কূপ খননের কাজ দেওয়া না হলে রিড ও জনবল ডিমোবিলাইজেশনের বিল দিতে হবে। বাস্তবতা হলো, যখনই তারা রিগ সরিয়ে নেমে তখনেই ডিমোবিলাইজেশনের বিল পাবে চুক্তি অনুযায়ী। কিন্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন কাজ না দিলেই শুরু ওই টাকা দিতে হবে। চিঠিতে চড়াদরের বিষয়টি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছে বাপেক্স। ৫ কূপ খনন প্রকল্পের পিডির সঙ্গে গ্যাজপ্রমের মাখামাখি নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। গ্যাজপ্রমের বাংলাদেশি এজেন্টের কনসালটেন্ট ড. আমিরুল ইসলাম বলেছেন, পাইপলাইনের বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যা?য়ে প্রাইমারি কথাবার্তা চলছে। গ্যাজপ্রমের প্রকৌশলী এনে স্পিডবোর্টে করে নদী ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আমাদের বিশেষ প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো এখানে ব্যবহার করা হতে পারে। তিনি দাবি করেছেন, পাইপলাইনের বিষয়টি খুবই হাইটেক বিষয়, যার জন্য গাজপ্রম খুবই উপযুক্ত। গ্যাজপ্রমের মতো সাগরে পাইপলাইন করার অভিজ্ঞতা খুব কম কোম্পানির রয়েছে। আর আমাদের কাজের কোয়ালিটি খুবই উন্নতমানের। আমরা যেগুলো কূপ খনন করেছি সেগুলো যাচাই করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। গ্যাজপ্রম উন্নতমানের কাজ দাবি করলেও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। গাজপ্রমের খনন করা কূপগুলো নিয়ে একটি গোপনীয় প্রতিবেদন ?কোয়ালিটি নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি (২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর) পেট্রোবাংলার কাছে পাঠায়। রিপোর্টে বাপেক্স কূপ ধরে ধরে নিম্নমানের কাজের উদাহরণ তুলে ধরেছে। গ্যাজপ্রম তিতাস ২০ কূপটি খনন শেষ করে ২০১৩ সালের ১৯ মে। নিম্নমানের খনন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় বলে বাপেক্সের রিপোর্টে দেখা গেছে। কূপটিতে পরীক্ষামূলক ?উৎপাদনকালেই অতিরিক্ত পানি আসায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরে রির্জাভারের সম্ভাব্য ড্যামেজ এড়ানোর জন্য রি মিডিয়াল ওয়ার্ক করা হয়। এ জন্য গ্যাজপ্রম বাড়তি ১৩৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বিল আদায় করে। গ্যাজপ্রমের খনন করা আরেকটি কূপ তিতাস ২১ কূপ ২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বরে উৎপাদন শুরু করে। মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই গ্যাসের সঙ্গে অতিমাত্রায় পানি ও বালি (৩৫ এমএমএসসিএফ) এলে (২০১৪ সালের ২০ জুন) উৎপাদন বন্ধ (সেলফ কিলড) হয়ে যায়। সাধারণত টিউবিং এবং সিমেন্টিং যথাযথ না হলে এমন সমস্যা হয়ে থাকে বলে খনি বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পরে উত্তোলন সচল করতে বাপেক্সের মাধ্যমে ওয়ার্কওভার করতে গিয়ে টিউবিং প্লেসমেন্টে ক্রুটি ধরা পড়ে। তথ্য নির্ভর এই কাজটি করেন তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আতিকুজ্জামান। এই কাজের জন্য তার পুরস্কার পাওয়ার কথা। কিন্তু মাত্র ৬ দিনের ব্যবধানে তাকে বাপেক্সের এমডি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আতিকুজ্জামানের পরিণতির পর আর কেউ গ্যাজপ্রমের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস দেখায় নি।

বিএনপি সবাইকে নিয়ে ভালো

আপনার পাশে আছি, আমার দল আপনার পাশে আছে এবং সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নিচ্ছি। পরবর্তীতে তিনি আমাকেও কল করে এই পরিবারটির পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন, যেখানেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেখানেই জাতীয়তাবাদী দল ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেশে থেকেও অনেক খবর পাইনা, কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান বিদেশে থেকেও ঠিকই বরগুনার এ ঘটনা জানতে পেরেছেন। জাতীয়তাবাদী দল সবসময়ই মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে চায়। তিনি আরও বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সবসময় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আমরাও তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছি। পরিবারটিকে হয়ত পুরোপুরি ভালো রাখা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে তারা একেবারে অসহায় অবস্থায় থাকবে না।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চালক, যাত্রী ও স্থানীয়দের চলাচলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। খবর পেয়ে জয়দেবপুর থানা পুলিশ, শিল্পপুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক ছেড়ে কারখানা অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়। পরে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। আন্দালনরত শ্রমিকরা বলেন, 'প্রতি বছরই ঈদ এলে মালিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আমাদের বেতন বোনাস নিয়ে এরকম টালাবাহানা করে থাকেন। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। আসন্ন ঈদ বোনাসও এখনও দেয়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন সময় বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসসহ সব পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। থানা, শিল্পপুলিশ এবং সেনাবাহিনীর আশ্বাসে আমরা মহাসড়ক থেকে সরে এসেছি। তারা আমাদের বলেছে, বিকালের মধ্যে বোনাসসহ আমাদের সব পাওনা পরিশোধ করে দেবে। এ মুহূর্তে সব শ্রমিক কারখানার অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। বোনাসসহ বকেয়া পাওনা না দিলে আমরা কারখানা থেকে যাবো না। এদিকে, গাজীপুর শিল্পপুলিশের ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ বলেন, মার্চ মাসসহ দুই মাসের বেতন এবং ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে। সড়ক অবোধের খবর পেয়ে থানা, শিল্পপুলিশ এবং সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদেরকে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক ছেড়ে কারখানা অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছেন। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। চেষ্টা করা হচ্ছে যেন শ্রমিকদের বোনাসসহ সব বকেয়া যাওনা পরিশোধ করা হয়। ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেড (খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) কারখানার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা মুক্তি হোসাইন বলেন, শ্রমিকদের দাবি সঠিক নয়। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের সোমবার বিকাল থেকে বেতন দেওয়া শুরু হয়েছিল। রাত হয়ে যাওয়ায় ও টাকার অঙ্ক বড় হওয়ায় কিছু শ্রমিকের বেতন বাকি ছিল। ব্যাংক খোলার পর আবার তার বেতন দেওয়া শুরু হবে।

আমদানি সত্ত্বেও কেন

। মধ্যবিত্তের জনপ্রিয় দুটি চালের দাম চড়া থাকায় বিপাকে রয়েছে অনেক পরিবার। বাজারে ভালোমানের মোটা চালের কেজি এখন ৫৫-৫৬ টাকা। মাঝারি চাল কেনা যাচ্ছে ৫৮ থেকে ৬৫ টাকায়। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, এক বছর আগের তুলনায় মাঝারি চালের দাম এখন কেজিতে ১৪ শতাংশ ও মোটা চালের দাম ১৫ শতাংশ বেশি। দাম বেড়েছে দেশে চালের অন্যতম বড় মোকাম নওগাঁ ও কুষ্টিয়ায়। গত ১৫ দিনে কেজিতে মিনিকেট চালের দাম বেড়েছে ৭ টাকা। মিলগেটে প্রতি কেজি মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৮৪ টাকা। অন্যদিকে নওগাঁয় এক সপ্তাহে মিনিকেট চালের দাম কেজিতে বেড়েছে তিনচার টাকা। বাংলাদেশ অটোর মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিলমালিক সমিতির কুষ্টিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন বলেন, বোরো ধান বাজারে না আসা পর্যন্ত এ সংকট থাকবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, শুধু মিনিকেট চালের মূল্যবৃদ্ধি সমগ্র চালের বাজারের প্রতিফলিত করে না। সরকার খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুত গড়ে তুলেছে। বিদেশ থেকে চাল আমদানিও অব্যাহত রেখেছে। দেশে চালের কোনো সংকট নেই। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বাজারে চাহিদার তুলনায় মিনিকেট চালের সরবরাহ কম। যে কারণে এই চালের দাম বাড়তি। এ প্রসঙ্গে বাজার সংশ্লিষ্ট-ব্যক্তিরা বলেছেন, মিনিকেট নামে কোনো ধান নেই। তাই মিনিকেট নামে কোনো চালও নেই। ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-২৯, ব্রি হাইব্রিড ধান ও কাজল লতার মতো মোটা জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল পলিশ করে মিনিকেট নামে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বাজারে এখন এসব ধানের সরবরাহ কম। আগামী এপ্রিলের শেষ নাগাদ বোরো মৌসুম শুরু হলে এসব জাতের ধানের সরবরাহ বাড়বে। তখন মিনিকেট নামের এই চালের দাম কমে আসবে। চলতি মার্চ ও এপ্রিল মাসে সরকার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ভিজিডি, ওএমএস ও টিসিবির মাধ্যমে প্রায় ৭ লাখ টন চাল বিতরণ করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সাড়ে ৮ মাসে মোট ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৪০০ টন চাল আমদানি হয়েছে।

তাজা ফল আমদানিতে

ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে করছাড় দিয়েছে। কর ছাড়সহ সরকারের নানা সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে এ বছর পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। এনবিআর জানায়, সরকার জনস্বার্থে বহুল ব্যবহৃত দ্রুতগামী, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব মেট্রোরেল সেবার ওপর বিদ্যমান ভ্যাট সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে পুস্তকের সহজলভ্যতা, আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ই-বুক সেবায় স্থানীয় সরবরাহ ও আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দিয়েছে। এ ছাড়া হজযাত্রীদের খরচ কমানোর লক্ষ্যে টিকিটের ওপর আরোপযোগ্য আবগারি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করাসহ সরকার জনস্বার্থে নানা কারছাড় দিয়েছে।

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের

ক্রয় প্রস্তাবে উপস্থাপন করা হলে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি তা পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পের পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে তিনটি দরপত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে দুটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (টিইসি) সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে ব্যয় হবে ১ হাজার ৩৯ কোটি ৫৫ লাখ ১২ হাজার ৪৪৭ টাকা। একই প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট, ৩ দশমিক ২ ট্রিটেড ওয়াটার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনস স্থাপনের পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে পাঁচটি দরপত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে দুটি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ইস্টার্ন কনস্ট্রাকশন গ্রুপের (এইচআইসি) এবং এসআর কর্পোরেশনের (এসআরসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে ব্যয় হবে ৪৭৩ কোটি ৬৮ লাখ ৯৯ হাজার ৪৬৪ টাকা।

যায়যায়দিনের ডিক্লারেশন ফিরে

লাইনে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে মর্মে শফিক রেহমান অভিযোগ জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার পর এবং অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় পত্রিকাটি মুদ্রণের ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। আদেশে অনুযায়ী, দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকা প্রকাশে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন, ১৯৭৩-এর ১০ ধারার লঙ্ঘন হয়েছে। এ কারণে 'দৈনিক যায়যায়দিন' পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর সাঈদ হোসেন চৌধুরীর নামে যে ঘোষণাপত্র ছিল তা বাতিল করা হয়।

নির্বাচন দিন, সময়ক্ষেপণ করার

কথায় কান না দিয়ে স্পষ্টভাবে একটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে দেন। তিনি বলেন, সব সমস্যার সমাধান হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা যে সুফল পেয়েছি, সেটিকে ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন নির্বাচন। এত তালবাহানা করার তো কোনো দরকার নেই। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের বড় ছেলে ও ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আকবর হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে এসময় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান প্রমুখ। এছাড়া খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের অন্যান্য সন্তানরা উপস্থিত ছিলেন।

বহিষ্কারের তালিকায় নেই ঢাবি

প্রকাশ করে ঢাবি শিক্ষার্থী আব্দুর রহিম ফেসবুকে লিখেছেন, সাময়িক বহিষ্কারের লিস্ট দেখে যা বুঝলাম তদন্তের দায়িত্ব পড়েছে হয়তো তানবির হাসান সৈকতেরই ওপর। তানবির হাসান সৈকতসহ হামলায় জড়িত তার কাছের সব নেতারাই নাম তালিকা থেকে ভ্যানিশ। এসময় জারিফ আফরান লিখেছেন, সরাসরি ফুটেজ থাকার পরও অনেক হামলাকারী বাদ পড়েছে। অথচ অনেককে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মুসাদ্দেক আলী লিখেছেন, জুলাইয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেও অনেক সন্ত্রাসী বহিষ্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। শরিফুল ইসলাম লিখেছেন, তালিকায় সৈকতের নামটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ খুঁজে পেলে আমাকে জানাবেন বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা ছাত্রলীগের ইমন খান জীবন, বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান শেখ, বিজয় একাত্তর হলের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী এম সাকিব, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি এস এইচ স্বাধীন, বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক ওমর ফারুক, বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগের উপ-সম্পাদক ওমর ফারুক শুভ, জগন্নাথ হলের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ালেস সরকার; পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের কাউসার হাসান, উর্দু বিভাগের কৌশিক হাসান পরশ, অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের খালিদ মাহমুদ মিরাজ, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর আলম চৌধুরী, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুষার হোসেন, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হাসান অপি, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজিয় উদ্দিন, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নাবিল হোসেন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাহিদ, অর্থনীতি বিভাগের নাহিদ ভূঁইয়া, ইতিহাস বিভাগের নায়েব শাহরিয়ার, অপরাধ বিজ্ঞানের নিকুম ইফতার, আরবি বিভাগের নিয়াজ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের কর্মী নুরুল আমিন, বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগ কর্মী নুরে আলম বিশ্বাস; কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের হুসাইন মোহাম্মদ সোহান, ফিন্যান্স বিভাগের হাসান সাইদ, দর্শন বিভাগের হাসান আর রশিদ, ঢাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাগত আহমেদ, আইন বিভাগের সৈয়দ ইশতিয়াক ফারদিন, জসীমউদ্দীন হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ওয়ালিউল সুমন, জগন্নাথ হলের সুমন নন্দী, আইন বিভাগের শাহরিয়ার অনন, সূর্যসেন হলের শাহরিয়ার অভি, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার উদ্দিন, বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের উপদফতর সম্পাদক শাহাবুদ্দিন বিজয়, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি বিভাগের শুভ আলম, দর্শন বিভাগের শেখ নাসির উদ্দিন, আরবি বিভাগের শোয়াইব আহসান, বিজয় একাত্তর হল ছাত্রলীগ নেতা সজিবুর রহমান সজিবসহ ১২৭ জন শিক্ষার্থী। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে রানিং শিক্ষার্থীর পাশাপাশি রয়েছেন কয়েক বছর আগে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করা শিক্ষার্থীরাও।

সাবেক আইজিপি সৈয়দ সিরাজুল

সিরাজুল ইসলাম ১৯৭৩ সালে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী ও খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি এবং রাজশাহীর পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত হন। ১৯৪৯ সালে মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার তাকে নিজ গ্রাম বালিয়াডাঙ্গায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দেশের আরো দুই আন্তর্জাতিক

ফরওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিজবিল গুলজার জানান, ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে কার্গো ফ্লাইটে সরাসরি পণ্য পরিবহন। ব্যবসায়ীদের এই দাবি পূরণ হতে চলছে। ওই দু'টি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি কার্গো ফ্লাইটে পণ্য পরিবহন হলে নানা ভোগান্তি থেকে ব্যবসায়ীরা রক্ষা পাবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া জানান, দ্রুত কার্গো পণ্য রপ্তানিতে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে চট্টগ্রামের শাহ আমানত ও সিলেটের ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। এরইমধ্যে ফ্লাইট পরিচালনা ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বিষয়ক সব কিছুই প্রস্তুত রয়েছে। আশা করা যায় চলতি মাসের শেষে অথবা আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কার্গো ফ্লাইট শুরু করা হবে।

আবু তালেব ও আবু জাহেলের মত

প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব বলেন, আপনারা যে রাজনীতি করেন তার সঙ্গে আমাদের মুখ্য পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের জায়গাটুকুও বুঝতে হবে। সেই পার্থক্যের জায়গা থেকে আপনাদের ভূমিকার কথাও আমি বলছি। বেগম জিয়া আমাদের অনেক সময় বলেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি আমরা করি না। আমাদের পরিষ্কার অবস্থান হলো এই, আপনারা যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে রাজনৈতিক ভাবে সংগ্রাম করে যেতে পারেন আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাবেন, বিরোধীতা পাবেন না। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আমানউলাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব হাবীব উন নবী খান সোহেল, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্র সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম বকুল প্রমুখ। হিফযুল কোরআন ও কোরআন প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সঞ্চালনা করেন নাছির উদ্দীন নাছির।

ভ্যাট-হার সিঙ্গেল ডিজিট নির্ধারণের

বিষয়ের ওপর জোরারোপ করা হয়। ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ আগামী অর্থবছর হতে সব করদাতাকে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন প্রদান কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করায় এনবিআরকে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে টিনধারীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখের বেশি হলেও ২০২৪ সালের ১ জুলাই হতে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল হয়েছে ৩৭ লাখের বেশি, যার মধ্যে অনলাইনে জমা পড়েছে মাত্র ১৩ লাখ ৩৫ হাজার ৮৯টি। দেশে করদাতার হার বৃদ্ধি এবং করজাল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এনবিআরকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রস্তাব করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি। এছাড়া করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজে অনলাইনে কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অটোমেটেড কর রিটার্ন পদ্ধতি চালু করার ওপর জোর দেন তাসকীন আহমেদ। বিদ্যমান উর্ধ্বগতির মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি ব্যক্তিশ্রেণির করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা হতে বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা নির্ধারণের আহ্বান জানান। তাছাড়া বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে পণ্য আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর ৫ শতাংশ হতে ধাপে ধাপে হ্রাস এবং আমদানি পর্যায়ে উৎপাদনকারীদের জন্য বিদ্যমান অগ্রিম কর পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তির প্রস্তাব করেন ডিসিসিআই সভাপতি। অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আরও বলেন, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ট্যারিফ ভ্যালু ও বাজারমূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকায় ব্যবসায়ীদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি প্রক্রিয়াকে জটিল ও ব্যয়বহুল করে তুলছে। এমতাবস্থায় তিনি ট্যারিফ ভ্যালুর পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট রাজস্ব নীতিমালার ক্রমান্বয়ে সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে এনবিআর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করজাল সম্প্রসারণে বদ্ধপরিকর, কারণ সমাজে কেউ কর দেবে কেউ দেবে না, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি জানান, গত ১০ বছরে টিনধারীর সংখ্যা ১ কোটি ছাড়ালেও কর প্রদানকারীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়েনি, যা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। তিনি বলেন, আয়করের মতো করপোরেট ট্যাক্স প্রদানের প্রক্রিয়া পুরোপুরি অনলাইনে দাখিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে করপোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে করপোরেট করের হার কমানো প্রয়োজন বলে এনবিআর চেয়ারম্যান মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের ব্যবসায়ী সমাজ একমত পোষণ করলে, ভ্যাটের বিভিন্ন স্তর বহাল না রেখে, সরকার ভ্যাট হার সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসতে আগ্রহী, তবে এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের স্বদিচ্ছা ও স্বচ্ছতা একান্ত অপরিহার্য। ভ্যাট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রয়োজনে দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এনবিআর একটি সফটওয়্যার তৈরি করে দিতে আগ্রহী এবং এ বিষয়ে তিনি ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো জানান, আগামী অর্থবছরে কর রেয়াত ব্যবস্থা আরও উদার করতে এনবিআর আগ্রহী। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মো. সালিম সোলায়মানসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভারত থেকে আরও ৫০ হাজার টন চাল কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের খাদ্য মজুদ বাড়াতে ভারত থেকে আরও ৫০ হাজার টন নন বাসমতি সেদ্ধ চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ২ কোটি ১৪ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্যাকেজ-০৯ এর আওতায় ৫০ মেট্রিক টন নন বাসমতি সেদ্ধ চাল ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সুপারিশকৃত দরদাতা প্রতিষ্ঠান হলো ভারতের মেসার্স এস পাত্তাভী অ্যাগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতি মেট্রিক টন চালের দাম ধরা হয়েছে ৪২৯.৫৫ (চারশ ঊনত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ) মার্কিন ডলার। সে হিসেবে ৫০ হাজার টন চালের দাম পড়বে ২ কোটি ১৪ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন নন বাসমতি সেদ্ধ চাল আমদানির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি তা পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেয়। ভারতের এম/এস বগাদিয়া ব্রাদার্স প্রাইভেট থেকে এ চাল আমদানি করা হবে। প্রতি কেজি চালের মূল্য ধরা হয়েছে ৫৩ টাকা ২ পয়সা। আর প্রতি মেট্রিক টন চালের মূল্য ৪৩৪.৫৫ মার্কিন ডলার। এতে ৫০ হাজার টন চাল আমদানিতে মোট ব্যয় হবে ২ কোটি ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ ডলার। তারও আগে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুর থেকে চাল আমদানির অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এর মধ্যে ভারত থেকে দুই দফায় ৫০ হাজার টন করে এক লাখ টন, পাকিস্তান ও সিঙ্গাপুর থেকে ৫০ হাজার টন করে ও ভিয়েতনাম থেকে ১ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদের কিনারা থেকে ফিরে এসেছে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদের কিনারায় ছিল। সেখান থেকে আমরা রিটার্ন (ফিরে) করে চলে আসছি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, বাহিরের সবাই কি সবকিছু জেনে শুনে লেখেন। তারা মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক কিছু লেখেন। এছাড়া তুলসী গ্যাবার্ডের মন্তব্যে আমাদের অর্থনীতিতে বহুপক্ষীয় বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক হান্না বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশ খাদের কিনারায় আছে, উনি কেন এটা বললেন বলে আপনাদের মনে হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, খাদের কিনারায় ছিল। এখন খাদের কিনারা থেকে আমরা রিটার্ন করে চলে আসছি। ওনারা কত কিছু লেখেন। অর্থনীতির বিষয় তো আমি জানি ভেতরে কি হচ্ছে। কে কি লিখেছেন এতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এলডিসি গ্রাজুয়েশন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এলডিসি ২০২৬ সালে একটা স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্রাটেজি নিয়েছি।

গাইবান্ধায় যুবকের মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় মহাসড়কের পাশে আবর্জনার স্তূপের নিচ থেকে কাপড়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মহেশপুর এলাকায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টু বলেন, সকালে মহেশপুর এলাকায় মহাসড়কের পাশে আবর্জনার নিচে মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের মুখ-মাথার একদিকে থেতলানো ছিল। তিনি আরও জানান, আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় সিআইডির সহায়তা চাওয়া হয়েছে। রংপুর থেকে সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থলে আসছে।

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

স্টাফ রিপোর্টার : পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ মানিক (৩২) নাম এক যুবকের খুন হয়েছে। গত সোমবার রাতে পরৈকোড়া ইউনিয়ন পূর্ব কৈন্যারা গ্রামের ভেন্ডারঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মানিক আনোয়ারা উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নের ভিংরোল গ্রামের মোহাম্মদ ছৈয়দের ছেলে। আনোয়ারা থানার ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে মানিককে ছুরিকাঘাত করা হয়। আহত অবস্থায় মানিককে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। লাশ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝালকাঠিতে লঞ্চের ধাক্কায় নৌকাডুবি, শিশু নিখোঁজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঝালকাঠির নলছিটি পৌরসভার গৌড়িপাশা এলাকায় সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী লঞ্চ এমভি মিতালি-৫ এর সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাছ ধরা নৌকা ডুবে গেছে। এতে ৯ বছর বয়সী শিশু রায়হান মল্লিক নিখোঁজ রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার মো. আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, নলছিটি ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি ইউনিট নিখোঁজ শিশুটির সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও শিশুটির কোনো খোঁজ মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গৌড়িপাশা এলাকার মোহাম্মদ আলী মল্লিকের ছেলে রায়হান মল্লিক (৯) প্রতিবেশী জেলে বিপ্লব হাওলাদারের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরা দেখতে গিয়েছিল। জাল ফেলার পর তারা নদীতে অপেক্ষা করছিল, ঠিক সে সময় ঢাকা থেকে আসা এম ভি মিতালি-৫ লঞ্চ ধাক্কা দিলে নৌকাটি মুহূর্তেই ডুবে যায়। বিপ্লব হাওলাদার সাঁতরে অন্য নৌকায় উঠতে সক্ষম হলেও শিশু রায়হান তলিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর থেকে শিশুটির এখনও খোঁজ না পাওয়ায় তার বাবা মোহাম্মদ আলী মল্লিক ও মা নদীর তীরে আহাজারি করছেন।

জামালপুরে ডিসি পরিচয়ে চাঁদা দাবি, প্রতারক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের মেলান্দহে ডিসি পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন সাকিব (৩৫) নামে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী মো. রেজাউল করিম মেলান্দহ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। এর আগে দুপুরে উপজেলার নাংলা ইউনিয়নের হরিপুর পাথালিয়া এলাকা থেকে ওই প্রতারককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাজ্জাদ হোসেন সাকিব জেলার ইসলামপুর থানার পাটনিপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। পলাতক আসামি-মেলান্দহ উপজেলার চরাইলদার গ্রামের সুরুজ প্রামাণিকের ছেলে মনির হোসেন জুইস। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন থেকে মাটি কাটার ব্যবসা করেন রেজাউল। মেলান্দহ উপজেলার চিনিতলা গ্রামের পাশে মরাখাল থেকে কন্ট্রাক্টে মাটি কাটার সময় সাজ্জাদ হোসেন সাকিব ও মনির হোসেন জুইসসহ আরও কয়েকজন ডিসি ও ওসির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে প্রতি মাসের জন্য টাকা দাবি করেন। সেই টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করলে রেজাউল টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এ সময় তাকে টানা-হেঁচড়াসহ হুমকি দেয় সাকিব। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও সাকিবকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। ভুক্তভোগী রেজাউল করিম বলেন, আমরা মাটি কেটে খাই। জুইস নামের এক ব্যক্তি একদিন বললো সপ্তাহে ৩৩ হাজার টাকা দিতে হবে তাহলে ডিসি ও ইউএনও কেউ সমস্যা করবে না। পরে টাকা দিতে রাজি হলাম তবে ডিসির সঙ্গে দেখা করে। সাকিবকে ডিসি সাজিয়ে এনে টাকা চাইলে বিষয়টি বুঝতে পেরে আমরা পুলিশকে খবর দেই। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। মেলান্দহ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার আসামি ডিসি ও ওসির পরিচিত লোক বলে টাকা দাবি করেছিলো। স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে পুলিশকে জানায়। আমরা তাকে জনতার হাত থেকে আটক করি। তার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। এ ঘটনায় রেজাউল করিম একটি অভিযোগ দিয়েছেন। আমরা সেটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছি। অপর পলাতক আসামির বিরুদ্ধে এর আগেও চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

গোপালগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বর্তমান ও সাবেক ইউপি সদ?স্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী ইউনিয়নের ভেন্নাবাড়ি গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সদর উপজেলার বোড়াশী ইউনিয়নের বর্তমান মেম্বার মিটু মোল্লার সঙ্গে সাবেক ইউপি মেম্বার আলিম মোল্লার এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব-কোন্দল চলে আসছিল। এর আগেও একাধিকবার উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এরই জেরে গত সোমবার রাত ৮টার দিকে মিটু মোল্লার নেতৃত্বে একদল লোক আলিম মোল্লাসহ তার লোকজনের ওপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়প?ক্ষের অন্তত ১০জন আহত হয়। খবর পেয়ে প?রে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মির মো. সাজেদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান এলাকার পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ময়মনসিংহে বালু তোলা নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত, গুলিবিদ্ধ ১

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় বালু তোলা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মেহেদি হাসান রাকিব (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অজ্ঞাত আরও একজন। গত সোমবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে উপজেলার পাগলা থানা এলাকার তল্লী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মেহেদি হাসান রাকিব তল্লী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। পাগলা থানার ওসি মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম যুবক নিহত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ইয়াসিন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে মেহেদি হাসান রাকিবের বালু উত্তোলন করা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। ওই ঘটনার জেরে গত সোমবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় মেহেদি হাসান রাকিবকে ইয়াসিন গ্রুপের লোকজন পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এখনও গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম জানা যায়নি। ইতোমধ্যে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় সূত্রের।

গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিক নিহত, বিক্ষোভ-সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় গাড়িচাপায় এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার জের ধরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক আটকে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে চাইলে সংঘর্ষ বাঁধে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস্ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। সংঘর্ষে ছয় পুলিশ সদস্য আহত হন। পুলিশ সদস্য ও শ্রমিকেরা জানান, গোল্ডেন রিফিট গার্মেন্টস্ লিমিটেড কারখানার নারী শ্রমিক সাবিনা আক্তার কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি গাড়ি তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই কারখানার শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় বিভিন্ন যানবাহনে ভাঙচুর চালান শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুল হালিম জানান, এক নারী শ্রমিকের মৃত্যুর জেরে অন্য শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে ইট পাটকেল ছুড়ে বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করেন। ইট-পাটকেলের আঘাতে পুলিশের ছয় সদস্য সদস্য আহত হন। পরে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ারশেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। পরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জ্বালানি সচিব ও তিতাসের এমডিকে আদালত অবমাননার নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতের আদেশ অমান্য করায় জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে ক্যাপিটাল বোর্ড মিলস লিমিটেডে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্যাস সংযোগ পুনঃস্থাপন না করলে হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ক্যাপিটাল বোর্ড মিলসের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক এ নোটিশ পাঠান। নোটিশে বলা হয়, হাইকোর্ট এর আগে নির্দেশ দেন যে, ক্যাপিটাল বোর্ড মিলস লিমিটেডের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তবে তিতাস গ্যাস গত ৫ মার্চ কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, যা আদালতের আদেশের লঙ্ঘন। এতে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং ৭০০ কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলে জাতীয় পাঠ্য ও পাঠ্যক্রম বোর্ডের জন্য কাগজ সরবরাহে সমস্যা হয়। একপর্যায়ে গত ১৩ মার্চ ক্যাপিটাল বোর্ড মিলস কর্তৃপক্ষ তিতাস গ্যাসকে লিখিতভাবে গ্যাস সংযোগ পুনরায় চালুর অনুরোধ করে। কিন্তু সে অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্যাস সংযোগ পুনঃস্থাপন করতে বলা হয়েছে। অন্যথায়, হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দাখিল করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বায়ুদূষণে দ্বিতীয় বাংলাদেশ বায়ুমান উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিন

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন ২০২৪ (ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২৪) শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বে সর্বাধিক বায়ুদূষণের কবলে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে। আর এশিয়ার মধ্যে ছিল প্রথম স্থানে। বিশ্বে এক নম্বরে ছিল উত্তর-মধ্য আফ্রিকার দেশ চাদ। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বে সর্বাধিক দূষিত বায়ুর দেশ। প্রায়ই বাংলাদেশ প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকে। ২০২৩ সালে বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের বায়ুদূষণ নিয়ে টানা সপ্তমবারের মতো এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইকিউএয়ার। এবারের প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৩৮টি দেশ ও অঞ্চলের আট হাজার ৯৫৪টি শহরের ৪০ হাজারেরও বেশি বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন আইকিউএয়ারের বায়ুমান বিশেষজ্ঞরা। কাজেই এই প্রতিবেদনের সত্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা (পিএম ২.৫) পর্যালোচনা করে বায়ুদূষণের এই প্রতিবেদন তৈরি করে আইকিউএয়ার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্ধারিত মান অনুযায়ী, বাতাসে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার বার্ষিক গড় প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রাম বা তার কম হতে হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর বাংলাদেশের বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে এর পরিমাণ ছিল ৭৮ মাইক্রোগ্রাম, যা নির্ধারিত বার্ষিক মানমাত্রার চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দূষিত বায়ু গ্রহণের কারণে মূলত মানুষের ফুসফুস আক্রান্ত হচ্ছে, শ্বাসতন্ত্রের রোগ বাড়ছে। বায়ুদূষণ ক্যান্সার, হৃদরোগসহ আরো অনেক রোগেরই কারণ হচ্ছে। বায়ুদূষণ জনিত বিভিন্ন রোগে প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বহু মানুষ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বায়ুদূষণের এমন দুর্বিষহ অবস্থা চললেও বায়ুদূষণ রোধের প্রচেষ্টা কম। বায়ুদূষণের কারণ বা উৎসগুলো আমাদের অজানা নয়। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হলো সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন। বায়ুদূষণের জন্য দায়ী কালো ধোঁয়ার ৩৮ শতাংশই নির্গত হয় ইটভাটা থেকে। আর যানবাহন থেকে নির্গত হয় ১৯ শতাংশ। দূষণের এই দুটি উৎস নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বায়ুমান অনেকটা উন্নত হয়। দেশের মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে অতি দ্রুত বায়ুমান উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

ধর্ষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ জরুরি

বাংলাদেশে ধর্ষণ বাড়ছে, বাড়ছে ধর্ষণের পর হত্যা। সামাজিক অবক্ষয়, মাদকের বিস্তার, কর্মহীনতা, আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকা, পর্নো ছবির অবাধ বিক্রি, সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষের হীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতরা হয়ে পড়ছে অপ্রতিরোধ্য। শিশু থেকে কিশোরী, যুবতী থেকে বৃদ্ধা, স্কুলছাত্রী থেকে পোশাককর্মী, ডাক্তার, আইনজীবী এমনকি ভিখারিনীও রেহাই পাচ্ছে না মানুষরূপী এসব হায়েনার হিংস্র থাবা থেকে। ধর্ষকরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকছে না, ঘটনা ধামাচাপা দিতে ঘটাচ্ছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সম্প্রতি ধর্ষণের ভয়াবহতা ও ধর্ষণ পরবর্তী নির্যাতনের লোমহর্ষক সব ঘটনায় আঁতকে উঠছে দেশবাসী। মাগুরায় আট বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় দেশের নাগরিক সমাজ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। অব্যাহতভাবে চলতে থাকা নারী ও শিশু ধর্ষণ, নির্যাতন, নারীদের দলবদ্ধভাবে হেনস্তা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাতে দিনে প্রতিবাদ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সড়কে। ধর্ষণ রুখে দিতে প্রতিরোধের চেয়ে প্রতিকার গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুসারে, এ বছরের ফেব্রুয়ারির ২৮ দিনে ধর্ষণের অভিযোগে দিনে গড়ে ১২টি মামলা হয়েছে। আগের বছরের ফেব্রুয়ারির ২৯ দিনে এই সংখ্যা একই ছিল। গত বছর সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ১৭ হাজার ৫৭১টি মামলা হয়েছে। এই আইনে এ বছরের জানুয়ারি মাসে মামলা হয়েছে ১ হাজার ৪৪০টি। গত বছরের জানুয়ারিতে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৩। বর্তমানে যেভাবে শিশুরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তা তাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। পরিষদ এ জন্য উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। কেন এমন নৃশংসতা? এ ধরনের খবর আমাদের সবাইকে ব্যথিত করে, কাঁদায়, উদ্বিগ্ন করে। যারা এ জন্য দায়ী, তাদের বিচারের দাবি ধ্বনিত হচ্ছে। শিশুদের নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দান ও মৌলিক অধিকার রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাজনৈতিক, পারিবারিক বা অন্য যে কারণেই হোক শিশু খুনের ঘটনা সামাজিক সংহতির অভাব ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের স্মারক। শিশুদের ওপর নির্মমতা থামছে না। জাগতিক পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত বলে শিশুদের বলা হয় স্বর্গের দূত। ভবিষ্যতের কাণ্ডারি শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই। এ সমাজ কলুষমুক্ত করতে হলে সব অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে পঙ্কিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাবে সমাজ। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ ও ঘটনার প্রতিবাদে সমবেতভাবে সোচ্চার হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। একই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা, আইনের সর্বোচ্চ বিধি নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

ধর্ষণ, মব ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা : শুধু যেন কথার কথা না হয়

দেশে নৈরাজ্য, ধর্ষণ ও মব জাস্টিসের ঘটনা গত কয়েক মাসে যে হারে বেড়েছে, তা উদ্বেগজনক। মাগুরার আট বছরের শিশু ধর্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হেনস্তা, গাজীপুরে শিশু ধর্ষণসহ একের পর এক ঘটনা জনমনে ক্ষোভ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিদিন গড়ে ১২টি ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে। এই পরিসংখ্যান শুধু সংখ্যা নয়, এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য জীবনের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। সাম্প্রতিক সময়ে অরাজকতা, নৈরাজ্য, ধর্ষণের কারণে মানুষ প্রতিবাদ করছে। এরপর সরকারের টনক নড়েছে। এখন সরকার বলছে দ্রুততার সঙ্গে বিচার হবে। উপদেষ্টারা বলেছেন, স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে মব জাস্টিস, নৈরাজ্য বা ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেরিতে হলেও তাদের যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে সেজন্য ধন্যবাদ। আশা করব, এটা কথার কথা থাকবে না। সব মবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। একজন উপদেষ্টা বলেছেন, সব মবের হিসাব আছে। ধর্ষণ মামলার তদন্ত ১৫ দিনে এবং বিচার ৯০ দিনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা, জামিন না দেয়ার প্রস্তাব এবং আইন সংশোধনের উদ্যোগ ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায়। তবে, এই বার্তাগুলো যেন শুধু কথার কথা না হয়, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। আমরা আশা করব, পক্ষপাতহীনভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আশা করব, যে বার্তা দেয়া হচ্ছে তাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। তবে সতর্কও থাকতে হবে। ১৫ দিনে তদন্ত করা হবে। তবে যেনতেন তদন্ত যেন না হয়। দেশে পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। উদোর পিণ্ডি যেন বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া না হয়। সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা জরুরি। অপরাধীদের শনাক্তকরণে ডিএনএ প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের উচিত ডিএনএ সংরক্ষণ ও পরীক্ষার সুবিধা সারা দেশে সম্প্রসারণ করা, যাতে তদন্তে কোনো ত্রুটি না থাকে। ধর্ষণ ও নৈরাজ্যের ঘটনাগুলো শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এর পেছনে রয়েছে গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়ার প্রবণতা এবং বিচারে দীর্ঘসূত্রতা এই অপরাধ বাড়ার পেছনে বড় কারণ। সরকারের পাশাপাশি সমাজের সব স্তর থেকে সচেতনতা ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ একমাত্র এই অপরাধ কমাতে পারে। পরিশেষে বলতে চাই, সরকারের আসলেই টনক নড়লে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে। দেশ নৈরাজ্যের দিকে চলে গেছে। একে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে তার ফল কারও জন্য ভালো হবে না, সরকারের জন্য তো নয়ই।

আশা করব, এটা কথার কথা থাকবে না। সব মবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। একজন উপদেষ্টা বলেছেন, সব মবের হিসাব আছে। ধর্ষণ মামলার তদন্ত ১৫ দিনে এবং বিচার ৯০ দিনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা, জামিন না দেয়ার প্রস্তাব এবং আইন সংশোধনের

প্রতারণার ফাঁদে ভোক্তা অধিকার হারাচ্ছে

প্রকাশ ঘোষ বিধান

অর্থনীতিতে যে ব্যক্তি ভোগ করে তিনিই ভোক্তা। কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলা হয়। ভোক্তা হচ্ছেন এক বা একাধিক মানুষ, যারা কোন পণ্যের চূড়ান্ত ভোগ সম্পন্ন করে। ভোক্তারা একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস। ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি কংগ্রেসে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। নিরাপত্তার অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, পছন্দের অধিকার এবং অভিযোগ প্রদানের অধিকার - ভোক্তাদের এ চারটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন যা পরবর্তীতে ভোক্তা অধিকার আইন নামে পরিচিতি পায়। বিশিষ্ট পরিবেশবাদী ও ভোক্তাদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার কর্মী মালয়েশিয়ার আনোয়ার ফজল এ দিবস পালনে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালের ১৫ মার্চ তিনি ভোক্তা সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ভোক্তাদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার উদ্দেশ্য বৈশ্বিকভাবে উদ্যাপনের আহ্বান জানান। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে জাতিসংঘ ভোক্তা অধিকার রক্ষার নীতিমালায় কেনেডি বর্ণিত চারটি মৌলিক অধিকারকে আরো বিস্তৃত করে অতিরিক্ত আরো আটটি মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এ সকল অধিকারকে সনদে অন্তর্ভুক্ত করে। কেনেডি'র ভাষণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৫ মার্চকে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস হিসেবে বৈশ্বিকভাবে উদ্যাপন করে আসছে। বর্তমান কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন এখন অনেক কিছুই ডিজিটাল বা অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রতিদিন এ খাতে ভোক্তাদের ঝুঁকির নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভোক্তারা বরাবরই পণ্য ও সেবা উভয় ক্ষেত্রেই অন্যায্যতার শিকার হচ্ছে। ভোক্তারা অসচেতন, অসংগঠিত, স্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভোক্তা সংগঠনের দুর্বলতা ও আইনে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না থাকার কারণে প্রবঞ্চনার হার প্রতিনিয়তই বাড়ছে।দেশে বাড়তি দরে পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে ক্রেতারা। সেবার মান নিয়ে অসন্তুষ্টি রয়েছে অনেক ভোক্তার। অভিযোগ রয়েছে, নিম্নমানের পণ্য দেয়া, নকল ও ভেজাল পণ্য আসল বলে ভোক্তার কাছে বিক্রি করছে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। চাহিদা বাড়লে পণ্য মজুদ করে দাম বৃদ্ধির পায়তারায় ব্যস্ত থাকে ব্যবসায়ীরা। প্রতিটি পণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী। এতে ক্ষোভ বাড়ছে, ক্রেতা সাধারণ হতাশ হচ্ছেন। ক্ষোভ আছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না ভোক্তা। বাংলাদেশে ই-কমার্সের প্রসার দিন দিন বাড়ছে। অনেক উদ্যোক্তা অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে অভাবনীয় সফলতা পাচ্ছেন। অনলাইন ব্যবসা দেশের প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় সম্ভাবনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বড় কোন প্রস্তুতি বা পুঁজি ছাড়াই প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে-মেয়েরাও উদ্যোক্তা হয়ে উঠার স্বপ্ন দেখছে। অথচ কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে অনলাইন থেকে পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহ হারাচ্ছে, ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হচ্ছে।প্রতারকেরা যে-সব অপকর্ম করে থাকেন তা হলো, দামি পণ্যের অর্ডার নিয়ে কম দামি পণ্য সরবরাহ করা, ত্রুটিপূর্ণ-নিম্নমানের পণ্য দেওয়া, গ্রাহকের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করা, মিথ্যা, বাহারি ও নামিদামি তারকা, মডেল ও খেলোয়াড়দের ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া ও পণ্যের মজুত না থাকলেও অর্ডার নেওয়ার মতো প্রতারণা করে যাচ্ছে এক শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। প্রতারণার আরেক ধাপ হলো, দুর্বোধ্য ও ভোক্তা স্বার্থবিরোধী শর্ত জুড়ে দেওয়া। শর্তগুলো এত ছোট অক্ষরে ও কঠিন ভাষায় লেখা থাকে, যা অনেকেরই বুঝতে কষ্ট হয়। আর এসব শর্ত দিয়ে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ভোক্তাদের বোকা বানায়। আর অধিকাংশ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্যাশ ডেলিভারি পয়েন্ট ভোক্তাবান্ধব নয়। সেখানে গেলে ক্রেতাকে অনেক ক্ষেত্রে নাজেহাল হতে হয়। দেশের বাজার ব্যবস্থায় ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপকর্মগুলো প্রতারকেরা সুকৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা থাকলেও নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করা, ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বিক্রয় করা, খাদ্যপণ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যহানিকর কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণ ঘটানো, পরিমাণ ও পরিমাপগত কারচুপি করা, মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত পণ্য বিক্রয় করা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মূল্যমানের তালিকা প্রকাশ না করা এসব ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপচেষ্টা প্রতিহত করার জন্যই বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজ করছে। বাংলাদেশে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকারবিরোধী কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে সরকার ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকারবিরোধী কাজ প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাসহ নকল ও ভেজাল রোধে অধিদফতর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। ভোক্তাগণ কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। অধিদপ্তর তদন্ত করে যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে পারে সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা এবং জরিমানার ২৫ শতাংশ ভোক্তাকে প্রদান করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি আধা-বিচারিক সরকারি সংস্থা যা পণ্য ও পরিষেবার উপর ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি এবং ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার অভিলক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯-এর ৪৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের অনলাইন কেনাকাটা যেন স্বচ্ছ হয়, কোনো ধরনের প্রতারণা বা অনিয়ম না হয় এবং গ্রাহকরা যেন তাদের ন্যায্য অধিকার পান, সে বিষয়ে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা প্রত্যেকেই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি দায়িত্বশীল হতে হবে। ভোক্তা যাতে কারো ব্যক্তিস্বার্থ বা লোভ-লালসার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে ব্যবসায়ী, জনগণসহ সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। ই-কমার্সের প্রতারণা বন্ধে নজরদারি জোরদার এবং ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতনতা প্রয়োজন।

লেখক : প্রকাশ ঘোষ বিধান; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতেই হবে

কামরুজ্জামান

প্রতি বছর ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতেই মূলত নারী দিবসের আয়োজন। এখন কথা হলো– যে নারীর গর্ভে তাবত পৃথিবীর সব মানুষের জন্ম সেই নারীর জন্যই নিরাপত্তার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কেন? কেন হচ্ছে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন, কেন হচ্ছে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা? একজন নারী ফেসবুকে লিখেছে, 'হে আল্লাহ আপনি আর পৃথিবীতে কোনো কন্যাসন্তান পাঠাবেন না।' আরেকজন মেয়ে ফেসবুকে লিখেছে, যদি সমাজে পুরুষ মানুষ না থাকত তাহলে সে পুরো শহর রাতে ঘুরে কাটাতে পারত। মুক্তভাবে বাতাস গ্রহণ করতে পারত, মুক্তভাবে হাঁটতে পারত, অর্থাৎ তার আর পুরুষের প্রয়োজন নেই। এর মানে হচ্ছে– পুরুষরূপী নরপিশাচের প্রয়োজন নেই। এই বিষয়গুলো আমাদের সমাজের জন্য, পুরুষ জাতীর জন্য লজ্জাজনক বিষয়। বাংলাদেশে বর্তমানে যে কোনো সময়ের চেয়ে নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। দেশে কেন বাড়ছে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা। এসবের কারণ খুঁজে বের করা দরকার। এটি কোনোভাবেই একটি সভ্য সমাজের প্রতিচিত্র হতে পারে না। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে। কিন্তু একশ্রেণীর অসৎ এবং লোভী মানুষের কারণে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। এটাকে কেউ কেউ আবার কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। পুরুষরূপী নরপশুগুলো হয়তো এই সুবিধা নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। যার ফলে বর্তমান সময়ে ধর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া আমাদের দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন পদে পদেই হয়ে থাকে। আমাদের দেশের নারীরা ঘরে নির্যাতিত হয়। খুব আপন মানুষের দ্বারাই নির্যাতনের শিকার হয়। স্বামী, ভাই, বাবা– এমনকি সন্তানের দ্বারাও নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। কন্যাশিশু ও নারী অনেকেই নিকটাত্মীয় দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক লাজলজ্জা ও মান সম্মানের ভয়ে থেকে যায় অপ্রকাশিত। আমাদের দেশের নারীরা কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন রাস্তাঘাটে চলাফেরায় শপিং মলে সর্বত্রই কটূক্তি ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। একশ্রেণীর বিকৃত মস্তিষ্কের পুরুষ থাকে, যারা এই কাজগুলো নিরবে করে যায়। এর মধ্যে যেগুলো মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় সেগুলো মিডিয়াতে আসে, আসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে। আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয় পিছিয়ে পড়া মেয়েরা। এর মধ্যে বাক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, দরিদ্র অসহায় ঘরের নারী ও কন্যাশিশু, বস্তিবাসীর নারী ও কন্যাশিশুরাই বেশি। ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা যারা করে তারা বেশির ভাগই অপরাধী। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে এরা সম্পৃক্ত। যেমন- এরা মাদকাসক্ত, কিশোর গ্যাং, চুরি ও ডাকাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে গেলে দেখা যায়- অপরাধী হয় মাদকাসক্ত, নয়তো কিশোর গ্যাং, নয়তো চুরি অথবা ডাকাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের সমাজে মাদকের সঙ্গে যারা জড়িত বা যারা মাদকাসক্ত তারা কিছুই মানে না। এদের দ্বারা আমাদের নারী সমাজ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। পর্নোগ্রাফি নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ। অভিযোগ আছে, অপরাধবিষয়ক বিভিন্ন সিরিয়াল দেখে অনেকেই বিপথগামী হয়। কৌশল রপ্ত করে এবং নিজেরা আসক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিশু ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত যেসব সিরিয়াল দেখানো হয় সেগুলো ভয়ংকর ক্ষতিকর। এগুলো দেখে দেখেই একশ্রেণীর পুরুষ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটায়। কন্যাশিশুর প্রতি সচেতনতার অভাব সহিংসতার একটি কারণ। কন্যাশিশু কার সঙ্গে মিশছে, কে তাকে কাছে ডাকছে, কে আদর করার চেষ্টা করছে, কোথায় ঘুমাবে, বেড়াতে নিয়ে গেলে কার সঙ্গে থাকবে ইত্যাদি বিষয়গুলো মনিটরিং করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে- আমরা এসবে গুরুত্ব কম দেই। এর ফলে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনার জন্য প্রথমেই যেটা প্রয়োজন তা হলো- সচেতনতা বৃদ্ধি। সেটা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আরও বেশি আন্তরিকতা বৃদ্ধি ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদ-। প্রয়োজনে আইন সংস্কার করা। নারী নির্যাতন বন্ধে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারীর সুশিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলা, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারলেই নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনা সম্ভব। নারীর জন্য নিরাপদ হোক আগামীর পৃথিবী। [সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, গাজীপুর]

নারীর ভূমি ও কৃষি অধিকার ন্যায়বিচারের পথে কতদূর?

সানজিদা খান রিপা

বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নারীর ভূমি ও কৃষি অধিকার বিষয়টি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। যার কারণে, নারীসমাজ থেকে উত্থাপিত ভূমি ও কৃষি অধিকারের দাবিটি এখনো কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছায়নি। যদিও সংবিধান নারীর সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। পারিবারিক আইন, সামাজিক রীতি, নীতিগত সীমাবদ্ধতা এবং আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা নারীদের ভূমি ও কৃষি অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীদের ভূমির মালিকানা থেকে দূরে রাখছে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। আইনি ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশের বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন ধর্মভিত্তিক হওয়ায় নারীরা সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীরা পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তির ভাগ পান, আর হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের সুযোগই নেই। পাহাড় ও সমতলে বসবাসরত আদিবাসী নারীরাও আইনি জটিলতার কারণে সম্পত্তির অধিকার পান না। যদিও খাসজমি বরাদ্দ নীতিতে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা খুব কমই এই সুবিধা পান। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা নারীকে সম্পদের মালিক নয়, বরং ভোক্তা হিসেবে দেখে। অধিকাংশ পরিবারেই নারীদের নামে জমি নিবন্ধন করা হয় না। ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় জটিলতা এবং ব্যয়বহুল আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোর কারণে দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীরা ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তদুপরি, নারীদের ভূমি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং ভূমি অফিসে তাদের কম উপস্থিতিও এই সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ী করছে। বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার চেয়ে ভূমিহীন রাখা যেন অনেকটাই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতৃতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো, নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা। পুরুষ যা পারে, নারী তা পারে না- এই বিশ্বাস থেকেই নারীদের ভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে দূরে রাখা হয়। অধিকাংশ নারী গৃহস্থালির পরিচর্যামূলক কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, তারা ভূমির মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবারও সুযোগ পান না। নারীর কৃষি অধিকার ও অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীদের কৃষিতে বিশাল অবদান থাকলেও তাদের আইনগতভাবে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। ফলে তারা সরকারি কৃষি প্রণোদনা, সহজ শর্তে ঋণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। কৃষিক্ষেত্রে নারীর শ্রম অবমূল্যায়িত, এবং তারা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান। ফসলের বাজারজাতকরণেও নারীরা পিছিয়ে থাকেন, কারণ তাদের সামাজিক ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর 'স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন এগ্রিকালচার সিস্টেম-২০২৩ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫ সালে যেখানে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩৬.২ শতাংশ; ২০১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫.৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৪২.৬৮ শতাংশ, যেখানে পাঁচ বছর আগে এটি ছিল ৩৬.৩ শতাংশ। এবং কৃষি শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশই নারী এবং মোট নারী শ্রমশক্তির সিংহভাগই (৭৪%) কৃষিতে নিয়োজিত। যদিও নারীরা কৃষিতে বিশাল ভূমিকা রাখছেন, অথচ তারা এখনো ভূমির মালিকানা, প্রযুক্তি, আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য কৃষি সম্পদ থেকে বঞ্চিত। পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং সামাজিক রীতিনীতির কারণে নারীরা কৃষিক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান না এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ কম। এক সময় গ্রামীণ নারীরা কৃষিতে বীজ সংরক্ষণ, নির্বাচন, শুকানো ও বিনিময়ের পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতেন। কিন্তু তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের পর বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো যেমন মনসান্তো, সিনজেন্টা, ডুপন্ট ইত্যাদি বাংলাদেশের কৃষিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যা নারী কৃষকদের বীজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়েছে। অতীতে যে নারীরা কৃষিক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণের নেতৃত্ব দিতেন, আজ তারা কর্পোরেট গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

নারীর ভূমি অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর ভূমি ও কৃষি অধিকার শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এটি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমির মালিকানাহীন একজন নারী সমাজে দুর্বল এবং সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। বরং যে নারীদের ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশি থাকে। ভূমি ও সম্পদের মালিকানা নারীর সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে। পরিবারের ভিতরেও নারীর ভূমি মালিকানা তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার পথ তৈরি করে এবং পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তার ভূমিকা সুদৃঢ় করে। নারীর ভূমি ও কৃষি অধিকার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইনের সংস্কার অপরিহার্য। উত্তরাধিকার আইনকে নারী-বান্ধব করে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। নারীদের নামে জমি নিবন্ধনের হার বাড়াতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং নিবন্ধন ব্যয় কমাতে হবে, যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। কৃষিক্ষেত্রে নারীদের শ্রমের স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি নীতিমালায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কৃষি প্রণোদনা, সহজ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রম বাজারে নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমি অধিকারকে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ সম্পত্তির মালিকানা নারীদের আর্থিকভাবে স্বাধীন করে এবং তাদের ওপর নির্যাতনের হার হ্রাস করে। নারীর ভূমি ও কৃষি অধিকার নিশ্চিত করা কেবল তাদের জন্য নয়, এটি একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ও। নারীরা যদি ভূমির মালিকানা পান, তবে তা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করবে। সরকারের সদিচ্ছা, আইনগত সংস্কার, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই পারে নারীদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আমরা কি প্রস্তুত নারীদের সমান অধিকারের পথে একধাপ এগিয়ে যেতে?[লেখক : উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী]

আইনের শাসন না গণপিটুনি?

এ জি কায়কোবাদ

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য দেশে সুস্পষ্ট আইনি কাঠামো রয়েছে। অপরাধীকে চিহ্নিত করা, যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং আদালতের রায়ে শাস্তি দেয়া– এটাই আইনসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, উত্তেজিত জনতা মুহূর্তের আবেগে কাউকে অপরাধী ভেবে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা বা গুরুতর আহত করছে। অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিরাও এই বর্বরতার শিকার হচ্ছেন, যা মানবাধিকার ও আইনের শাসনের পরিপন্থি। সম্প্রতি দেশে উচ্ছৃঙ্খল গণবিচারের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না করে কিছু মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছেন, যা কেবল অরাজকতা সৃষ্টি করছে না, বরং সমাজে ভয় ও অনিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করছে। গণপিটুনি বা উচ্ছৃঙ্খল বিচার প্রক্রিয়া শুধু নিরীহ মানুষকে প্রাণ হারানোর ঝুঁকিতে ফেলে না, এটি পুরো বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে নষ্ট করে দেয়। মব জাস্টিস, যা আমরা গণপিটুনির নামে জানি, মানবাধিকার ও আইনের প্রতি চরম অবহেলার এক অন্ধকার উদাহরণ। গণপিটুনি, যেখানে জনতা নিজ হাতে অপরাধী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়, তা আইনগত, নৈতিক এবং মানবিকভাবে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা। এটি সমাজে অনির্দিষ্ট একধরনের ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যা সমাজের উন্নয়ন ও শান্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। গণপিটুনি সাধারণত তখনই ঘটে যখন জনগণ মনে করে, অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে না বা আইন যথাযথভাবে কাজ করছে না। চুরি, ছিনতাই, শিশু অপহরণ বা গুজবের ফলে অনেক সময় নিরপরাধ মানুষও গণপিটুনির শিকার হয়। ফলে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ ও গুজবের কারণে বিচারহীনতার শিকার হতে পারে অনেক নির্দোষ মানুষ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ছিনতাইকারী সন্দেহে বেশ কিছু গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে ফুটওভার ব্রিজে দুই যুবককে ছিনতাইকারী সন্দেহে উল্টো করে ঝুলিয়ে গণপিটুনি দেয়া হয়। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে, যেখানে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। গুলিস্তানে ছিনতাইকারী সন্দেহে একজনকে গণপিটুনি দেওয়া হয়, তবে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক যুবককে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলে তিনি মারা যান। টঙ্গীতে মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর সময় জনতার গণপিটুনিতে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হন। স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় পথচারীরা সংঘবদ্ধভাবে চলাচল করছিল। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গণপিটুনির বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ছিনতাইকারীদের সন্দেহের ভিত্তিতে মারধর করা হয়েছে। কিছু ঘটনায় সন্দেহভাজনরা গুরুতর আহত হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে তারা প্রাণ হারিয়েছে। এই ধরনের গণপিটুনির ঘটনা উদ্বেগজনক, কারণ এতে সন্দেহভাজনদের আইনি বিচার পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়, এবং অনেক সময় নিরীহ মানুষও ভুক্তভোগী হতে পারে। যদিও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাধারণ জনগণকে আইন হাতে তুলে না নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। গণবিচারের পেছনে কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে– অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর দীর্ঘ তদন্ত, মামলা পরিচালনার দীর্ঘসূত্রিতা এবং ক্ষমতাশালীদের প্রভাবের কারণে অপরাধীরা শাস্তি এড়িয়ে যায়। এতে সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে উৎসাহী হয়। আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেক মানুষ মনে করেন, নিজস্বভাবে বিচার করলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে। ফলে মুহূর্তের উত্তেজনায় সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধী সন্দেহে নিরীহ মানুষকেও আক্রমণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সময়মতো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে জনরোষ বাড়ে এবং তারা নিজেরাই বিচার করতে উদ্যোগী হয়। উচ্ছৃঙ্খল গণবিচার সমাজের জন্য ভয়াবহ কিছু পরিণতি বয়ে আনতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া অভিযোগের ভিত্তিতে মানুষ গণপিটুনির শিকার হয়। জনগণ যদি নিজেরাই বিচার করতে শুরু করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। গণপিটুনির ঘটনাগুলো সমাজে ভয় ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত শত্রুতার সুযোগ নিয়ে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দোষ ব্যক্তিকে গণবিচারের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। গণবিচার রোধে সরকার, প্রশাসন ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও দক্ষ ও সক্রিয় হতে হবে। সন্দেহভাজন অপরাধীকে দ্রুত গ্রেফতার করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে বোঝাতে হবে যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া মারাত্মক অপরাধ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও উসকানিমূলক প্রচারণা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচার প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও নিরপেক্ষ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, যাতে তারা আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা অপরাধীদের যথাযথ তদন্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তি নিশ্চিত করে। আইন ছাড়া সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল গণবিচার সভ্য সমাজের জন্য এক ভয়ংকর ব্যাধি। এটি বন্ধ করতে হলে রাষ্ট্র, প্রশাসন ও নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট হতে হবে। জনগণকে বুঝতে হবে, আইন নিজের হাতে তুলে নিলে তা আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন ঝুঁকিতে পড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবল আইন ও আদালতের, ব্যক্তিবিশেষ বা জনতার নয়। আইন অমান্য করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না– বরং এতে আরও বড় অন্যায় ঘটে। এখনই সময়, আমরা ন্যায়বিচারের পথে ফিরে আসি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং একটি সুস্থ ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলি। [লেখক : কলেজ শিক্ষক]

মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হলে তিনি মারা যান। টঙ্গীতে মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর সময় জনতার গণপিটুনিতে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হন। স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় পথচারীরা সংঘবদ্ধভাবে চলাচল করছিল। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গণপিটুনির বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ছিনতাইকারীদের সন্দেহের ভিত্তিতে মারধর করা হয়েছে। কিছু ঘটনায় সন্দেহভাজনরা গুরুতর আহত হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে তারা প্রাণ হারিয়েছে। এই ধরনের গণপিটুনির ঘটনা উদ্বেগজনক, কারণ এতে সন্দেহভাজনদের আইনি

মিয়ানমারে ১০ লাখ মানুষ খাদ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে: ডব্লিউএফপি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারে খাদ্য সহায়তার জন্য তহবিল সংকটে পড়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। ফলে আগামী মাস থেকে দেশটির দশ লাখের বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে না বলে গতকাল শুক্রবার সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে ডব্লিউএফপি জানিয়েছে, সংঘাত বৃদ্ধি এবং প্রবেশাধিকারে একাধিক নিষেধাজ্ঞার ফলে মিয়ানমারে এমনিতেই খাদ্য সহায়তা পৌঁছানো বেশ কঠিন। এরমধ্যে সহায়তা হ্রাসের কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হবে। তহবিল সংকটের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেনি সংস্থাটি। এছাড়া, এই সংকটের নেপথ্যে বিশ্বব্যাপী মার্কিন সহায়তা হ্রাসে ট্রাম্পের আদেশের প্রভাব রয়েছে কিনা, সেই বিষয়েও খোলাসা করেনি ডব্লিউএফপি। মিয়ানমারে ২০২১ সালে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসে দেশটির সামরিক বাহিনী।

ফলে দেশব্যাপী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন থেকেই জান্তা সরকার ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে দেশটির মারাত্মক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, দেশটির প্রায় দুই কোটি মানবিক সহায়তা প্রয়োজন এবং প্রায় দেড় কোটি মানুষ চরম খাদ্য সংকটে আছে। ডব্লিউএফপি জানিয়েছে, এই খাদ্য সংকটের ফলে দেশজুড়েই মানুষ ভুক্তভোগী হবে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত এক লাখ রোহিঙ্গাসহ একাধিক গোষ্ঠীর মানুষ খাদ্যের জন্য পুরোপুরিভাবে ত্রাণের ওপর নির্ভরশীল। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা সামনের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মৌসুম নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছে। এই সময়ে চাষাবাদ প্রাকৃতিকভাবেই কম হয় বিধায় খাদ্য সংকটের ধাক্কা আরও তীব্র হতে পারে। মিয়ানমারে খাদ্য সংকটের তীব্রতা কতটা ভয়াবহ তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। এর পেছনে জান্তা সরকারের প্রভাব রয়েছে। রয়টার্সে গত বছর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, খাদ্য সংকট নিয়ে গবেষকদের তথ্য সংগ্রহে ও খবর প্রকাশে ত্রাণ কর্মীদের বাঁধা দিয়ে থাকে জান্তা সরকার।

পাকিস্তানকে একহাত নিলো ভারত-আফগানিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তান অঞ্চলে গত মঙ্গলবার চার শতাধিক যাত্রী বহনকারী একটি ট্রেনে হামলা চালিয়ে ট্রেনটি ছিনতাই ও যাত্রীদের জিম্মি করে সশস্ত্র জঙ্গিরা। এরপর টানা ৩৬ ঘণ্টার অভিযান শেষে জিম্মিদের উদ্ধার করে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। এই ঘটনার জন্য ভারত ও আফগানিস্তানকে দায়ী করেছে পাকিস্তান। গতকাল শুক্রবার জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের এমন দাবি খারিজ করেছে ভারত ও আফগানিস্তান। এনিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পাকিস্তানের 'আত্মসমালোচনা' করা উচিত। অন্যদিকে আফগানিস্তান জানিয়েছে, পাকিস্তান ভিত্তিহীন কথা বলছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, পাকিস্তানের দাবি ভিত্তিহীন। সারা দুনিয়া জানে, আতঙ্কবাদের আঁতুড়ঘর কোথায়। অন্যদের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেদের দিকে তাকাক পাকিস্তান। ডয়চে ভেলে বলছে, সাধারণভাবে পাকিস্তান তাদের দেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পেছনে ভারতকে দায়ী করলেও, জাফর এক্সপ্রেসের ঘটনা নিয়ে আফগানিস্তানকেই মূল নিশানা করেছে ইসলামাবাদ।

অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করলেন সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারকে উৎখাত করার তিন মাস পর অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করেছেন সিরিয়ার বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়া নেতা ও অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। গত বৃহস্পতিবার অস্থায়ী এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেন তিনি, যা অন্তর্বর্তী সরকারের পাঁচ বছর সময়ের জন্য কার্যকর থাকবে। এদিন সাংবিধানিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার সময় আল-শারা বলেন, 'এটি সিরিয়ার জন্য একটি নতুন ইতিহাসের সূচনা করবে বলে প্রত্যাশা করছি। এর মাধ্যমে আমরা অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করব।' সংবিধান খসড়া কমিটির সদস্য আব্দুল হামিদ আল-আওয়াক বলেন, আগের সংবিধানের কিছু বিষয় নতুন সংবিধানেও থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানকে মুসলিম হতে হবে এবং আইনশাস্ত্রের প্রধান উৎস হিসেবে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল-আওয়াক বলেন, এই নথিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং নারীদের 'সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার' নিশ্চিত করার বিধানও রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এটি সিরিয়ার নড়বড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে কাজ করবে। অস্থায়ী সংবিধানের অধীনে, যেকোনো অসুবিধা মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে আল-আওয়াক বলেন, নির্বাহী ক্ষমতা শুধু প্রেসিডেন্টের হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে। আল জাজিরার সাংবাদিক রেসুল সেরদার দামেস্ক থেকে জানিয়েছেন, 'নেতাদের ধর্মীয় সম্পৃক্ততার ওপর আইন চালু করা 'বিতর্কিত বিষয়' ছিল। এ বিষয়টি সংবিধানের একটি ধারা হবে কি না, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে মুসলিম হতে হবে।' আল জাজিরার সাংবাদিক আরও বলেন, অস্থায়ী সংবিধানে একটি গণপরিষদের কথা বলা হয়েছে। এটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিযুক্ত করবেন প্রেসিডেন্ট। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত এই গণপরিষদের হাতে সব আইন প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে। প্রেসিডেন্টের মতে, নির্বাচন হতে সম্ভবত চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগবে। গণপরিষদের হাতে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতাও থাকবে, তবে তাত্ত্বিকভাবে এটি সম্ভব হলেও বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন। কারণ গণপরিষদের (অনেক) সদস্য সরাসরি রাষ্ট্রপতি নিজেই নিযুক্ত করবেন। স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের জন্য পরবর্তীতে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

আইসিসিতে হাজির করা হচ্ছে দুতার্তেকে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তেকে গতকাল শুক্রবার প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) হাজির করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে আদালত জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার বেলা ২টায় (স্থানীয় সময়) দুতার্তের প্রথম হাজিরা নির্ধারণ করেছে চেম্বার। নেদারল্যান্ডসের 'দ্য হেগ' থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। ৭৯ বছর বয়সী দুতার্তে শুনানির জন্য বিচারকদের সামনে হাজির হবেন। কোন কোন অপরাধে তিনি অভিযুক্ত এবং বিবাদী হিসেবে তার অধিকার সম্পর্কে সেখানে তাকে অবহিত করা হবে। মাদক সেবনকারী ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অভিযান চালাতে গিয়ে দুতার্তে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলেছে, তার এই মাদকবিরোধী অভিযানে হাজার হাজার মানুষ হত্যার শিকার হয়েছেন। আইসিসি'র গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে মঙ্গলবার ম্যানিলায় দুতার্তেকে গ্রেপ্তার করে দেশটির পুলিশ।

২০২৫-২০২৬ সালে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৬৭ লাখ বৃদ্ধি পাবে : সাহায্য সংস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধ ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার ফলে আগামী দুই বছরে বিশ্বব্যাপী ৬৭ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মানবিক সংস্থা ডেনিশ রিফিউজি কাউন্সিল (ডিআরসি) গতকাল শুক্রবার এ কথা জানায়। ডিআরসির প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে কোপেনহেগেন থেকে এএফপি জানায়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রত্যাহারের 'বিধ্বংসী' পদক্ষেপের ফলে লাখ লাখ দুর্বল মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। ডিআরসি মহাসচিব শার্লট স্লেন্তে এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা যুদ্ধ ও দায়মুক্তির যুগে বাস করছি। বেসামরিক নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি মূল্য দিচ্ছে।' ডিআরসি জানায়, বিশ্বব্যাপী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ১২২.৬ মিলিয়ন। সংস্থাটি তাদের বৈশ্বিক স্থানচ্যুতির পূর্বাভাসে ২০২৫ সালে ৪২ লাখ মানুষের বৃদ্ধির আশঙ্কার কথা জানায়, যা ২০২১ সালের পর থেকে ডিআরসি'র সর্বোচ্চ পূর্বাভাস। ২০২৬ সালে আরো ২৫ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা করা হয়। সমস্ত আশঙ্কাজনক এই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী সুদান ও মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ। সুদানে 'বিশ্বের সবচেয়ে জরুরি মানবিক সংকট' চলমান রয়েছে। দেশটি নতুন বাস্তুচ্যুতির প্রায় এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী, এটি উল্লেখ করেছে ১ কোটি ২৬ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে ইতোমধ্যেই সুদান ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে

'অনাহারকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেশকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ থেকে অন্য দুর্ভিক্ষে ঠেলে দিয়েছে।' ডিআরসি জানায়, মিয়ানমারে বহুমুখী গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলে ৩৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রায় ২ কোটি মানুষের অর্থাৎ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের এখন মানবিক সহায়তার প্রয়োজন। এটি পূর্বাভাসে দেখিয়েছে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ দেশটিতে আরো ১৪ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আফগানিস্তান, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ভেনিজুয়েলায়ও সশস্ত্র সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডিআরসি জানিয়েছে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ৬৭ লক্ষ লোকের বাস্তুচ্যুত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হবে।

আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে আগুন, ডানা দিয়ে নামলেন যাত্রীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেনভার আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজবন্দরে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফ্লাইটটি কলোরাডো স্প্রিংস থেকে উড্ডয়ন করে টেক্সাসের ডালাস ফোর্ট ওর্থ আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজবন্দরে যাচ্ছিল। এ ঘটনায় ওই উড়োজাহাজের ডানা দিয়ে যে যার মতো নামতে দেখা যায় যাত্রীদের। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫মিনিটের দিকে উড়োজাহাজটি ডেনভারের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। তখন ক্রুরা ইঞ্জিনের সমস্যার কথা জানান বলে মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানায়।এরপর উড়োজাহাজবন্দরে অবতরণের পর উড়োজাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। আমেরিকান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, ওই উড়োজাহাজটিতে ১৭২ জন যাত্রী এবং ছয়জন ক্রু সদস্য ছিলেন। সকলকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উড়োজাহাজটি একটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ ছিল এবং 'ইঞ্জিন-সম্পর্কিত সমস্যা' সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উড়োজাহাজবন্দরের মুখপাত্র মাইকেল কোনাপাসেক জানিয়েছেন, উড়োজাহাজবন্দরের বিভিন্ন গেট থেকে ধোঁয়া এবং আগুনের শিখা দেখা যায়। তবে তিনি জানিয়েছেন, আগুন নেভানো হয়েছে এবং এ ঘটনায় অন্যান্য ফ্লাইট বিলম্বিত হয়নি। এ ছাড়া গুরুতর আহত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি, যদিও উড়োজাহাজবন্দর পরে নিশ্চিত করেছে যে, ১২ জনকে সামান্য আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, তারা ঘটনার কারণ তদন্ত করবে। উড়োজাহাজবন্দরের ভেতরে থাকা কিছু লোক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বোয়িং উড়োজাহাজের ডানার ওপর যাত্রীরা আটকে আছেন, কিছু যাত্রী ব্যাগ ধরে আছেন। ভিডিওতে আরো দেখা যাচ্ছে, উড়োজাহাজের ডান ইঞ্জিনের নিচে আগুন জ্বলছে। এ ছাড়া বিশাল কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে গেছে। উত্তর আমেরিকায় সাম্প্রতিক কয়েকটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, এর ফলে উড়োজাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে অনেকে। এর আগে, ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি আঞ্চলিক জেটের সঙ্গে মাঝ আকাশে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ৬৭ জন নিহত হয়। মার্কিন রাজধানী শহরে এই দুর্ঘটনার ফলে উড়োজাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী এবং তাদের কাজের চাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিনোদন

মনের মতো স্ক্রিপ্ট আসে না : ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : এক যুগের অভিনয় জীবন শবনম ফারিয়ার। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উপহার দিয়েছেন অনেক নাটক ও টেলিছবি। সেই সঙ্গে সিনেমাতেও কাজ করেছিলেন এ অভিনেত্রী। এক সময়ের উদয়-অস্ত ব্যস্ত অভিনেত্রী ফারিয়াকে এখন আর আগের মতো দেখা যায় না। তবে চরিত্র হয়ে পর্দায় ফিরতে চান ফারিয়া। ফারিয়ার জন্মদিন ছিলো গতকাল। বোনের অসুস্থতায় এ বছরের জন্মদিনটা ভালো কাটেনি অভিনেত্রীর। বোনকে হাসপাতালে দেখা-শোনা, অফিস ও বাড়িতে সময় দিতে গিয়ে একটা সাধারণ দিনের মতোই কাটাতে হচ্ছে তাকে। ফারিয়া বলেন, 'বোন হাসপাতালে। তার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমরা বোনেরা পরস্পরের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত।' মডেলিংয়ের মাধ্যমে বিনোদন অঙ্গনে যাত্রা শুরু হয়েছিল শবনম ফারিয়ার। ২০১৩ সালে আদনান আল রাজীব নির্মিত 'অল টাইম দৌড়ের উপর' নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে নাম লেখান তিনি। এ নাটকের মাধ্যমেই দর্শকের নজর কাড়েন অভিনেত্রী। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ফারিয়াকে। বেশ কিছু খণ্ডনাটক ও ধারাবাহিক নাটক উপহার দিয়েছেন ফারিয়া। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য একক নাটকের মধ্যে রয়েছে 'বুক ভরা ভালোবাসা', 'তবু ভালোবাসি তোমায়', 'কালো বরফ', 'মাকে আমার পরে না মনে', 'মাছ পাখি ও তুমি'। ধারাবাহিকের মধ্যে রয়েছে 'সোনার সেকল', 'দোস্ত দুশমন', 'ফ্যামিলি ক্রাইসিস', 'বকুলপুর', 'শান্তিপুরীতে অশান্তি' ইত্যাদি। ফারিয়া 'দেবী' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এতে তাকে নিলু চরিত্রে দেখা গেছে। এ চরিত্রটি দর্শকদের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। এখন কেন অভিনয় করেন না? জানতে চাইলে ফারিয়া বলেন, 'আমার কাছে আসলে মনের মতো স্ক্রিপ্ট আসে না। আমি নিয়মিত কাজ করতে চাই।

সাবিনাকে নিয়ে আসিফের সুখবর

বিনোদন ডেস্ক : সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে নিয়ে সুখবর দিয়েছেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। জানালেন, এবার মহান স্বাধীনতা দিবসে সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে নতুন একটি দেশাত্মবোধক গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। আসিফ জানিয়েছেন, সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে বেশ কিছু ডুয়েট গান গাইলেও 'আমার পতাকা লাল সবুজে আঁকা' শিরোনামে গানটি হতে যাচ্ছে তাদের প্রথম অডিও গান। গানটির কথা লিখেছেন গীতিকবি মনিরুজ্জামান মনির। সুর-সংগীতে আছেন মনোয়ার হোসাইন টুটুল। গানটির মিউজিক ভিডিও করছেন সৈকত রেজা। গত মাসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন দেশবরেণ্য সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। তার শরীরের অবস্থা এখন ভালো। এরই মধ্যে এ সংগীতশিল্পীকে নিয়ে সুখবর দিলেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর।

আমি বেছেই নিতাম ছ্যাঁকা খাওয়া চরিত্র : বাপ্পারাজ

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা বাপ্পারাজ ক্যারিয়ারে অসংখ্য রোমান্টিক সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। তবে দর্শকদের কাছে অভিনেতা বাপ্পারাজ মানেই ব্যর্থ প্রেম বা ট্র্যাজেডির গল্প! অর্থাৎ ত্রিভুজ প্রেম বা স্যাক্রিফাইসের গল্প নির্ভর সিনেমাগুলোর কারণে আজও এই নায়ক বেশ জনপ্রিয়! প্রথম সিনেমার পরিচালক ছিলেন তার বাবা নায়ক রাজ রাজ্জাক। প্রথম সিনেমাতেই বাপ্পারাজ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে তার সিনেমার একটি সংলাপ ভাইরাল হয়েছে। এদিকে সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সমসাময়িক ব্যস্ততা ও ইন্ডাস্ট্রির নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন এ অভিনেতা। প্রায় সময়ই সামাজিকমাধ্যমে আলোচনায় উঠে আসা প্রসঙ্গেও নিজের মতামত জানান তিনি। তার মতে, তিন নিজের জায়গায় সবসময় নাম্বার ওয়ান। বাপ্পারাজকে নিয়ে অনেকেই নানারকম মন্তব্য করে বসেন। অনেকেই বলেন ছ্যাঁকা খাওয়া নায়কের শুভেচ্ছাদূত তিনি। এ বিষয়ে কোনো দুঃখবোধ কাজ করে কিনা জানতে চাইলে বাপ্পারাজ বলেন, একদমই না। আমি মনে করি, আমার জায়গায় আমি এক নম্বর। আমার অভিনীত চরিত্র সবার মনে জায়গা করেছে বলেই এমনটি হয়েছে। তাই এটিকে ইতিবাচকভাবে দেখি। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটা আমার সফলতা। আমাকে যখনই পরিচালকরা গল্প শোনাতেন, চরিত্র নিয়ে কথা বলতেন, তখন আমি বেছেই নিতাম ছ্যাঁকা খাওয়া চরিত্র। আমি নিজেও বুঝতাম, ছ্যাঁকা খাওয়া চরিত্রটাই ক্লিক করবে। অভিনয়ে অনিয়মিত থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন তো আমার সেই সময় নেই, হিরোইনের পেছনে ছুটে ছুটে গান করব। সত্যি কথা বলতে, আমাদের

এখানে তো ওই রকম চিত্রনাট্যই হয় না। আমরা যারা, এই যেমন আমি, আমিন খান, নাঈম আমাদের নিয়ে গল্প ভাবা হয় না। যা-ও কেউ আমাদের কথা ভাবেন, চিত্রনাট্য করতে গেলে, বলবে– বাবার চরিত্র কর বা করেন। বাবার চরিত্র যে করব, আমাদের তো বাবার মতোও অবস্থা হয়নি। আমাদের নিয়ে চরিত্র লেখা না হলে কীভাবে কী করব। মুম্বাইয়ের দিকে তাকালে দেখি, এই বয়সেও অমিতাভ বচ্চনসহ অন্যদের নিয়ে যেভাবে চরিত্র তৈরি হয়, তা সত্যিই অন্য রকম। বয়স্ক যারা, এখনো তাদের পর্দায় যেভাবে উপস্থাপন করে, তা ঠিকঠাকভাবেই করে। আমাদের এখানে গল্প এখনো একই প্যাটার্নের। হয়তো বাবার চরিত্র দরকার হলো, বলল– বাপ্পা ভাই করবেন? আমি বললাম, না, আমি করব না। এরপর দেখা গেল নাঈমের কাছ গেল, সেও করবেন না। এরপর আমিন খানের কাছে গেল, সে-ও করল না।

কপালে ১৩টি সেলাই পড়লো ভাগ্যশ্রীর

বিনোদন ডেস্ক : গুরুতর আহত হয়েছেন বলিউডের বরেণ্য অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী। পিকলবল খেলতে গিয়ে কপালে আঘাত পেয়েছেন ৫৬ বছরের এই অভিনেত্রী। তার কপালে ১৩টি সেলাই পড়েছে। পিঙ্কভিলা এ খবর প্রকাশ করেছে। গত বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভাগ্যশ্রীর একাধিক ছবি। একটি ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালের বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছেন ভাগ্যশ্রী। চিকিৎসক তার কপালে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে ভাগ্যশ্রীর কপালে ব্যান্ডেজ লাগানো দেখা যায়। প্রিয় অভিনেত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। আশির দশকের শেষ লগ্নে বলিউডে পা রাখেন ভাগ্যশ্রী। 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' সিনেমায় সালমান খানের বিপরীতে অভিনয় করেন। ওই সময়ে নতুন জুটি হলেও দর্শকদের মন কাড়েন তারা। অভিষেক চলচ্চিত্র বদলে দেয় ভাগ্যশ্রীর ভাগ্য। এরপর বেশ কিছু সিনেমায় দেখা যায় এই অভিনেত্রীকে। ক্যারিয়ারের শুরুতেই সংসারী হন ভাগ্যশ্রী। তারপরও কাজে বেশ নিয়মিত ছিলেন। এক পর্যায়ে রুপালি জগতে অনিয়মিত হয়ে পড়েন।

'স্পাইডার ম্যান ৪' কাস্টে যোগ দিলেন সেডি সিঙ্ক

বিনোদন ডেস্ক : 'স্ট্রেঞ্জার থিংস' দিয়ে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন অভিনেত্রী সেডি সিঙ্ক। তিনি এখন মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে যোগ দিয়েছেন। 'স্পাইডার ম্যান ৪' ছবিতে টম হল্যান্ডের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। এখনো নিশ্চিত হয়নি যে সিঙ্ক কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন। তবে ডেডলাইন জানিয়েছে, তার চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তারা আরও উল্লেখ করেছে, সিঙ্ক ছবিটিতে 'এক্স-ম্যান'র মিউট্যান্ট জিন গ্রে চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। পূর্বে ফ্যামকি জানসেন ও সোফি টার্নার এই চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবে সেডি সিংকের যোগ দেয়ার ব্যাপারে মার্ভেল স্টুডিওস ও সনি পিকচার্স কেউ মুখ খুলেনি। ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন 'স্পাইডার ম্যান ৪' পরিচালনা করছেন। তিনি এই সিরিজের প্রথম তিনটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করা জন ওয়াটসের জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই।

মাধুরীকে কটাক্ষ করলো কংগ্রেস নেতা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা তিকারাম জুলি। সম্প্রতি মুম্বাই শহর সরগরম ছিল এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঘিরে। বলিউডের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল রাজস্থানে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই অনুষ্ঠানে নাকি বিজেপিশাসিত রাজস্থান সরকার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সমালোচনা করেছেন তিকারাম জুলি। শুধু তা-ই নয়, অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতকেও কটাক্ষ করেছেন এ কংগ্রেস নেতা। তিকারাম জুলি বলেন, এ অনুষ্ঠানের জন্য ১০০ কোটি টাকা দিতে পারছে বিজেপি। অথচ মন্দিরের প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারছে না। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এই সরকার সনাতন ধর্মের গুণ গায় অথচ ওরা খাটু শ্যামজির মন্দিরের জন্য ১০০ কোটি কিংবা গোবিন্দ দেবজির মন্দিরের জন্য ১২০ কোটি টাকা দিতে পারছে না। এই অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান ছাড়া তেমন কোনো বড় তারকাও উপস্থিত ছিলেন না বলে দাবি কংগ্রেস নেতার। এর পর মাধুরী দীক্ষিতের প্রসঙ্গ শুনে তিনি বলেন, মাধুরী একজন দ্বিতীয় শ্রেণির অভিনেত্রী। ওর সময় ফুরিয়ে গেছে। বড় তারকারা কেউ আসেননি। বলি শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন এই অনুষ্ঠানে আসেননি। তা হলে আর কী বলব। তিকারাম জুলি বলেন, এই

অনুষ্ঠানের আয়োজন রাজস্থানেই কেন করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এই অনুষ্ঠানে রাজস্থানের কোনো লাভই হয়নি বলে দাবি তার। বিধানসভায় এই প্রশ্নগুলো তুলেছেন তিকারাম জুলি। তবে মাধুরী বা অন্য কোনো তারকার তরফ থেকে এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রেমিকার জন্য শ্যালামের তুলকালাম আয়োজন

বিনোদন ডেস্ক : টিমোথি শ্যালামে তার সম্পর্ককে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেমিকা কাইলি জেনারকে এনগেজমেন্ট রিং দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। গুঞ্জন অনুযায়ী, এ অভিনেতা এরই মধ্যে এনগেজমেন্ট রিং দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং এজন্য তিনি প্যারিসে তৈরি একটি কাস্টম এনগেজমেন্ট রিংয়ের জন্য প্রায় ৩ লাখ ডলার খরচ করেছেন। জানা গেছে, এই ঝলমলে আংটিতে রয়েছে চমকপ্রদ ১৫০টি হীরা। 'ডুন' তারকাখ্যাত শ্যালামে কয়েক মাস ধরে এই এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন, কারণ তিনি কাইলির সঙ্গে তার সম্পর্ককে আরও গভীর ও অর্থবহ করতে চান। আংটির খবর ছড়ানোর আগে, এই কাপল প্যারিস ও মিলানে বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনার সন্ধান করছিলেন, যা তাদের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেয়। এদিকে গণমাধ্যম দ্য মিররের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্যালামে তার বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন কাইলির জন্য নিখুঁত আংটি বেছে নেওয়ার জন্য বিশেষ কারিগর খুঁজে পেতে। কারিগরের সন্ধানে তিনি ফ্রান্স ও নিউইয়র্ক সিটি পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত একজন প্যারিসিয়ান ডিজাইনারকে বেছে নেন, যিনি কাইলির জন্য অনন্য এক আংটি তৈরি করবেন। অভিনেতার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছেন, 'এই আংটি, যা প্যারিসিয়ান ডিজাইনার দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে, এটি অত্যন্ত বিশেষ এবং এর কাজ সম্পূর্ণ হতে ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে। শ্যালামে এনগেজমেন্টের জন্য প্রস্তুত এবং কাইলির সঙ্গে দীর্ঘ, সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছে।' এদিকে আংটিটি প্রস্তুত হওয়ার পর শ্যালামে এনগেজমেন্টের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং অনুষ্ঠানটির জন্য বিশেষ স্থান বাছাই করবেন। তাদের একে অন্যের ভালোবাসার কথা জানিয়ে অভিনেতার আরেক বন্ধু বলেন, 'আমি তাকে কখনো এতটা খুশি দেখিনি। তারা একে অন্যকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং যখনই তারা আলাদা থাকে, তখন গভীরভাবে একে অন্যকে মিস করে। তারা নিয়মিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে এবং একটি শক্তিশালী সম্পর্কের

ভিত্তি গড়ার চেষ্টা করছে।' যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সময়সীমা নিশ্চিত করা হয়নি, তবে শ্যালামের কাছের সূত্র থেকে জানা যায়, বছরের শেষদিকে এ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে কাইলি জেনার র?্যাপার ট্র্যাভিস স্কটের (আসল নাম জ্যাক বারমোন ওয়েবস্টার) সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের ঘর আলো করে আসে কন্যা ও পুত্রসন্তান।

গ্রামে ঘুরে ঘুরে শজনে কিনে সবজির আড়তে বসে আঁটি বাঁধছেন বিক্রেতারা। খড়িয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

মধুমতির তীরে দিগন্তজোড়া মাঠে বাঙ্গির বাম্পার ফলন

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার দক্ষিণ শৈলদাহ মধুমতি নদীর তীরে দিগন্তজোড়া মাঠে বাঙ্গির বাম্পার ফলন হয়েছে। সবুজ ক্ষেতের লতা-পাতার নিচে সারি-সারি জড়িয়ে আছে বাঙ্গি ফল। বাহারী এই মৌসুমী ফলের বাজার বর্তমান অনেক চড়া। ফলন ও বাজার দরে খুশি চাষীরা। কলাতলা ইউনিয়নের শৈলদাহ গ্রামের বাঙ্গি চাষী কবিতা রানী ঘরামী জানান, উপজেলার দক্ষিণ শৈলদাহ মধু মতির চরে ব্যাপক বাঙ্গির ফলন হয়েছে। রমজান মাসে আগাম বাঙ্গি তুলতে পেরে তিনি খুশি। প্রতিদিন পাকা বাঙ্গি তুলে বাজারে পাঠাচ্ছেন এই নারী কৃষানী। স্থানীয় শাহাজান শেখ, ইব্রাহিম শেখ, জিয়াউর রহমানসহ অনেকে জানান, বর্তমান স্থানীয় বাজারে বড় আকারের প্রতিটি বাঙ্গি ২৫০থেকে৩০০, মাঝারি আকারের ২০০ এবং ছোট আকারের বাঙ্গি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। পাইকারী বাঙ্গি ব্যাবসায়ীদের সাথে কথা হলে তারা জানান, একদিকে রমজান মাস, অন্যদিকে গরমকাল। সে কারনে বাজারে বাঙ্গি ফলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সিফাত আল মারুফ জানান, চিতলমারী উপজেলায় চলতি মৌসুমে ২০হেক্টর জমিতে বাঙ্গি চাষ করা হয়েছে। চাষীদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ফলন ভালো হওয়ায় আগামীতে বাঙ্গিচাষে কৃষকের আগ্রহ আরো বাড়বে। প্রসঙ্গত: বাঙ্গি ফলে রয়েছে প্রচুর শর্করা, খনিজ, মিনারেল, ভিটামিন-এ এবং সি। এজন্য গরমে বাঙ্গি ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া বাঙ্গি ফলে সুগার কম থাকায় ডায়বেটিস রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শরীর ঠান্ডা রাখতে তরমুজের পর বাঙ্গি দ্বিতীয় তালিকায়। বাঙ্গি গাছ দেখতে অনেকটা শসা গাছের মতো লতানো। অনেকে কাঁচা বাঙ্গি সবজি হিসেবে রান্না কওে খান।

কালিয়ায় বিএনপির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

কালিয়া, নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের কালিয়া পৌর বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা বিএনপির সভাপতি বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পৌর বিএনপির সভাপতি শেখ সেলিম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক স ম ওয়াহিদুজ্জামান মিলু।

রাণীশংকৈলে মানবতার বন্ধন কর্তৃক আয়োজনে ইফতার মাহফিল

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : রাণীশংকৈলে মানবতার বন্ধন কর্তৃক আয়োজনে ডিগ্রী কলেজ হল রুমে রেজাউল হক রাজার সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন-বিএনপির পৌর সভাপতি অধ্যাপক শাহজাহান আলী, সাবেক মেয়র মোখলেসুর রহমান মানবতার বন্ধন এর উপদেষ্টা এস এম রবিউল ইসলাম সবুজ, আহম্মদ হোসেন বিপ্লব, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন জেলা সভাপতি মতিউর রহমান, জামায়াতের পৌর আমির আব্দুল মাতিন বিশ্বাস, বিএনপ্পির সাধারণ সম্পাদক মহসিন আলী, যুব বিভাগ সভাপতি মোকাররম হোসাইন, সাবেক কমিশনার রুহুল আমিন, প্রমুখ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় শামসুদ্দিন ইসলাম সাগর মানবতার বন্ধনে ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা জিয়াউর রহমান জিয়া, এছাড়াও কমিটির সদস্য, আশরাফুল ইসলাম রুবেল, তাহারুল ইসলাম, এজাব উদ্দিন, সবুজ ইসলাম, রমজান আলী কাওকাব হোসেন বাদল, রায়হান কবির, উজ্জল, রাধন, রবিউল প্রমূখ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

দারিয়াপুরে শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে শোক ও প্রতিবাদ সমাবেশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : ধর্ষণের শিকার হয়ে মাগুরার শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে গাইবান্ধা সদর উপজেলার দারিয়াপুরে শোক ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহিদ মিনার চত্বর, দারিয়াপুরে এ সমাবেশের আয়োজন করে সাংস্কৃতিক জোট, দারিয়াপুর। শুরুতে শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরতবতা পালন করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র জেলা সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল, সাংস্কৃতিক জোট, দারিয়াপুর এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রেজা। উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক জোট, দারিয়াপুর এর সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ। বক্তারা বলেন, পৈচাশিকতার শিকার ৭ বছরের শিশু আছিয়া কয়েকদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছে। প্রতিদিনই এরকম ঘটনা ঘটছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে এগুলো ঘটছে।

গবাদিপশুর জন্য চর থেকে ঘাস কেটে আনা হয়েছে। পশ্চিম চরাইচা, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

পটুয়াখালীতে নিরাপত্তাহীনতায় সর্বস্তরের মানুষ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : পটুয়াখালীর জেলা জুড়ে গত এক মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। ডাকাতি, চুরি, চাঁদাবাজি, দখল বানিজ্য, অপহরণ, কিশোর গ্যাং, মাদক, বখাটদের উৎপাত, নারী হেনস্থা, রাজনীতিক অস্থিরতায় সংঘাত, আত্মহত্যা এবং হত্যার মত অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় জেলার সাধারন মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি তুলে শান্তি সামাবেশ ও থানায় গণ অভিযোগ কর্মসূচি পালন করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রশাসনের নিরব ভূমিকার সমালোচনা করেছেন অনেকেই। স্থানীয়রা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়েছে। একই সাথে বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে না পারায় পুলিশের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ৩ ফেব্রুয়ারি পৌরশহরে ইতি দাস (২০) এক কলেজ ছাত্রী তার বন্ধুর সাথে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে এক ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে শ্লীলতাহানি, শারিরিক ও মানসিক ভাবে চরমভাবে হেনস্থার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন। ওই ছাত্রী বরিশাল হাতেম আলী কলেজের অর্নাস প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। সে উপজেলার দাশপাড়া গ্রামের সমীর দাসের মেয়ে। এ ঘটনার দুইদিন পার হলেও জড়িতদের আইনের আওতায় আনেত পারেনি পুলিশ। জানা যায়, হেনস্থাকারী ওই ছাত্রদল নেতার নাম মো. হৃদয় হাওলাদার(২০)। সে পৌর ছাত্রদলের ৪ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাধারন সম্পাদক। তার বাবা উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি। হৃদয় পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব সাকিবুজ্জামান রাকিবের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এর আগেও হৃদয় উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের ওপর হামলার ঘটনায় তার নাম উঠে এসেছিল। যদিও পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাকিবের দাবি, তাকে (হৃদয়) পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি উপজেলার কনকদিয়া আমিরাবাদ এলাকায় উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মূনঈমুল ইসলাম ওরফে মিরাজের নেতৃত্বে অটোচালক সুজন হাওলাদারকে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। নিহত সুজনের বাবা নবী আলী হাওলাদারের দাবি, চাঁদার টাকা না পেয়ে তার ছেলেকে ছাত্রদল নেতা মিরাজ তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় সুজনের বাবার দায়ের করা হত্যা মামলায় ৪জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। গত ৩ জানুয়ারি উপজেলার কালাইয়া বন্দরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি ও ব্যবসায়ী শিবানন্দ রায় বণিককে অপহরণ করে একদল ডাকাত। এঘটনার দুইদিন পর ব্যবসায়ীকে অজ্ঞত উদ্ধার করে পুলিশ। ডাকাতির সাথে জড়িত ৮জনকে আটকও করা হয়। তবে দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম বানিজ্যিক বন্দর কালাইয়া বন্দরে প্রকাশ্য এমন ডাকাতির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা স্থালের অদুরে নৌ পুলিশ ফাঁড়ি থাকার পরেও এমন ঘটনায় নৌ পুলিশের দায়িত্বে অবহেলারও অভিযোগ উঠেছিল। একই দিনে উপজেলার পশ্চিম মদনপুরা গ্রামে মো. ওবায়দুল কবির নামে এক কলেজ শিক্ষকের বাসায় ডাকাত সেজে লুটপাতের ঘটনা ঘটে। গত ২৬ জানুয়ারি কালাইয়া ট্রাকস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুইপক্ষের দুই দফায় সংঘর্ষে কমপেক্ষ ১০ জন আহত, কালাইয়া ইউনিয়নের চরফেডারেশন দখল নিয়ে দুইপক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষের ৮জন আহত হন। এতে একপক্ষে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন তুহিন অপর পক্ষের উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার হোসেন রিয়াজ, ছাত্রদল নেতা শাহরাজ জয় সহ ৭জন আহত হন। এর মধ্যে জয়ের হাত ও পা ভেঙে দেওয়া হয়। এছাড়াও হাট দখল নিয়েও একাধিকবার সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও উপজেলার চরাঞ্চলে কৃষকের গরু মহিষ চুরি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। এসব চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েও কোনো সুফল পাননি ভুক্তভোগীরা। পৌর শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনাও বেড়েছে। স্থানীয় বিএনপি দলীয় একটি সূত্র জানায়, উপজেলায় বিএনপির রাজনীতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে তিনপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ সুযোগে একটি পক্ষ চাঁদাবাজি, দাখল বানিজ্য, সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছেন। এসব অপরাধমূলক কাজে তারা উঠতি বয়সি তরুণদের ব্যবহার করছেন।

বাজিতপুর-কুলিয়ারচর, নিকলীতে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে মাটি খেকোরা

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচর ও নিকলীতে প্রশাসনের ভয়ে মাটি খেকোরা বর্তমানে দিনের পরিবর্তে গভীর রাত থেকে ভোর রাত পর্যন্ত কৃষি জমির উপরিস্থল কেটে নিয়ে যাচ্ছে হাওরকে হাওর। এর ফলে মাটির উপরিভাগ টপসয়েল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছেন বলে এলাকায় অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে বাজিতপুর উপজেলার সরারচর, হিলচিয়া, কৈলাগ ইউনিয়নের একাংশ ও মাইজচর ইউনিয়নের বাহেরবালী নোয়াহাটা হাওরে নদীরপাড়ের সরকারি জমি ও কৃষকের জমি কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। এসব মাটি খেকোদের ভয়ে এলাকাবাসী কথা বলতে পারছে না। এরা নাকি দল পরিবর্তন করে বর্তমানে কোন এক দলের হয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সেই মাটি যাচ্ছে ঢাকার বিভিন্ন ইট খলার মধ্যে। এদিকে নিকলী উপজেলার ছাতিরচরসহ এই ইউনিয়নের বিভিন্ন হাওরের মাটি অন্যত্র চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে কুলিয়ারচর উপজেলার সালুয়া, আগরপুর, বড়খারচর, ছয়সূতি গত সরকারের আমলে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে খাল কাটার কর্মসূচির মাটিগুলো বেকুর মাধ্যমে কেটে ট্রাক দিয়ে উজার করে নিয়ে যাচ্ছে।

বরিশালে পাঁচ মণ জাটকা জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীর পশ্চিম বেজহার এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে বাসে তল্লাশী চালিয়ে পাঁচ মণ জাটকা জব্দ করা হয়েছে। দিবাগত রাতে থানা পুলিশের সহযোগিতায় উপজেলা মৎস্য অফিস এ অভিযান পরিচালনা করেন। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ দেবনাথ জানান, জাটকা পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে কয়েকটি যাত্রীবাহি বাসে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচ মণ জাটকা জব্দ করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত জাটকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশনায় এতিমখানা, মাদ্রাসা ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর হিন্দু পাড়াগুলোতে উদযাপিত হচ্ছে হলি উৎস

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : পটুয়াখালীর কলাপাড়া সহ জেলার সর্বত্র ধর্মালম্বীরা উদযাপন করছে হলি উৎসব। জেলার বিভিন্ন হিন্দুপাড়া এবং মন্দির প্রাঙ্গনে শুরু হয় এ উৎসব। এসময় ঢাকের বাদ্য, উলুধ্বনী এবং ধর্মীয় গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। পরে সনাতনীরা রঙ দিয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে তুলেন। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, ফালগুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির বা গুলাল নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়। উৎসবটি পালনে পুরাতন বাজার আখড়াবাড়ি, নতুন বাজার আখড়াবাড়ি, পাষানময়ী কালী মন্দির, কুয়াকাটা রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রীয় মন্দির, কলাপাড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বাউফল কেন্দ্রীয় কালি মন্দিরে দোল উৎসবের ব্যাপক আয়োজন করা হয়।

কিশোরগঞ্জের নরসুন্দাকে বাঁচাতে প্রাণের আকুতি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষে নদী বিষয়ক পত্রিকা রিভার বাংলার আয়োজনে কিশোরগঞ্জের সরকারি গুরুদয়াল কলেজ সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে আলোচনা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। 'আমার নাম নরসুন্দা, আমি বাঁচতে চাই' শীর্ষক স্লোগানকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন কবি ও প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলাম সেলিম। সমাজকর্মী গাজী মহিবুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মো. আব্দুল গনি, কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক লেখক ও সাংবাদিক মু আ লতিফ, মহিলা পরিষদ কিশোরগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক অতিয়া হোসেন, গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অধ্যাপক কাজী করিম উল্লাহ নাদিম, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শেখ মেহেদী হাসান, নিরাপদ সড়ক চাই কিশোরগঞ্জ শাখার সভাপতি মো:ফিরোজ উদ্দিন ভূঁইয়া, কিশোরগঞ্জ জেলা বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি মো. রুহুল আমীন, ছড়াকার বিজনকান্তি বণিক, সন্দীপন সাহিত্য আড্ডার সভাপতি কবি সাদরুল উলা, ডা. নৌশাদ কায়সার পাঠান, কিশোরগঞ্জ যুব উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি যুব সংগঠক আমিনুল হক সাদী, সমাজকর্মী আলমে অলিক, বিবর্তন থিয়েটারের সভাপতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন শামীম, গল্পকার মুহাম্মদ শামীম রেজা, সমাজকর্মী মোবারক হোসেন, রিভার বাংলার প্রকাশক তানভীর আহমেদ তুষার, ছাত্রনেতা সাব্বিরুল হক তন্ময় প্রমূখ। শহরের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে নরসুন্দাকে বাঁচাতে তাদের আকুতি তুলে ধরে বলেন, এবারের আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "আমাদের নদীগুলো আমাদের ভবিষ্যৎচ। আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা এই নরসুন্দা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে স্পস্ট দেখা যাচ্ছে। কারণ দেশে অন্যসব নদ-নদীর মতো ধীরে ধীরে আমাদের প্রাণের নরসুন্দাও মৃত্যুর মুখে পতিত। বহুদিন ধরে নরসুন্দাকে বাঁচাতে আন্দোলন হচ্ছে, কিন্তু এর বিপরীতে তেমন কোনো উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়ছে না।

মহেশপুর সীমান্তে কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : মহেশপুরে বিজিবি-বিএসএফ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, সীমান্ত পরিস্থিতি সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা, সীমান্ত হত্যা না হওয়া, মানব পাচার রোধ এবং মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করাসহ সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। উপজেলার মাটিলা সীমান্তে বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে বিজিবি এর পক্ষে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মোঃ রফিকুল আলম, পিএসসি ও স্টাফ অফিসারসহ ১০ জন এবং প্রতিপক্ষ ৫৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট শৈলেশ কুমার ও স্টাফ অফিসারসহ ১০ জন।

দিঘলিয়ার দেড় লাখ মানুষের বিড়ম্বনা নদীগুলোর খেয়াঘাট

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার দেড় লাখ মানুষের যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা উপজেলাকে খুলনা জেলা শহর থেকে বিভক্তি সৃষ্টিকারী ৩টি নদী ভৈরব, আতাই ও মজুদখালী নদীর সরকারি ডাকের খেয়াঘাট। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দিঘলিয়া উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন খুলনা শহর সংলগ্ন উত্তর কোল ঘেসে অবস্থিত। বাকি ৪ টা ইউনিয়ন ভৈরব, আতাই ও মজুদখালী নদী দ্বারা খন্ডিত ও জেলা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। এ নদ-নদীতে রয়েছে ছোট বড় ১৮ টি খেয়াঘাট। এ ঘাটগুলোর মধ্যে কিছু ঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, কিছু খেয়াঘাট উপজেলা পরিষদ এবং বাকী ঘাটগুলো জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবছর টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারাদারদের ইজারা প্রদান করে। খুলনা জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত খেয়াঘাটগুলো হলো দিঘলিয়া চন্দনীমহল বাজার খেয়াঘাট, বার্ম্মাশেল খেয়াঘাট, দেয়াড়া-দৌলতপুর বাজার খেয়াঘাট, নগরঘাট-রেলিগেট খেয়াঘাট, দেয়াড়া-দৌলতপুর স্টিমারঘাট খেয়াঘাট, দিঘলিয়া সন্যাসী খেয়াঘাট ও বারাকপুর বাজার খেয়াঘাট। এ ঘাটগুলো শুরু থেকে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করলেও পরবর্তীতে ঘাটগুলো পুরাপুরি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এঘাটগুলোর মধ্যে কয়েকটা ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কেসিসি কর্তৃপক্ষের সাথে ইজারাদান ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঠান্ডা লড়াই অব্যাহত ছিল। ভুক্তভোগী দিঘলিয়াবাসী আরো জানান, বর্তমানে ঠিকাদারদের নানা অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এবং ঘাটগুলোর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সঠিক ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে এ সকল খেয়াঘাট এ দ্বীপবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে চরম সংকটে এনে দাঁড় করিয়েছে। যা এ জনপদের মানুষকে যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা, জুলুম ও সেবার পরবর্তে জুলুমের দ্বারে এনে পৌঁছিয়েছে। উল্লেখ্য দেয়াড়া-দৌলতপুর বাজার খেয়াঘাটে পারাপার যাত্রীদের (স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ, মহিলা, শিশু, অসুস্থ্য রুগী) একটা বাজার গলির মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

ধানের খেতে খাবারের সন্ধানে বকের দল। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

শেরপুরে ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে মাদক বিরোধী অভিযানে ১ হাজার ৩৪০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। আটককৃত মাদককারবারি মো. খোকন মিয়া (৩৫) জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার কুশলনগর গ্রামের গোল মোহাম্মদের ছেলে ও চাঁন মিয়া (৪০) শেরপুর সদরের গনই বড়ুয়ার মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে। শেরপুর সদরের গনই বড়ুয়ায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়। ডিবি পুলিশ জানায়, গত বুধবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে শেরপুর সদরের গণই বড়ুয়া গ্রামে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় প্রথমে মাদক কারবারি মো. খোকন মিয়াকে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অপর মাদক কারবারি মো. চাঁন মিয়াকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেয়া তথ্যমতে আটক খোকন মিয়ার শ্বশুরবাড়ির একটি চালের ড্রামের নিচে লুকানো অবস্থায় সাতটি প্যাকেটে মোট ১ হাজার ৩৪০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ২ হাজার টাকা। বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুবাইদুল আলম বলেন, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা স্বীকার করেছে যে, তারা ইয়াবাগুলো ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে শেরপুরে বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শেরপুর সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। শেরপুরে পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তজুমদ্দিনে পারিবারিক কলহের জেরে প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

তজুমদ্দিন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার তজুমদ্দিনে পারিবারিক কলহের জেরে রোজা মনি ওরফে মাকসুদা (৩০) নামের এক প্রবাসীর স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। নিহত রোজা মনি তজুমদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুর ইউনিয়নের বাদলীপুর গ্রামের ২নং ওয়ার্ডের খালপাড় বাড়ীর প্রবাসী বেল্লালউদ্দিন এর স্ত্রী। তিনি চাউলে দেওয়ার গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভোলা নেয়ার পথে মারা যান। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ভোলা মর্গে পাঠিয়েছেন। নিহত রোজা মনি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার আসোশিলা গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। সৌদি প্রবাসে থাকাকালীন অনলাইনের মাধ্যমে বেলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পারিবারিক সম্মতিতে তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের তিন বছর বয়সী বানী নামের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। কাতার প্রবাসী স্বামী বেলালউদ্দিন মুঠো ফোনে জানান, তাঁর বাবা-মা ও বোন অসুস্থ থাকায় রোজা মনি গত বৃহস্পতিবার বাবার থেকে আমাদের বাড়িতে আসেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, ঘরের তালা ভাঙা এবং বিভিন্ন মালামাল চুরি হয়েছে। তিনি এ ঘটনার ছবি তুলে স্বামীকে পাঠালে বেলাল জানান, নতুন করে তিনি এসব কিনে দেবেন। তবে রোজা মনি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, বিশেষ করে বোনদের সন্দেহ করে তাদের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। ৎ
স্ত্রীকে ফোন দিয়ে শান্ত হতে বলি এবং বিকল্প থাকার ব্যবস্থা করব বলেও জানাই। কিন্তু সে জানায়, কোথাও যাবে না, বরং বিষ খেয়ে জীবন শেষ করে দেবে। ''এরপর রাগের মাথায় তিনি স্থানীয় বাজার থেকে কীটনাশক কিনে এনে তা পান করেন, যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। নিহত রোজা মনির সাথে হাসপাতালে আসা বেল্লালর বোন সাহিদা জানান, ঝগড়ার এক পর্যায়ে কখন বিষপান করেছে আমরা টের পাইনি। অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে তজুমদ্দিন হাসপাতালে নিয়ে আসি। সন্ধ্যায় ভোলা নেয়ার পথে মারা যান। স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রাহাত হোসেন বলেন, মৃত ব্যক্তি কি ধরনের বিষ পান করেছিল আমরা তা নির্ণয় করতে পারিনি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভোলায় রেফার করলে পথে মারা যায়। তজুমদ্দিন থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আল মাসুম জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে এবং লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে স্থানীয়রা এ মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

মেয়েকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাবার উপর হামলা, আটক ২

লালপুর, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের লালপুরে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে উত্যক্তের ঘটনায় প্রতিবাদ ও থানায় অভিযোগ দায়ের করায় শুভ নামে এক বখাটে যুবকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর বাবাকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঘটনায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুই জন কে আটক করেছে। উপজেলার এবি ইউনিয়নের শালেশ্বর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত রতন আলী (৩৭) একই গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে ও অভিযুক্ত যুবক শুভ একই গ্রামের রুবেলের ছেলে। ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রীর মা সাইমা বেগম বুলবুলি জানান, ৬মাস যাবৎ স্কুলে যাওয়া আসার সময় বখাটে যুবক শুভ আমার মেয়েকে উক্ত্যক্ত করে আসছে। এঘটনায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে লালপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুভ ও তার পরিবারের লোকজন বিভিন্ন ভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে। তিনি আরো বলেন, গত বৃহস্পতিবার মেয়ের বাবা (রতন আলী) মসজিদ থেকে তারাবির নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে শুভসহ তার লোকজন অতর্কিত ভাবে হামলা চালায়। এতে তার মাথা ফেটে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এদিকে এঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের না দেয়ার জন্য হাসপাতালে এসে হুমকি দিচ্ছে শুভর লোকজন। মারপিটের ঘটনায় মেয়ের মা সায়মা বেগম বাদী হয়ে শুভ সহ ৮জনের বিরুদ্ধে লালপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটকৃতরা হলেন মৃত কপি শাহ্বর ছেলে মোসলেম উদ্দিন (৪২) ও তার ছেলে রিয়াদ হোসেন (২২)। এবিষয়ে লালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ নাজমুল হক জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। দুজনকে গ্রেফতার করে গতকাল শুক্রবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

খেলনা পাখি ফেরি করছেন এক বিক্রেতা। বান্দ রোড, বরিশাল।

মাঠে ফিরেই চোখ ধাঁধানো গোল মেসির

স্পোর্টস ডেস্ক : ইনজুরির জন্য টানা তিন ম্যাচ মিস করেছেন। ফিরেই আলো ছড়ালেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা করলেন চোখ ধাঁধানো এক গোল। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে, ৯২তম মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। সতীর্থ সান্তিয়াগো মোরালেসের পাস ধরে বক্সে ঢুকে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন সাবেক এই বার্সেলোনা তারকা। বিরতির পর ম্যাচের ৫৩ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। এর আগে, শুরুর একাদশে মেসি না থাকলেও ৩৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। ফলে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলো পর্বের দ্বিতীয় লেগে জামাইকান ক্লাব ক্যাভালিয়ার্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। প্রথম লেগেও ২-০ ব্যবধানে জয় পাওয়া ইন্টার মায়ামি দুই লেগ মিলিয়ে মোট ৪-০ ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

আইপিএল থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ব্রুক

স্পোর্টস ডেস্ক : কয়েক দিন আগের ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি ব্রুক আইপিএল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এই নিয়ে টানা দুইবার আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নিলেন তিনি। ফলে তাকে দুই বছরের জন্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে নিষিদ্ধ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)-কে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। ব্রুক অবশ্য আইপিএল থেকে নিজের নাম সরিয়ে নেওয়ার আগেই জানতেন যে আইপিএলের নিয়মানুযায়ী তাকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে সব জেনেশুনেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। চুক্তি হওয়ার পর কোনো বিদেশি খেলোয়াড় আইপিএল মৌসুম থেকে সরে দাঁড়ালে বিসিসিআইয়ের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী এমন নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়। গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মেগা নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস ৬.২৫ কোটি রুপিতে হ্যারি ব্রুককে দলে ভিড়িয়েছিল। তবে আগামী ২২ মার্চ শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে না খেলার কারণ হিসেবে তিনি ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে তার আসন্ন ব্যস্ত সূচিকে উল্লেখ করেছেন। এক বিসিসিআই কর্মকর্তা দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে নিশ্চিত করে বলেন, 'ইসিবি ও ব্রুককে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে বিসিসিআই নীতিমালা অনুযায়ী তাকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নীতিমালা গত বছর আইপিএল নিলামে নাম নিবন্ধনের আগে প্রতিটি খেলোয়াড়কে জানানো হয়েছিল। এটি বোর্ডের একটি নীতি এবং প্রতিটি খেলোয়াড়কে এর প্রতি সম্মান জানাতে হয়।' ব্রুকের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ইতোমধ্যে ব্রুক এবং ইসিবি–উভয়কেই বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। আইপিএল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার সময় ব্রুক বলেছিলেন, 'আমি আসন্ন আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি দিল্লি ক্যাপিটালস এবং তাদের সমর্থকদের কাছে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

ব্রুনো ফার্নান্দেসের হ্যাটট্রিকের রাতে জয় পেলো ম্যানইউ

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে তার দলকে ১০ জনের রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দিয়েছেন। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ৪-১ গোলের জয়ে (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২) ইউনাইটেড নিশ্চিত করেছে ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল; যেখানে তারা মোকাবেলা করবে ফরাসি ক্লাব লিওঁর। রুবেন আমোরিমের অধীনে প্রথম বছরেই কোনো শিরোপা জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে এবং আগামী মৌসুমে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ ধরে রাখতে ইউনাইটেডের জন্য এই জয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ম্যাচের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। দশম মিনিটের মাথায় ডাচ ডিফেন্ডার ম্যাথাইস ডি লিট রিয়াল সোসিয়েদাদের মিখেল ওইয়ারজাবালকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট-কিক থেকে ওইয়ারজাবাল সহজেই গোল করে সফরকারীদের এগিয়ে দেন। তবে ইউনাইটেড দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায়। মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে ফার্নান্দেস পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। এই পেনাল্টি আসে, যখন রাসমুস হজল্যান্ডকে ফাউল করেন ইগোর সুবেলদিয়া। রাতে একের পর এক নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়, যখন ইউনাইটেড তৃতীয় পেনাল্টির সুযোগ পায়। প্যাট্রিক ডোর্গুকে ফাউল করার কারণে রিয়াল সোসিয়েদাদের ডিফেন্ডার আরিতজ এলুস্তোন্দোর বিরুদ্ধে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত হয়। যদিও এলুস্তোন্দো বেশ কিছুক্ষণ রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান, শেষ পর্যন্ত তা কোনো কাজে আসেনি। ৫০ মিনিটে ফার্নান্দেস ঠান্ডা মাথায় স্পট-কিক থেকে গোল করেন। ৬৩ মিনিটে ডোর্গুকে ফাউল করে জন আরামবুরু লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল সোসিয়েদাদ। ইউনাইটেড এখানেই থামেনি। শেষ বাঁশি বাজার আগেই তারা আরও দুটি গোল করে। ৮৭ মিনিটে ফার্নান্দেস তার হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন নিচু শটে বল পাঠিয়ে জালে জড়িয়ে। অতিরিক্ত সময়ে তার পর্তুগিজ সতীর্থ দিয়েগো দালত ইউনাইটেডের হয়ে চতুর্থ গোলটি করে নিশ্চিত করেন দলের দুর্দান্ত জয়।

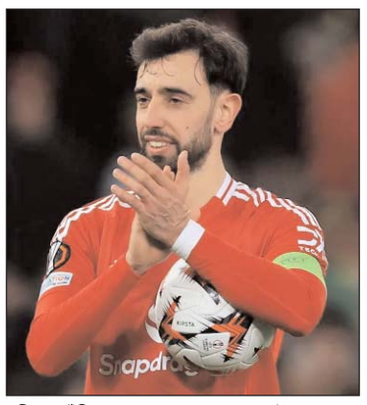

শেষ আটের টিকেট পেলো টটেনহ্যাম

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম লেগে ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল। সেখান থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার। গত বৃহস্পতিবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলো পর্বের দ্বিতীয় লেগে এজেড আকমারকে ৩-১ গোলের হারিয়েছে স্পার্সরা। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শেষ আটে উঠেছে তারা। প্রথম লেগে পিছিয়ে থাকার কারণে, টটেনহ্যামের মৌসুম অনেকটাই নির্ভর করছিল এই ম্যাচের ফলাফলের ওপর। তবে তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেছে, যার মূল কারিগর ছিলেন তরুণ ফরাসি উইঙ্গার উইলসন ওডোবার। তিনি জোড়া গোল করেন। ২৬তম মিনিটে এজেড ডিফেন্ডার ওয়াউটার গোসের বাজে ক্লিয়ারেন্সের সুযোগ নিয়ে ওডোবার বল জালে পাঠিয়ে স্পার্সকে এগিয়ে দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই, ৪৮তম মিনিটে সন হিউং-মিনের পাস থেকে জেমস ম্যাডিসন নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করলে ফের এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। তবে ৬৩তম মিনিটে টটেনহ্যামের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ নিয়ে পিয়ের কুপমেইনার্স গোল করে এজেডকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। এতে কিছুটা চাপ অনুভব করছিল স্বাগতিকরা। তবে ৭৪তম মিনিটে আবারও নায়ক হয়ে ওঠেন ওডোবার। টটেনহ্যামের বাম প্রান্ত দিয়ে গড়ে ওঠা দুর্দান্ত আক্রমণ থেকে বল পেয়ে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গোল করে দলকে স্বস্তি এনে দেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে জার্মান ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট। রাউন্ড অব ১৬-তে এই দলটি দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ ব্যবধানে আয়াক্সকে হারিয়ে পরবর্তী পর্ব নিশ্চিত করেছে।

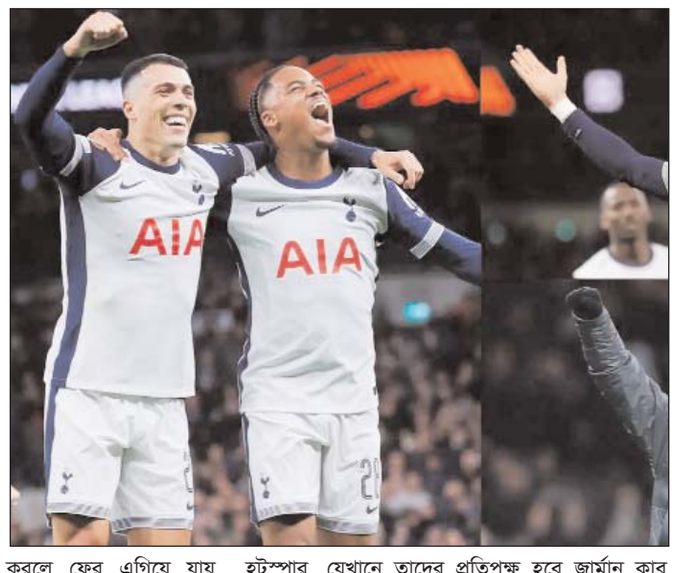

এখনও সিনিয়র হতে পারিনি : সৌম্য

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের ক্রিকেটে সিনিয়র ক্রিকেটার বললে কাদের নাম আসে আপনার মাথায়? মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ কিংবা সাকিব আল হাসান তারাই তো? কিন্তু এদিকে সৌম্য সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, লিটন দাসরাও যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, তারা কি সিনিয়র হননি? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছর অনেক সময়। এই সময়ে অনেকে দেশের অধিনায়কও হয়ে যান। অনেকের অবসর নেওয়ার সময়ও চলে আসে। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের লিটন-সৌম্যদের প্রজন্মটা এখনও সেভাবে সিনিয়র তকমাটা পায়নি। মাঠের ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের অধারাবাহিকতা যেখানে বড় কারণ। সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিনিয়র হতে না পারার ব্যাপারে আফসোস ঝরেছে সৌম্য সরকারের কণ্ঠে। সৌম্য বলেছেন, 'আমরা আসলে তাদের (সাকিব-মুশফিকদের) সঙ্গেই খেলে গেছি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ধারায় কী ঘটে? এক প্রজন্ম খেলে চলে গেছে, এরপর পরের প্রজন্ম এসে সেটা এগিয়ে নিয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। তাদের সঙ্গেই আমরা ১০-১২ বছর খেলে গেছি। আমাদের মধ্যে বিশেষ কিছু তৈরি হয়নি। তারাই সব ছিলেন। ওনারা সিনিয়র, আমরা কখনো সি-নিয়র হতে পারিনি। ওনারাই সিনিয়র থেকে গেছেন। যাদের নাম বললেন (তাসকিন, সৌম্য, মোস্তাফিজ...), দেখবেন কদিন পর এদেরই অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। এদের কোনো প্রজন্মই তৈরি হবে না। ওনাদের (পাঁচ সিনিয়র) সঙ্গে আমরা যারা এত দিন খেলেছি, আমাদেরই (খেলা) ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এরা (সৌম্য-তাসকিন-মোস্তাফিজ...) অনেক আগে সিনিয়র হলেও সিনিয়র-তকমা কখনও পায়নি।' সাকিব-তামিমরা মাঠের পারফরম্যান্সে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে পরবর্তী পর্যায়ে নিতে পেরেছিলেন, যার ফলে জুটেছিল সিনিয়র তকমাটা। সৌম্য-লিটনরা কতটুকু তা পেরেছেন সেই প্রশ্নও তোলা যায় চাইলে। সিনিয়র তকমা না লাগার বড় একটি কারণও নিশ্চিতভাবেই মাঠের ক্রিকেটের পারফরম্যান্স। বিষয়টি মেনে নিয়েছেন সৌম্যও। সৌম্য বলেছেন, 'যখন তারা শুরু করেছিলেন (সাকিব-তামিমরা), তাদের সময়ে যারা সিনিয়র ছিলেন, বেশি দিন জাতীয় দলে ছিলেন না। যেমন –হাবিবুল বাশার সুমন, (মোহাম্মদ) রফিক ভাইদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যখন প্রায় শেষ, তখন এরা (সাকিব-তামিমরা) দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন, অনেকটা সিনিয়র হয়ে গেছেন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই অধিনায়কত্ব পেয়েছেন। যেমন সাকিব ভাই তিন বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পরই অধিনায়কত্ব পেয়েছেন। মুশফিক ভাই পাঁচ বছরের মধ্যে অধিনায়কত্ব পেয়েছেন। তখন কী হয়েছে?

লাইফস্টাইল

ইফতারে খেজুর খেলে মিলবে যে উপকার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চলছে পবিত্র রমজান মাস। রোজা রেখে খেজুর খেয়ে ইফতার শুরু করা সুন্নত। তাই রমজানে খেজুরের কদর বেড়ে যায়। খেজুর না থাকলে আমাদের ইফতার যেন পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু কী আছে এই খেজুরে, আমরা কেন এত গুরুত্বের সঙ্গে খেজুর খাই? আমরা হয়তো অনেকেই জানি মিষ্টি মধুর ছোট এই ফলটির গুণের কথা। আর যারা না জেনেই খেজুর খাই, তারা আজ জেনে নিন। ইফতারের সময় খেজুর খাওয়ার উপকারিতা প্রসঙ্গে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের মুখ্য নিউট্রিশনিস্ট (পুষ্টিবিদ) সুদেষ্ণা মৈত্র নাগ জানান, খেজুরকে বলা হয় সুপারফুড। খেজুর সারাবছর খাওয়া উচিত। রমজান মাসে একজন রোজাদার মানুষ ভোর থেকে উপবাস থাকার পর সন্ধ্যায় রোজা ভঙ্গ করেন। তাদের ইফতারের সময় খেজুর খাওয়া ভীষণ প্রয়োজন। কারণ সারাদিনের উপবাসের পর খেজুর খেলে ক্যালোরি, এনার্জি এবং খনিজ গুন পাওয়া যায় খুব দ্রুত। খেজুরে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, প্রাকৃতিক গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ থাকায় শরীরে দ্রুত শক্তি পান রোজাদার মানুষ। পুষ্টিবিদ সুদেষ্ণা মৈত্র নাগ বলেন, খেজুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে। দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকার ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে খেজুর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারে খেজুর খেলে গ্যাস-অম্বল থেকে মানবদেহকে সুস্থ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খেজুর খুব উপকারি বলেও জানান পুষ্টিবিদ সুদেষ্ণা মৈত্র নাগ। বলা হয়ে থাকে বছরে যতগুলো দিন আছে, খেজুরে তার চেয়েও বেশি গুণ রয়েছে। খেজুর যেমনি সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর ফল। অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রচুর শক্তি, শর্করা ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ খেজুর খেলে: * খাদ্যশক্তি থাকায় দুর্বলতা দূর হয়, * খেজুর স্নায়ুবিক শক্তি বৃদ্ধি করে, * রোজায় অনেকক্ষণ খালি পেটে থাকা হয় বলে দেহের প্রচুর গ্লুকোজের দরকার হয়, * খেজুরে অনেক গ্লুকোজ থাকায় এ ঘাটতি পূরণ হয়, *হৃদরোগীদের জন্যও খেজুর বেশ উপকারি, * খেজুরের প্রচুর খাদ্য উপাদান রয়েছে, * খেজুর রক্ত উৎপাদনকারী, * হজমশক্তি বর্ধক, যকৃৎ ও পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক, * রুচি বাড়ায় * ত্বক ভালো রাখে * দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে * রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় * খেজুরের আঁশ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে * পক্ষঘাত এবং সব ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশকারী রোগের জন্য উপকারী * ফুসফুসের সুরক্ষার পাশাপাশি মুখগহ্বরের ক্যান্সার রোধ করে * অন্তঃসত্ত্বা নারীর সন্তান জন্মের সময় খেজুর খেলে জরায়ুর মাংসপেশির দ্রুত সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে, প্রসব হতে সাহায্য করে। এছাড়াও এ ফল প্রসব-পরবর্তী কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্তক্ষরণ কমিয়ে দেয়। খেজুরের উপকারিতায় হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক বাণী এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোনো বিষ ও যাদু ক্ষতি করতে পারবে না। আজওয়া খেজুর হলো মদিনার উৎকৃষ্ট মানের খেজুর।' -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি মেটাতে কোন খাবারগুলো খাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ভিটামিন বি১২ একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। এটি স্নায়ুর কার্যকারিতা বজায় রাখা, ডিএনএ তৈরি এবং লোহিত রক্তকণিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন বি১২ এর অভাব ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং স্নায়বিক সমস্যাও তৈরি করতে পারে। যেহেতু আমাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন বি১২ তৈরি করে না, তাই আমাদের খাদ্য বা সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করতে হবে। বি১২ এর মাত্রা বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায় জেনে নিন- ১. লিভার এবং কিডনি, ভেড়া, গরু বা খাসির মাংস, লিভার এবং কিডনি ভিটামিন বি১২ এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎসের মধ্যে একটি। প্রতিদিন অল্প করে খেলেই এই ভিটামিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। তাই আপনার প্রতিদিনের ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি মেটাতে নিয়মিত এ ধরনের খাবার রাখতে পারেন আপনার খাদ্যতালিকায়। ২. মাছ, স্যামন, টুনা এবং সার্ডিনের মতো ফ্যাটি মাছ কেবল ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ নয় বরং ভিটামিন বি১২-তেও ভরপুর। স্যামন ফিশ প্রস্তাবিত বি১২ গ্রহণের প্রায় ৮০% সরবরাহ করতে পারে, যা প্রাকৃতিকভাবে এই ভিটামিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ৩. দুগ্ধজাত পণ্য, দুধ, পনির এবং দইয়ের মতো দুগ্ধজাত পণ্যে মাঝারি পরিমাণে ভিটামিন বি১২ থাকে। এই খাবারগুলো বিশেষ করে নিরামিষাশীদের জন্য উপকারী, যারা মাংস খান না কিন্তু পর্যাপ্ত বি১২ মাত্রা বজায় রাখতে চান। শক্তিশালী খাবারের সঙ্গে এগুলো যুক্ত করলে গ্রহণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

যে কারণে খাবেন তরমুজের স্মুদি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রসালো ফল তরমুজ চলে এসেছে বাজারে। এই রমজানে ইফতারে তরমুজের এক গ্লাস ঠান্ডা স্মুদি আপনাকে করবে সতেজ। টুকটুকে লাল তরমুজের থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্রমাগত নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে রক্তের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী বজায় রাখে, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, এতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন যা চোখ ভালো রাখে, ত্বক উজ্জ্বল ও সুস্থ থাকে, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১ শরীরে এনার্জি তৈরিতে সাহায্য করে, শরীরের পানিশূন্যতা দূর করে, উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও কমায়, অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, প্রোস্টেট ক্যানসার, কোলন ক্যানসার ও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন তরমুজের স্মুদি। যা যা নেবেন: দুই চামচ ম্যাঙ্গো জ্যাম, এক চামচ মধু, এককাপ দই, দুই কাপ তরমুজ, পুদিনাপাতা, আইস কিউব-দারুচিনিগুড়া।
যেভাবে বানাবেন, একটি ব্লেন্ডারের মধ্যে তরমুজ, মধু ও পুদিনা পাতা দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এর মধ্যে দই ও দারুচিনির গুড়া দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করুন। এরপর একটি গ্লাসে ঢেলে তাতে ম্যাঙ্গো জ্যাম ও আইস কিউব দিয়ে ইফতারে পান করুন মজাদার এই স্মুদি।

রোজায় পানিশূন্যতা ও মাথাব্যথায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রোজার দিনগুলোতে শেষ বিকেল অনেকের কাছেই বেশ অস্বস্তিকর হয়ে যায়। মাথা বেশ ভারি হয়ে আসে। আবার কখনো তীব্র মাথাব্যথা। সারাদিন রোজা রাখার কারণে এ থেকে মুক্তির জন্য ওষুধও খেতে পারেন না। আবার সেহেরিতে ওষুধ খেলে এর কার্যকারীতাও বিকেলের দিকে বেশ কমে আসে। কেন এমন হয়? রোজায় খুব সাধারণ একটা সমস্যা মাথাব্যথা। বেশ কিছু কারণে মাথাব্যথা হয়। বড় কারণ পানিশূন্যতা, ক্ষুধা, ঘুম ও বিশ্রাম কম হওয়া, চা-কফি পান না করা। সমাধানের উপায়, এ সমস্যাটি কম হবে, যদি সেহরি খাওয়া বাদ না যায়, ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত পানি ও তরল বেশি করে পান করা যায়। বেশি পানি পান করলে এ সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়া অনেকাংশে সম্ভব। আর বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করবেন। রোদে সরাসরি যাবেন না, ছাতা ও সানগ্লাস ব্যবহার করবেন। পানিশূন্যতা, রোজায় সবচেয়ে বড় সমস্যা শরীরে পানির ঘাটতি। একজন সুস্থ-সবল মানুষের প্রতিদিন গড়ে ২২০০-২৮০০ মিলিলিটার পানি দরকার। অর্থাৎ প্রতিদিন দুই লিটারের কিছু বেশি থেকে তিন লিটারের কিছু কম পানি পান করা উচিত। তাই সেহরি, ইফতার অথবা রাতে যত সম্ভব পানি ও ফলের জুস বা শরবত পান করতে হবে। দিনে যেহেতু পানির ঘাটতি মেটানোর সুযোগ নেই, তাই রাতে পান করেই পানির ঘাটতি মেটাতে হবে। সারাদিনে ঘাম ও প্রস্রাবের মাধ্যমে প্রচুর পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রোজা রাখায় তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। বয়স্কদের এ সমস্যা বেশি হয়। পানি পান একমাত্র সমাধান, ইফতার ও সেহরির মধ্যে রাতে পানি বেশি করে পান করুন। বারবার পান করুন। যাদের ওষুধ সেবনজনিত পানিশূন্যতা হয়, তারা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লো প্রেসারও বিপজ্জনক, জানুন ঘরোয়া সমাধান

লাইফস্টাইল ডেস্ক: আমরা সব সময়ই উচ্চ রক্তচাপ বা প্রেসার হাই হয়ে গেলে টেনশনে থাকি। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলি। কিন্তু প্রেসার কমে গেলে বা লো হলে, তেমন পাত্তা দেই না। জানেন তো, প্রেসার লো হলেও কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। ব্লাড প্রেশার ওপরের টা ৯০ এর কম হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলা হয়। প্রেসার কমে গেলে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে পারেন। রক্তচাপ বাড়াতে যা করতে হবে: এক গ্লাস পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে পান করুন, দিনে দু'বার দুধ চিনি ছাড়া কফি ব্লাড প্রেশার বাড়াতে সাহায্য করে , সকালে খালি পেটে সামান্য মধু মিশিয়ে এক গ্লাস গাজরের জুস খান নিম্ন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রাচীনকাল থেকে কিশমিশ ব্যবহার হয়ে আসছে। রাতে এক টেবিল চামচ কিশমিশ এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিন। সকালে এই পানি পান করুন। তবে প্রেসার আগে মেপে দেখে নেবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে যা করতে হবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের দৈনন্দিন জীবন আরামদায়ক ও আধুনিক হয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরুর পর থেকেই। মানব সভ্যতা ও প্রগতির অনেক বড় একটা অংশ জুড়েই রয়েছে বিদ্যুৎ। কিন্তু অসাবধানতায় বিদ্যুৎ থেকে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। যার পরিণতি অনেক সময়ই মর্মান্তিক মৃত্যু। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে প্রাথমিক করণীয়গুলো জানলে অনেক ক্ষেত্রে জীবন রক্ষা করা সম্ভব। কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে তাৎক্ষণিকভাবে যা করতে হবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যাবে না, দ্রুত বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করতে হবে, উলের কাপড়, শুকনো কাঠ অথবা রাবার দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে আক্রান্ত অবস্থা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে হবে, আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে, শ্বাস স্বাভাবিক রাখতে বুকের ওপর জোরে চাপ দিতে হবে, রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় অবশ্যই মেইন সুইচ বন্ধ রাখতে হবে, এছাড়া রাবারের জুতা পরতে হবে, বৈদ্যুতিক সব কিছুই শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে রাখতে হবে, বছরে অন্তত একবার বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন ও সব বৈদ্যুতিক পণ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে।